আমাদের চারপাশের জগৎ

ভাগ-২

তৃতীয় শ্রেণী

Tele MANAS

National Tele Mental Health Programme

14416

টেলি-মানস হেল্পলাইন

Tele MANAS (Tele Mental Health Assistance and Networking Across States)

(১৪৪১৬ / ১৮০০-৮৯-১৪৪১৬)

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে টেলি-মানস, এই কেন্দ্র সরকার সমর্থিত একটি প্রকল্প, যা মহারাষ্ট্র রাজ্য অক্টোবর ২০২২ থেকে কার্যকর হয়েছে। টেলি-মানস কর্মসূচির মাধ্যমে হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪১৬ এ ফোন করে ২৪×৭ বিনামূল্য এবং সবার জন্য মানসিক স্বাস্থ্য পরিসেবা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। টেলি-মানস হেল্পলাইনে ফোন করার পর যে তথ্য দেওয়া হয় তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়। তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে তাদের সমস্যা এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারে এবং নিজের সমস্যার জন্য সাহায্য চাইতে পারে। অন্যদেরও সাহায্য নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

মনোদর্পণ

মনোদর্পণ (৮৪৪৮৪৪০৬৩২) এর মাধ্যমে দূরভাষ পরিসেবা জুলাই ২০২০ থেকে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে জাতীয় শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) এর মনোদর্পণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মানসিক দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করা হয়। এই পরিসেবা প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত, সপ্তাহের সব দিন উপলব্ধ। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করতে পারে।

প্রস্তুত পাঠ্যপুস্তকটি রাজ্য শিক্ষাগত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, মহারাষ্ট্র, পুণে কর্তৃক পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাদের দ্বারাই পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। শাসন নির্ণয় ক্রমাঙ্ক : অভ্যাস 2116 (প্র.ক্র.4316) এসডী-4 তারিখ-25.04.2016 অনুযায়ী স্থাপিত করা সমন্বয় সমিতির তারিখ-01.04.2026-এর সভায় এই পাঠ্যপুস্তক শিক্ষাগত বর্ষ 2026–27 থেকে নির্ধারিত করার জন্য মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের চারপাশের জগৎ

ভাগ-২

তৃতীয় শ্রেণী

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

ছকের মধ্যে দেওয়া Q.R. Code টি স্মার্টফোন দ্বারা স্ক্যান করলে তোমার কাছে ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া উপাদানগুলির সাথে সম্পর্কিত দৃশ্য ও শ্রাব্য-দৃশ্য শিক্ষণ সামগ্রীও উপলব্ধ হবে।

First Edition: 2026

© মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-411004

এই পুস্তকের সর্ব অধিকার মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের অধীনে সুরক্ষিত রয়েছে। এই পাঠ্যপুস্তকের কোনো ভাগ সঞ্চালক, মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডলের লিখিত অনুমতি ছাড়া উদ্ধৃতি করা যাবে না।

ইতিহাস সমিতি

ডা. গণেশ রাউত (অধ্যক্ষ)
ডা. মঞ্জিরি ভালেরাও (সদস্য)
শ্রী. বৈপুসাহেব শিন্দে (সদস্য)
শ্রী. ব্যাজনাথ কালে (সদস্য)
শ্রী. সুভাষ রাঠোড (সদস্য)
শ্রীমতী ঊষা খেপড়ে (সদস্য)
শ্রী. বিজয়কুমার ইংগবলে (সদস্য)
শ্রীমতী পল্লবী ঘরণীকর (সদস্য)
শ্রী. রামকুমার রায় (সদস্য)
শ্রী. নাগেশ শিগনে (সদস্য)
শ্রী. রবীন্দ্র ভাপকর (সদস্য)
শ্রী. সন্তোষ তালেকার (সদস্য)
শ্রী. নীতিন বড়ে (সদস্য)
শ্রী. রাজন গরুড় (সদস্য)
শ্রী. নীলেশ পোরে (সদস্য)
শ্রী. সুনীল মেশরাম (সদস্য)
শ্রী. হনুমন্ত যাদব (সদস্য)
শ্রী. প্রাজক্তা আম্বুলকার (সদস্য)
শ্রী. দত্তাত্রয় চৌধুরী (সদস্য)
শ্রী. অবিনাশ বাগাড়ে (সদস্য)
ডা. সদানন্দ ডোংগরে (সদস্য)
শ্রী. রামদাস ঠাকর (সদস্য)
শ্রীম. মনিষা সোনবনে (সদস্য)
ডা. সোমনাথ রোডে (সদস্য)
শ্রী. মোগল যাদব (সদস্য)
শ্রী. অরুণ যাধব
(অভ্যাসক্রম সমন্বয়ক)
শ্রী. রামেশ্বর লোটকে
(অভ্যাসক্রম সমন্বয়ক)
শ্রীমতী বর্ষা সরোদে (সদস্য সচিব)

নাগরিকশাস্ত্র সমিতি

ডা. সঞ্জ্যোত আপ্তে (অধ্যক্ষ)
প্রা. রাজেন্দ্র ভোইবার (সদস্য)
শ্রী. ইরফান সয়্যদ (সদস্য)
শ্রী. বিক্রম আদসুল (সদস্য)
শ্রী. রাজেন্দ্র টেকাডে (সদস্য)
শ্রীমতী রোহিনী গবহানে (সদস্য)
ডা. অশোক বাঙ্গার (সদস্য)
শ্রীমতী ভারতী ওটি (সদস্য)
শ্রী. শ্যামকান্ত রুলে (সদস্য)
শ্রী. চান্দখান পাঠান (সদস্য)
শ্রী. নাগনাথ বিভুতে (সদস্য)
শ্রী. আকাশ ঝাডে (সদস্য)
শ্রী. বিনোদ আবরাদী (সদস্য)
শ্রী. শ্রীনিবাস মোরে (সদস্য)
শ্রী. অভিনাশ বাগাড়ে (সদস্য)
শ্রীমতী স্পৃহা ইন্দু (সদস্য)
শ্রী. অনিল রাজগুরু (সদস্য)
শ্রী. প্রমোদ বাঘামোডে (সদস্য)
ডা. পরিমল সুধাকর (সদস্য)
ডা. বিরাজ মহাজন (সদস্য)
ডা. অজিঙ্ক্য গায়কবাড (সদস্য)
ডা. রুতুরাজ বুআ (সদস্য)
প্রা. বীণা কেংচি (সদস্য)
শ্রীমতী বর্ষারানী ভোপলে
(অভ্যাসক্রম সমন্বয়ক)
শ্রীমতী বর্ষা সরোদে (সদস্য সচিব)

গাভা সমিতি সদস্য

ডা. মহেশ্বর করলাবে
শ্রী প্রশান্ত দিবেকর
শ্রী মোহন শেটে
শ্রীমতী প্রতিমা গুপ্তে

সমীক্ষক

ডা. সদানন্দ মোরে (গুণবত্তা পরীক্ষক)
ডা. নিতা বোকিল (গুণবত্তা পরীক্ষক)
অ্যাড. শ্রীকান্ত দরবী (আইন বিশেষজ্ঞ)
ডা. শর্মিষ্ঠা ওক (CWSN বিশেষজ্ঞ)

লেখক

শ্রীমতী ইন্দ্রাণী চৌহান
ডা. গায়ত্রী লেলে

সংয়োজন

শ্রীমতী বর্ষা সরোদে
(প্রা. বিশেষাধিকারী)
ইতিহাস আর নাগরিকশাস্ত্র পাঠ্যপুস্তক মন্ডল, পুণে

বাংলা ভাষান্তর সংযোজক

ডা. অলকা পোতদার
বিশেষাধিকারী, হিন্দী ভাষা (বি.কা.)
শ্রী কৃষ্ণপদ বিশ্বাস
সহায়ক বিশেষাধিকারী, বাংলা ভাষা (বি.কা.)

ভাষান্তরকার বিষয়তজ্ঞ

শ্রী অপূর্ব শীল
শ্রী সনত দেবনাথ
শ্রী মোন্টু সরকার
শ্রী বিকাস মন্ডল
শ্রী অনিমেশ বিশ্বাস
শ্রী মহাদেব দে

মূখপৃষ্ঠ ও চিত্রকার : শ্রী দেবদত্ত বলকবডে
অক্ষরবিন্যাস : মুদ্রা বিভাগ পাঠ্যপুস্তক মন্ডল, পুণে
কাগজ : ৭০ জী.এস.এম. ক্রীমবোহ
মুদ্রানাদেশ :
মুদ্রক :

নির্মিতি

শ্রীমতী মিতালী শিতপ
(মুখ্য নির্মিতি অধিকারী)
শ্রী. শসাংক কনিকদলে
নির্মিতি অধিকারী

প্রকাশক

শ্রী. হেমন্ত বাবর
প্র. নিয়ন্ত্রক
পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি মন্ডল, প্রভাদেবী মুম্বাই-25

ভারতের সংবিধান

উদ্দেশিকা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক,ধর্মনিরপেক্ষ,গণতান্ত্রিক,সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়,
বিচার, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম
এবং উপাসনার স্বাধীনতা,
সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন
ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা
এবং তাদের সকলের মধ্যে

ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য
ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে
তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব

গড়ে ওঠে তার জন্য

সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে আমাদের গণপরিষদে, আজ ১৯৪৯, সালের ২৬ শে নভেম্বর, (তিথি মাঘ শুক্ল সপ্তমী, সম্বত দুই হাজার ছয় বিক্রমী) এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

ভারতের সংবিধান

ভাগ ৪ক

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য

অনুচ্ছেদ ৫১ ক্র.

মৌলিক কর্তব্য - ভারতের প্রতিটি নাগরিকের এই কর্তব্য থাকবে যে সে-

(ক) সংবিধানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

(খ) যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে।

(গ) ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য এবং সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঘ) দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে।

(ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত বা শ্রেণীগত বিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে।

(চ) আমাদের দেশের বহুমুখী সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্যপ্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) বনভূমি, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রাণী-সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করতে হবে।

(জ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার ঘটাতে হবে।

(ঝ) জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে।

(ঞ) সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(ট) মাতা-পিতা বা অভিভাবকদের ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাষ্ট্রগীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণ মঙ্গলদায়ক জয় হে,
ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয় জয় হে।।

প্রতিজ্ঞা

ভারত আমার দেশ । সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই-বোন।

আমি আমার দেশকে ভালবাসি। আমার দেশের সমৃদ্ধি এবং বিবিধতায় বিভূষিত পরম্পরার উপর আমার গর্ব।

ওই পরম্পরার সফলতা অনুসারে চলার জন্য আমি সর্বদা ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করবো।

আমি আমার মা-বাবা, গুরুজন এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবো।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি নিষ্ঠাবান থাকবো। তাদের কল্যাণ এবং সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ নিহিত।

राज्यगीत

जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।धृ।।

भिती न आम्हा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा
अस्मानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिभा
सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिव शंभू राजा
दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा ।।१।।

काळ्या छातीवरी कोरली, अभिमानाची लेणी
पोलादी मनगटे खेळती, खेळ जीवघेणी
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला
निढळाच्या घामाने भिजला
देश गौरवासाठी झिजला
दिल्लीचे ही तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा
जय जय महाराष्ट्र माझा ।।२।।

ভূমিকা

প্রিয়
শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ অনুযায়ী মহারাষ্ট্র রাজ্যের তৈরি পাঠ্যক্রম অনুসারে ইতিহাস ও নাগরিকশাস্ত্র বিষয়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়া 'আমাদের চারপাশের জগৎ ভাগ ২' এই পাঠ্যপুস্তকটি তোমাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তৃতীয় শ্রেণী থেকে তোমরা প্রথমবারের মতো এই বিষয়টি পড়ছ। এই বিষয় পড়ার ফলে তোমরা তোমাদের চারপাশের নানা বিষয়কে নতুন করে চিনতে পারবে।

আমাদের পরিবার থেকে এই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শুরু হয়েছে। আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক সম্পর্ক, প্রতিবেশী এবং তারপর তোমাদের প্রিয় বিদ্যালয় সম্পর্কে তোমরা আরও বেশি জানতে পারবে। তোমাদের আশেপাশে যে বাজার বসে সে সম্পর্কে জানবে, পাশাপাশি তোমাদের নিজে দের প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোও বুঝতে পারবে। জলের গুরুত্ব, সঞ্চয়, আশেপাশের নানা ঐতিহাসিক স্থাপত্য, যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা, প্রকৃতি রক্ষা ও সংরক্ষণ সম্পর্কেও তোমরা জানতে পারবে। আমরা ভারতবর্ষে বাস করি, তাই এখানকার ঐতিহ্য, এখানকার বৈচিত্র্য, সমাজের মহান ব্যক্তিত্ব ও সমাজ-সংস্কারকদের সম্পর্কেও শিখবে। আমাদের দেশে আমরা একতার সঙ্গে বাস করব এটা তোমাদের মনে গেঁথে যাবে।

পাঠ্যপুস্তকের এই ভূমিকা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রচ্ছদে ভারতের বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য ভারতের স্থূল মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের নানা কার্যক্রম করতে তোমাদের বিশেষ আনন্দ হবে। এই পুস্তকে আলোচনা, লেখা, ছবি দেখা, বোঝা, মতামত জানা, নিজের মত প্রকাশ করা এই ধরনের নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে সহজ পদ্ধতিতে তোমরা বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত হবে। পাঠ্যপুস্তকে আকর্ষণীয় ছবি দেওয়া হয়েছে। ছবি দেখেও বিষয়বস্তু বোঝার সুবিধা হবে। হাসি - খেলার মাধ্যমে শিক্ষন এর উপর পুস্তকটিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এই নতুন বিষয়ের জগতে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং তৃতীয় শ্রেণীর পড়াশোনার জন্য শুভেচ্ছা!

অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনো অসুবিধা মনে হলে তা অবশ্যই পাঠ্যপুস্তক মণ্ডলকে জানাবে।

পুণে
তারিখ:19 এপ্রিল 2026
ভারতীয় সৌর তারিখ: বৈশাখ শুক্লা 2,
শকে 1948, অক্ষয়তৃতীয়া

(অনুরাধা ওক)
সঞ্চালক
মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতি ও
অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে-৪

আমাদের চারপাশের জগৎ ভাগ-২

পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য? CG-১ বিদ্যার্থীদের চারপাশের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশের অনুসন্ধান করা এবং তাতে তাদের সম্পৃক্ত করে রাখা।				
ক্রক	**পাঠের নাম**	**পাঠ্যক্রম দক্ষতা**	**অধ্যয়ন নিস্পত্তি**	**পৃষ্ঠা সংখ্যা**
১	**আমাদের পরিবার**	C-১.২ পারিবারিক ও সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্ক (মানুষ, প্রাণীপ্রকৃতি) এবং ঐতিহ্য (শিল্পকলা, উৎসব-পার্বণ) বর্ণনা করে।	• পরিবারের বিভিন্ন প্রকার ও রূপ স্পষ্ট করে আত্মীয়তার সম্পর্ক বলে। i) পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্পষ্ট করে। ii) পরিবারের প্রকার ও রূপ স্পষ্ট করে।	১, ২, ৩, ৫, ৬ ২, ৩, ৪, ৫, ৬
২	**পরিবারের বংশলতা**	C-১.৫ স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করে নিজে বস্তু তৈরি করে (বংশ লতা, খাম, কাগজের প্রাণী) নিজের বাড়িতে বা শ্রেণিকক্ষ সাজানোর জন্য।	• নিজের পরিবারের বংশ লতা স্পষ্ট করে।	৭, ৮, ৯, ১০
৩	**আমার বিদ্যালয়**	C-১.৪ - স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর (পরিবার, বিদ্যালয়, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, বাজার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) কাজ বিভিন্ন আকারে (গল্প, ছবি, তালিকাসহ তথ্য, প্রতিবেদন) স্পষ্ট করে এবং তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে।	• স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ বলে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে। i) বিদ্যালয়ের কাজ স্পষ্ট করে তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে।	১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭
৪	**বাজার**	C-১.৪ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর (পরিবার, বিদ্যালয়, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, বাজার এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) কাজ বিভিন্ন আকারে (গল্প, ছবি, তালিকাসহ তথ্য, প্রতিবেদন) স্পষ্ট করে এবং তাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে।	• বাজারের কাজ স্পষ্ট করে তার ভূমিকা বিশ্লেষণ করে।	১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য? CG-৬ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে চারপাশের পরিবেশের নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। **CG-৪ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সংবেদনশীলতা গড়ে তোলা।** **CG-৯ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বদের (বিশেষত মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে) জীবনকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা। জাতি গঠনে তাঁদের অবদান ও সামাজিক পরিবর্তনের ভূমিকা স্পষ্ট করা।**				
৫	**আমাদের প্রয়োজন ও সমস্যা**	C-৪.৩ চারপাশের পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বর্ণনা করে। C-৪.৬ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষের প্রয়োজন চিহ্নিত করে। যেমন- সম্পদ প্রাপ্তির শর্ত, সমান সুযোগ, কাজের বিভাজন এবং আশ্রয় ইত্যাদি। C-৬.১ স্বাধীনভাবে বা দলে নির্দিষ্ট প্রশ্নের সাধারণ অনুসন্ধান করে। C-৯.২ চতুরতা, সাহস ও বিবেকের মাধ্যমে বিপদ মোকাবিলা করা যায় - এটা মহান ব্যক্তিদের জীবনচরিত থেকে আত্মস্থ করে।	• চারপাশের পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য বলে। • মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের তালিকা করে তাদের গুরুত্ব বলে। • উপলব্ধ সম্পদ ও দক্ষতা অনুযায়ী মানুষের মধ্যে কাজের বিভাজন হয়- এটা বলে। • আশেপাশের মানুষের সমস্যা ও প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে বুঝে সমাধানের উপায় সুপারিশ করে। • প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জনসাধারণের জায়গায় থাকা সুযোগ-সুবিধার তথ্য প্রশ্নের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। i) আশেপাশের মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যার তালিকা করে শ্রেণিবিভাগ করে। • চতুরতা, সাহস ও বিবেকের মাধ্যমে বিপদ মোকাবিলা করা যায়- তার উদাহরণ বলে।	২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ১৩, ১৪, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৮৩ ২৩, ২৮, ২৯ ৩৪, ৩৫

৬	**জলসাক্ষরতা**	C-৯.৩ মহান ব্যক্তির জীবনচরিত থেকে সমতা, ন্যায়বিচার, পরিবেশ রক্ষা, জল সাক্ষরতা ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা নেয় এবং সেইমতো আচরণ করে।	• জল সাক্ষরতা ধারণা বুঝে মহান ব্যক্তিরা জল সাক্ষরতার জন্য যে কাজ করেছেন তা বোঝে এবং জীবনে প্রয়োগ করে।	৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য: CG-**৪ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে সংবেদনশীলতা গড়ে তোলা।** CG-**২ আশেপাশের পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' (সমগ্র পৃথিবী একটি পরিবার) ধারণার বোধ তৈরি করা।** CG-**৬ বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে চারপাশের পরিবেশের নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।** CG-**৮ মানবজাতির বিকাশের ধাপগুলো ও প্রতিটি ধাপে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা আত্মসাৎ করা।**				
৭	**ভারতীয় পরম্পরা এবং সাংস্কৃতিক বিবিধতা**	C-২.২ চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মধ্যে সম্পর্ক (কাজের প্রকার, খাবার, উৎসব, ঐতিহ্য) স্পষ্ট করে।	• ফসলের মৌসুম ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উৎসব-পার্বণের তথ্য বলে। • আশেপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। • আশেপাশের পরিবেশগত উপাদানের তথ্য বলে। • সাংস্কৃতিক রীতিনীতিঐতিহ্যের সঙ্গে চারপাশের পরিবেশকে যুক্ত করে।	৪৪, ৪৫, ৫১ ৪৪, ৪৭, ৪৫, ৪৮ ৪৫, ৪৭, ৪৯
		C-৪.২ চারপাশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য (খাবার, পোশাক, খেলাধুলা, বিভিন্ন ঋতু, ফসল কাটা ও বোনার সঙ্গে সম্পর্কিত উৎসব) পর্যবেক্ষণ করে বর্ণনা করে।	• আশেপাশের মানুষের খাবার ও পোশাকের বৈচিত্র্য বলে। • আশেপাশের খেলাধুলার তথ্য বলে।	৪৬, ৪৯, ৫০, ৫৭ ৪৮, ৪৯, ৫০
		C- ৬.২ পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তগুলো সৃজনশীল মাধ্যমে (ছবি, চিত্র, কবিতা, নাটক, চিত্রনাট্য, খেলা, মৌখিক বা লিখিত প্রকাশ) উপস্থাপন করে।	• ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে। • ঐতিহ্যবাহী লোককলার পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে।	৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫০ ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১
		C-৮.২ অতীত ও বর্তমানের আচার-ব্যবহার, ঐতিহ্য, কৌশলের পরিবর্তনের তথ্য সংগ্রহ করে স্পষ্ট করে।	• অতীত ও আধুনিক কালের আচার-ব্যবহার ও ঐতিহ্যের তথ্য স্পষ্ট করে।	
৮	**যাতায়াত**	C-২.৩ আশেপাশের পরিবর্তন, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তনকে পূর্বপুরুষদের বলা গল্পের সঙ্গে (পেশার পরিবর্তন, খাদ্যাভ্যাস, সম্পদ, যানবাহন, অনুষ্ঠান) সম্পর্ক স্থাপন করে।	• প্রচলিত ও আধুনিক যাতায়াতের মাধ্যমের ধারণা স্পষ্ট করে। i) যাতায়াতের ধারণা বলে প্রকারভেদ স্পষ্ট করে। ii) প্রচলিত ও আধুনিক যাতায়াতের মাধ্যম বলে। iii) যাতায়াতের মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে যে পরিবর্তন হয়েছে তা বলে।	৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৭ ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮ ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮
পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য: CG-**৯ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বদের (বিশেষত মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে) জীবনকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা। জাতি গঠনে তাঁদের অবদান ও সামাজিক পরিবর্তনের ভূমিকা স্পষ্ট করা।**				
৯	**ঐতিহাসিক বাস্তু**	C- ৯.৫ স্থানীয় আশেপাশের ঐতিহাসিক ঘটনা, প্রসঙ্গ, স্থান, স্মারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।	• স্থানীয় আশেপাশের ঐতিহাসিক স্থাপত্য, স্থান, স্মারক পরিদর্শন করে, সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনা ও প্রসঙ্গের তথ্য সংগ্রহ করে বর্ণনা করে।	৫৫, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪

<table>
<tr><td colspan="5">পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য: CG-৯ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বদের (বিশেষত মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে) জীবনকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা। জাতি গঠনে তাঁদের অবদান ও সামাজিক পরিবর্তনের ভূমিকা স্পষ্ট করা।</td></tr>
<tr><td>১০</td><td>গাথা : বীরত্ব ও বিপ্লবের</td><td>C– ৯.৪
সামাজিক সমানতা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সাধু-সন্তরা ও সমাজ-সংস্কারকরা যে প্রচেষ্টা করেছেন তা থেকে অনুপ্রেরণা নেয় এবং এই মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করার চেষ্টা করে।
C– ৯.৬
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা ও বিপ্লবীদের বীরগাথা বর্ণনা করে এবং তাদের চরিত্রে অভিনয় করে।
C– ৯.২
চতুরতা, সাহস ও বিবেকের মাধ্যমে বিপদ মোকাবিলা করা যায় এটা মহান ব্যক্তিদের জীবনচরিত থেকে আত্মস্থ করে।
C-৯.১
ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্ব যেমন: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অনুপ্রেরণাদায়ী ঘটনা বলে এবং বিশ্লেষণ করে।</td><td>• সামাজিক সমানতা, ভ্রাতৃত্ব ও সমানতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা মহান ব্যক্তি ও সমাজ-সংস্কারকদের তথ্য বলে অনুপ্রেরণাদায়ী ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করে।.
• আশেপাশের মহান পুরুষ, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের বীরত্বের কাহিনি বলে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদানের তথ্য দেয়।
• চতুরতা, সাহস ও বিবেক ব্যবহার করে জীবনের সমস্যার মোকাবিলা করে।
• মহান ব্যক্তির জীবনের অনুপ্রেরণাদায়ী ঘটনার বর্ণনা করে।</td><td>৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৭
৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৭
৬৫, ৬৭, ৬৭
৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯</td></tr>
<tr><td>১১</td><td>পরিবেশ (পর্যাবরণ) রক্ষা: আমার দায়িত্ব</td><td>C– ১০.৫
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপণ এবং অন্যান্য সামাজিক কাজে অংশ নেয় ও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়।</td><td>• পরিবেশ পরিষ্কার অভিযানে অংশ নিয়ে তার গুরুত্ব বলে।
• বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে অংশ নিয়ে বৃক্ষ সংরক্ষণের উদ্যোগের বর্ণনা করে।</td><td>৭০, ৭১, ৭২
৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৭৫, ৭৬</td></tr>
<tr><td colspan="5">পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য: CG-৯ ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বদের (বিশেষত মহারাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে) জীবনকর্ম সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করা। জাতি গঠনে তাঁদের অবদান ও সামাজিক পরিবর্তনের ভূমিকা স্পষ্ট করা। CG-১০ সাংবিধানিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা ও গণতন্ত্রের ধারণা বোঝা।</td></tr>
<tr><td>১২</td><td>জাতীয় সংহতি</td><td>C–১০.৩
মূলগত উপাদানের ধারণা বোঝে এবং ভারতের জাতীয় সংহতি বজায় রাখার দৃষ্টিকোণ থেকে মূলগত উপাদানের অর্থ বিশ্লেষণ করে।</td><td>• মূলগত উপাদানে জাতীয় সংহতির গুরুত্ব চিহ্নিত করে।</td><td>৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪</td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>চলো শুনি, বলি এবং বুঝে নিই</td><td>C–৯.২
চতুরতা, সাহস ও বিবেকের মাধ্যমে বিপদের মোকাবিলা করা যায় এটা মহান ব্যক্তিদের জীবনচরিত থেকে আত্মস্থ করে।
C–১০.৬
নিজের চিন্তা ও মত অবাধে প্রকাশ করে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করে।</td><td>• চতুরতা, সাহস ও বিবেকের মাধ্যমে বিপদ মোকাবিলা করা যায় তার উদাহরণ বলে।
• বিভিন্ন বিষয়ে নিজের চিন্তা প্রকাশ করে অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।</td><td>৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪
৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪</td></tr>
</table>

- **মানচিত্র সম্পর্কিত টিকা:**-এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত মানচিত্রগুলি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এগুলি রাজ নৈতিক ও ভৌগোলিক প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়, তবুও কিছু ত্রুটি থাকলে তা প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে হতে পারে।

শিক্ষকদের পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশিকা

- জাতীয় শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য হল রাজ্যের সকল শিক্ষার্থীর অধ্যয়নের ফলাফল উন্নত করা। তাই পাঠ্যপুস্তকের শুরুর প্রাথমিক পৃষ্ঠাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত অধ্যয়ন ফলাফলগুলি সকলের অধ্যাপনার সময় সামনে রাখা অত্যন্ত জরুরি।
- প্রতিটি পাঠের অধ্যাপন পরিকল্পনা করার সময় অধ্যয়ন ফলাফল অনুযায়ী পাঠের অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে।
- পাঠগুলোতে বহুবিদ্যায়তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা পরিকল্পনা করা হয়েছে এটা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের সাহায্যে সমন্বিত পদ্ধতিতে সহজে শিখতে পারবে এই বোধ তৈরি করতে হবে।
- বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিষয়টির বোধগম্যতা আরও গভীর করা সম্ভব।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা দেওয়ার সময় ভারতীয় জ্ঞান-পদ্ধতি, পঞ্চকোষ সম্পর্কেও তথ্য পৌঁছাবে- এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।
- আশেপাশের বিভিন্ন উপাদানের সংরক্ষণ, ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তকের এই ভূমিকা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রচ্ছদে ভারতের বৈচিত্র্য দেখানোর জন্য ভারতের স্থূল মানচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের অগ্রগতির জন্য জাতীয় সংহতি বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যয়নের অভিজ্ঞতার কাঠামো তৈরি করার সময় এই সচেতনতা রাখা প্রয়োজন।
- বইয়ে পৃষ্ঠার সীমাবদ্ধতার কারণে স্থানীয় আশেপাশের সকল ঐতিহাসিক স্থাপত্য, মহান ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই অধ্যয়নে স্থানীয় আশেপাশের বিভিন্ন উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উদ্যোগ ও কার্যক্রমে স্থানীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।
- আমাদের প্রয়োজন, সেগুলো পূরণ করতে গিয়ে আগত সমস্যা, পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, জল-সাক্ষরতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কেও সহজ ভাষায় বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন।
- আশেপাশের ঐতিহাসিক স্থাপত্যের পরিচয় ও সেগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে হবে।
- বিষয়বস্তুর ভার না হয় সেজন্য পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য উদাহরণ ও ব্যাখ্যাসহ পাঠে দেওয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষকরা অধ্যয়নের পূর্বে বিভিন্ন সূত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু আরও সহজ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সেই সেই জায়গায় দেওয়া দরকার।
- শিক্ষকরা ভ্রমণের মাধ্যমে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করুন। শিক্ষার্থীদের সরাসরি অভিজ্ঞতা দিন। উদাহরণস্বরূপ, শিশু আনন্দ মেলা, স্থাপত্য পরিদর্শন, বিভিন্ন জাদুঘর পরিদর্শন, পরিবেশ ভ্রমণ ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করুন।
- শিক্ষকদের জন্য এই পৃষ্ঠায় বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিষয়ে, পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ার সময় সাংকেতিক চিহ্নের ভাষা (Sign Language) এবং অন্যান্য পরিপূরক শিক্ষাবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ চাহিদাভাবপন্ন শিক্ষার্থীদের যে পদ্ধতিতে সম্ভব সেই পদ্ধতিতে প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে।

সূচীপত্র

অ. ক্র.	পাঠের নাম	পৃষ্ঠা ক্র.
১.	আমাদের পরিবার	১
২.	পরিবারের বংশলতা	৭
৩.	আমার বিদ্যালয়	১১
৪.	বাজার	১৮
৫.	আমাদের চাহিদা ও সমস্যা	২৬
৬.	জলসাক্ষরতা	৩৭
৭.	ভারতীয় পরম্পরা এবং সাংস্কৃতিক বিবিধতা	৪৪
৮.	যাতায়াত	৫২
৯.	ঐতিহাসিক বাস্তু	৫৯
১০.	গাথা : বীরত্ব ও বিপ্লবের	৬৫
১১.	পরিবেশ সংরক্ষণ : আমার দায়িত্ব	৭০
১২.	জাতীয় সংহতি	৭৬
১৩.	চলো শুনি, বলি এবং বুঝে নিই	৮০

১. আমাদের পরিবার

মীনাদের বাড়িতে খুব তাড়াহুড়ো শুরু হয়েছিল। দুই দিন পরে তার অভিদাদার বিয়ে। তাই বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ ছিল। বউদি আসবেন বলে মীনা খুবই আনন্দিত ছিল। মীনার কাকা-কাকিমা আর খুড়তুতো ভাই, মামা-মামি আর মামাতো বোন, মাসি আর মাসতুতো ভাই, মাসতুতো বোন, পিসি, পিসতুতো বোন এইভাবে সব আত্মীয়রা বিয়ের উপলক্ষে একসঙ্গে জড়ো হয়েছিলো। মামা-মামি তাঁদের চার বছরের নাতিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো। সবাই তার সঙ্গে খেলায় মেতে উঠেছিল এবং তার যত্নও নিচ্ছিল।

মীনার মায়ের মা-বাবা এবং বাবার মা-বাবা দুই দিক থেকেই দাদু-দিদিমা ও ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা থাকায় মীনাকে খুবই আদর করা হচ্ছিল। মীনা আর তার ভাই-বোনেরা বড়দের কাজে সাহায্য করছিল। দাদু-দিদিমা সব কাজের উপর নজর রাখছিলেন। আগত অতিথিদের স্বাগত জানাচ্ছিলেন। সব আত্মীয়রা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে, হাসি-খুশিতে কাজ করছিলেন।

এসো চিনে দেখি !

সম্পর্ক চেনো - বাবার ভাই, মায়ের বোন, পিসির মেয়ে, মাসির ছেলে

বলো দেখি!

- তুমি মা-বাবাকে কোন কোন কাজে সাহায্য করো?
- সেগুলির মধ্যে তোমার পছন্দের কাজ কোনটি?

মীনার পরিবারে তার মা-বাবা, কাকা-কাকিমা, দাদু-দিদিমা এবং ভাই-বোনেরা একসঙ্গে থাকেন। সীমাদিদি মীনার আপন বোন। অভিদাদা মীনার এবং সীমাদিদির খুড়তুতো ভাই, কারণ সে মীনার কাকা-কাকিমার ছেলে। অর্থাৎ মীনা আর সীমাদিদি দুজনেই অভিদাদার খুড়তুতো বোন।

এসো আমরা এইভাবে আমাদের পরিবারের তালিকা তৈরি করি!

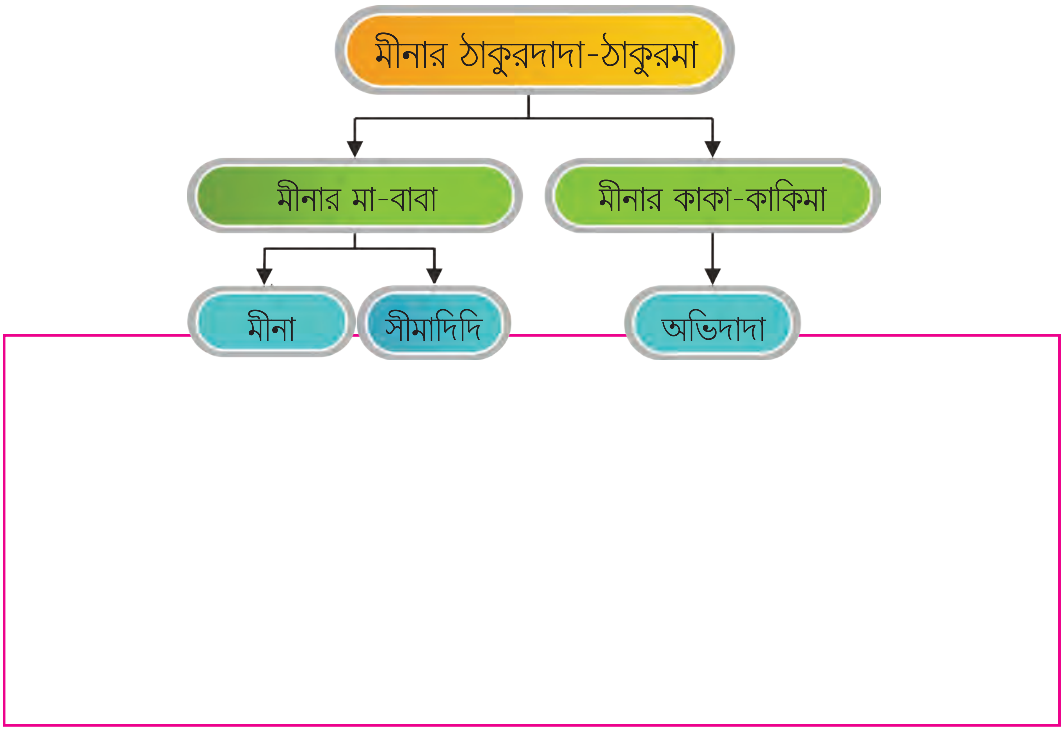

পরিবার মানে হল একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষদের সমূহ। এর প্রকারগুলি নীচে দেওয়া হল–

বড় (যৌথ) পরিবার: যে পরিবারে মা-বাবা, ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, কাকা-কাকিমা, খুড়তুতো ভাই-বোনেরা একসঙ্গে থাকেন, তাকে বড় পরিবার বলে। একে 'যৌথ পরিবার'-ও বলা হয়।

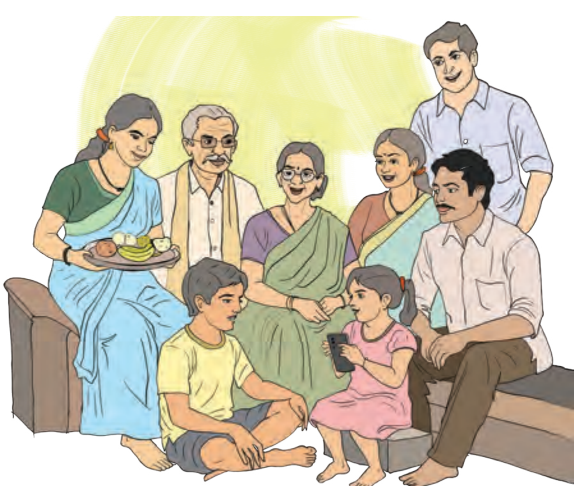

বড় (যৌথ) পরিবার

ছোট পরিবার: যে পরিবারে মা-বাবা এবং তাঁদের সন্তানেরা একসঙ্গে থাকেন, তাকে ছোট পরিবার বলে।

ছোট পরিবার

বিস্তৃত পরিবার

বিস্তৃত পরিবার: আমাদের মায়ের দিক এবং বাবার দিকের আত্মীয়রা মিলে হয় 'আমাদের বিস্তৃত পরিবার'। বিস্তৃত পরিবারের সদস্যরা একই বাড়িতে একসঙ্গে থাকেন না। কিন্তু দরকারের সময়ে একে অপরকে সাহায্য করেন। একে অপরের যত্ন নেন। একে অপরের সুখ-দুঃখের মুহূর্তে অংশ নেন।

একক অভিভাবকের পরিবার: কিছু পরিবারে মা-বাবার মধ্যে কোনো একজনই সন্তানদের দেখাশোনা করেন। তাদের লালনপালন করেন। এই ধরনের পরিবারকে 'একক অভিভাবকের পরিবার' বলে।

একক অভিভাবকের পরিবার

আলোচনা করো।

- মীনার পরিবার কোন ধরনের?
- তোমার পরিবার কোন ধরনের?

সীমাদিদির বান্ধবী সুস্মিতা আর ইয়াসমিন মিলে দরজার সামনে সুন্দর আলপনা একেছিল। অভিদাদার বন্ধু ডেভিড আর গুরুদীপ ফুলের তোরণ দিয়ে বাড়ি সাজাল।

মীনাদের প্রতিবেশীরাও সাহায্য করতে এসেছিলেন। কারও বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে সবাই মিলে-মিশে তা পালন করেন। দরকার হলে একে অপরকে সাহায্যও করেন। গত বছর মীনার ঠাকুরদাদা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। তখন বাড়ির প্রতিবেশীরা অনেক সাহায্য করেছিলো। ছুটির দিনগুলিতে সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা মীনাদের উঠোনে জড়ো হয়। মীনার ঠাকুরমা তাদের ভালো-ভালো গল্প বলেন।

বলো দেখি!

প্রতিবেশীদের সঙ্গে তুমি কোন কোন উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করো?

তোমরা জানো কি?

আমরা নিজেরা, আমাদের পরিবার, বন্ধু-বান্ধবী, সহকর্মী, প্রতিবেশী - এরা সবাই আমাদের সমাজের অংশ। বিভিন্ন পরিবার মিলেই সমাজ তৈরি হয়।

মীনার বাড়িতে একটি কুকুর ও একটি বিড়াল ছিল। বাড়িতে এত মানুষ দেখে মোতি (কুকুরটি) আনন্দিত হয়েছিল। সে লেজ নাড়াতে নাড়াতে সারা বাড়ি ঘুরছিল। খাওয়ার পরে সব ভাই-বোনেরা সাপলুডো খেলতে বসল, মোতিও সেখানে এসে বসল। মণিমাউ (বিড়ালটি) নিত্য নিয়মে দুধ খেয়ে ঘরের কোণে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল।

সাপলুডো খেলা খেলছে

মীনাদের উঠোনের এক কোণে মাটির দুটো পাত্র রাখা আছে। মীনা প্রতিদিন সেগুলিতে পাখিদের জন্য জল ও দানা রাখে।

- আমাদের আশপাশের গাছপালা, পশু-পাখি আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- আমরা গাছ লাগাই, বিভিন্ন পশু-পাখির যত্ন নিই।
- আমরা বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একত্রিত হই এবং আনন্দ উদ্‌যাপন করি।

চলো একটু লিখি।

কাজ	বাড়িতে এই কাজ কে করে?
রান্না করা।	
বাড়ি পরিষ্কার করা।	
কাপড় কাচা।	
বাজার থেকে কেনাকাটা করা।	
বড়দের/অসুস্থদের যত্ন নেওয়া।	

ছবিতে যা করছে তা ছকে লেখো।

পরিবার ছোট হোক বা বড়, পরিবারের মানুষেরা মিলেমিশে একসঙ্গে থাকেন। একে অপরের যত্ন নেন। একে অপরকে সাহায্য করেন। কাজ ভাগ করে নেন। তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অনুভূতি থাকে। পরিবারের পরিবেশ নিরাপদ থাকে। বিভিন্ন সংস্কৃতির অনেক পরিবার মিলে সমাজ তৈরি হয়। এই সুখী পরিবারগুলি মিলে সুখী সমাজ গড়ে ওঠে।

এসো করে দেখি।

- তোমার বিস্তৃত পরিবারের সদস্যদের তালিকা করো।
- প্রতিবেশী পরিবারের মানুষদের সম্পর্কে তথ্য নাও।

অনুশীলনী

প্র. ১ কে তা লেখো।

(ক) মামা-মামির সঙ্গে যে এসেছিল ------------------------

(খ) সব কাজের উপর নজর রাখতেন যাঁরা ------------------------

(গ) বড়দের কাজে সাহায্য করত যারা ------------------------

(ঘ) মীনার খুড়তুতো ভাই ------------------------

প্র. ২ কে কে থাকেন তা লেখো।

ছোট পরিবার

একক অভিভাবকের পরিবার

বড় পরিবার

প্র. ৩ তোমার পরিবারের নীচের সদস্যরা কী করেন তা লেখো।

(ক) মা

(খ) বাবা

(গ) ঠাকুরমা

(ঘ) ঠাকুরদাদা

(ঙ) আমি

(চ) আমার ভাই-বোনেরা

প্র. ৪ নীচের ভুল বাক্যগুলি সঠিক করে লেখো।

(ক) সীমাদিদি মীনার খুড়তুতো বোন।

(খ) বিস্তৃত পরিবারে শুধু বাবার দিকের আত্মীয়রা থাকেন।

(গ) পোষা প্রাণী পরিবারের সদস্য নয়।

প্র. ৫ সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

(ক) অভিদাদার বিয়ের জন্য কে কী প্রস্তুতি নিয়েছিল?

(খ) পরিবারে আমাদের কোন কোন প্রয়োজন মেটে?

(গ) তোমার পছন্দের পোষা প্রাণী কোনটি? তার যত্ন তুমি কীভাবে নাও?

উপক্রম

- তোমার পরিবারের আত্মীয়দের ছবি সংগ্রহ করে খাতায় লাগাও এবং নীচে তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক লেখো।
- তোমার আশেপাশের পোষা প্রাণী ও পাখিদের তালিকা করো।

***

২. পরিবারের বংশলতা

আলমারি গোছাতে গিয়ে বর্ষা তার মা-বাবার বিয়ের অ্যালবাম খুঁজে পেল। অ্যালবাম উল্টাতে উল্টাতে সেই সময়ে আজকাল যাদের দেখা যায় তাদের একটু আলাদা দেখাচ্ছিল। তাতে মা-বাবার সঙ্গে পুরো পরিবারের একটি ছবি ছিল। বর্ষা তার মাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। মা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, ''বর্ষা, এটা আমাদের সম্পূর্ণ পরিবারের একসঙ্গে তোলা ছবি। দেখো তো এতে কে কে আছে চেনো কিনা।'' বর্ষা ছবি ভালো করে দেখে চেনা মানুষদের, আত্মীয়দের নাম বলল। কিছু মানুষকে সে চিনতে পারল না।

''মা, এই ছবিতে কে আছেন?'' বর্ষা জিজ্ঞেস করল। মা বললেন, ''বর্ষা এই তোমার বাবার ঠাকুরমা''। বর্ষা বাবার ঠাকুরমা অর্থাৎ তার প্রপিতামহীকে দেখে আনন্দিত হল। এতে সে নিজের মা-বাবা, মা-বাবার মা-বাবা অর্থাৎ ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা এবং ঠাকুরদার মায়ের ছবি দেখতে পেল। এতে সে তার বাবা-ঠাকুরদাদা-প্রপিতামহ - এই তিন প্রজন্মের পরিচয় পেল। প্রজন্ম মানে প্রতিটি পরিবারে পূর্বে থাকা ব্যক্তি। এইভাবে বর্ষা, তার মা-বাবা, ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা এবং তাঁদের মা-বাবার থেকেই বর্ষা তার পরিবারের 'বংশলতা' তৈরি করতে পারল।

আমি তোমার বাবার মা,
আমি তোমার কে?

আমি তোমার বাবার ছেলে,
আমি তোমার কে?

আমি তোমার মায়ের মা,
আমি তোমার কে?

আমি তোমার মায়ের বাবা,
আমি তোমার কে?

বলো দেখি আমি কে?

আমি তোমার বাবার বাবা,
আমি তোমার কে?

আমি তোমার বাবার ভাই,
আমি তোমার কে?

আমি তোমার বাবার মেয়ে,
আমি তোমার কে?

আমি তোমার বাবার বোন,
আমি তোমার কে?

বংশলতা

বংশলতা মানে পরিবারের সদস্যদের প্রজন্ম অনুযায়ী সাজানো সূচী বা তালিকা। এতে মা-বাবা, ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমা, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী এইভাবে প্রজন্মের নাম থাকে।

বংশলতা হল আমাদের পরিবারের ছোট্ট ইতিহাস। আমাদের পরিবারের ইতিহাস বংশলতা থেকে জানা যায়। আমাদের পরিবারের পূর্বপুরুষেরা কে ছিলেন তা জানতে পারা যায়। আমাদের বংশলতা থেকে পরিবারের সদস্যদের নাম ও পদবি জানা যায়।

এসো বংশলতা মানে কি তাহা নিচের আকৃতি দ্বারা বুঝে নেই।

এসো বুঝে নিই

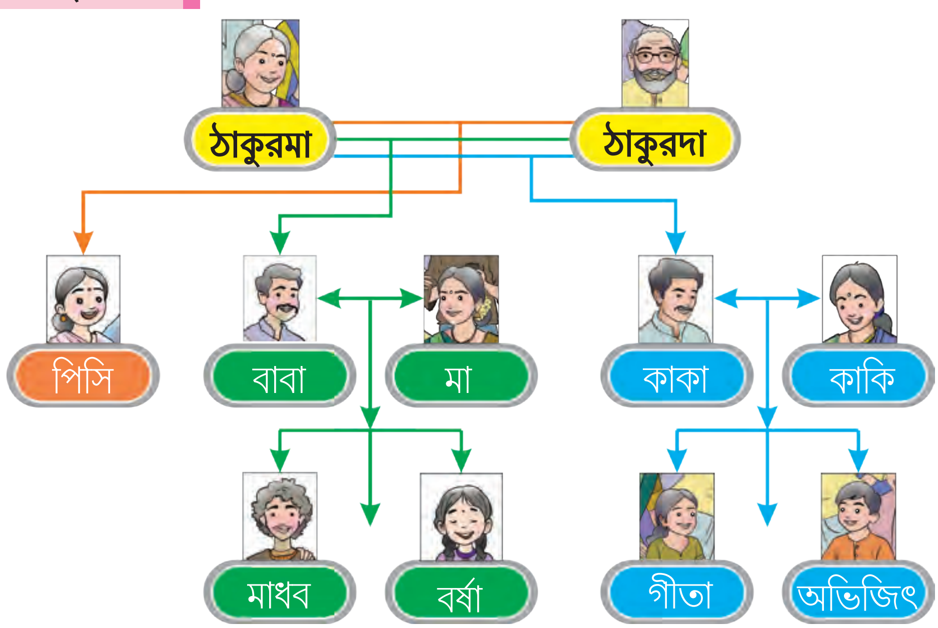

বর্ষার বংশলতা

বংশলতার অধ্যয়ন কেন করা হয়?

* **পারিবারিক ইতিহাস বুঝে নিতে:** পরিবারের ইতিহাস এবং পূর্বপুরুষদের তথ্য পেতে আমরা বংশলতার অধ্যয়ন করি।
* **সম্পর্ক বুঝে নিতে:** পরিবারের সদস্যদের সম্পর্ক এবং একে অপরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বংশলতা থেকে বোঝা যায়।
* **বংশের তথ্য পেতে:** এই পদ্ধতি কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের মূল পরিচয় খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

বংশলতা কীভাবে তৈরি করা হয়?

পরিবারের বংশলতার লিপিবদ্ধ একটি বড় গাছের রূপে অর্থাৎ 'পারিবারিক বৃক্ষ' হিসেবে রাখা হয়। প্রতিটি নতুন প্রজন্মের জন্ম মানে হল বংশবৃক্ষের বিস্তার। বংশবৃক্ষের মাধ্যমে পরিবারের সব সদস্য তাদের পূর্বপুরুষদের তথ্য পান। নতুন প্রজন্ম পুরোনো প্রজন্মের পরিচয় এর মাধ্যমে পায়।

অনুশীলনী

প্র. ১ সঠিক জোড়া মেলাও।

অ সমূহ	উত্তর	ব সমূহ
১. মায়ের ভাই	------------	(ক) পিসি
২. বাবার বোন	------------	(খ) কাকা
৩. মায়ের বোন	------------	(গ) মামা
৪. বাবার ভাই	------------	(ঘ) মাসি

প্র. ২ নীচের বাক্যগুলি ঠিক না ভুল তা লেখো এবং ভুল বাক্যগুলি সংশোধন করে আবার লেখো।

(ক) প্রজন্ম মানে পরিবারে পূর্বে থাকা ব্যক্তি। [ ]

(খ) বাবার পক্ষের সব আত্মীয়দের পদবি এক নয়। [ ]

(গ) বংশলতার অধ্যয়ন থেকে পরিবারের ইতিহাস বোঝা যায় না। [ ]

প্র. ৩ চেনো ও লেখো।

কখনো ঝগড়া করে, কখনো হাসায়, খেলায়, আমাকে কাঁদায়, মায়ের হাতের ভালো খাবার পায়, সে আমার ------------	ভালোবাসার গাছ স্নেহের ছাদ, তাকে ছাড়া আমার মন ভরে না, আমার মা তিনিই আমার ------------	বাবার বোন আমাকে করেন আদর, আমার জন্য খেলনা আনেন মিষ্টি খাবার, তিনি আমার ------------	মায়ের ভাই বলেন বেড়াতে যাই, হাসান, খেলান, খাওয়ান তাই পছন্দ হয় আমার। তিনি আমার ------------

প্র. ৪ তোমার সঙ্গে সম্পর্ক লেখো।

মায়ের পক্ষের আত্মীয় : --

বাবার পক্ষের আত্মীয় : --

প্র. ৫ নীচের প্রশ্নগুলির দুই থেকে তিনটি বাক্যে উত্তর লেখো।

(ক) পরিবারের বংশলতা থেকে তুমি কী কী তথ্য পাও?

(খ) বংশলতা কীভাবে তৈরি করা হয়?

উপক্রম

- অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে বাবার পক্ষের বংশলতার সদস্যদের ছবি সংগ্রহ করে বংশবৃক্ষ তৈরি করো।
- তোমার মায়ের দিকের আত্মীয়দের পদবির তালিকা অভিভাবকদের সাহায্যে তৈরি করো।

***

৩. আমার বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ে যাই আমরা

লিখব, পড়ব, পড়াশোনা করব
খেলব-দৌড়াব, ব্যায়াম করব
জ্ঞানী হব আমরা,
বিদ্যালয়ে যাই আমরা।

গান গাইব, নাটক করব
ছবি আঁকব, নাচব
বুদ্ধিমান হব আমরা,
বিদ্যালয়ে যাই আমরা।

বন্ধুদের সঙ্গে মজা করব
বড় হব, নাম করব
দেশের ভবিষ্যৎ আমরা,
বিদ্যালয়ে যাই আমরা।।

এই বিদ্যালয় আমার ভীষণ প্রিয় ভালোবাসী নিরন্তর।
স্নেহদিয়ে আগলে রাখে যেমন মায়ের অন্তর ।।

বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ রঙিন পতাকায় সাজানো হয়েছিল। বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা চলছিল। ছেলেমেয়েদের হৈচৈ চলছিল। দৌড় প্রতিযোগিতায় রোহিত প্রথম এলো। রোহিতের প্রতিদ্বন্দ্বী মিহির রোহিতকে অভিনন্দন জানাল। এরপর কবড্ডী খেলা শুরু হল। এর জন্য নীতার দল মাঠে নামল। ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে তাদের উৎসাহ বাড়াচ্ছিল।

মেয়েদের কবড্ডী খেলা

বলো দেখি!

* বিদ্যালয়ের মাঠে তুমি কোন কোন খেলা খেলো?

বিদ্যালয়ের অর্থ কী?

বিদ্যালয় হল সেই জায়গা যেখানে আমরা শিখতে যাই। যেখানে আমরা নিয়ম মেনে চলতে শিখি।

বিদ্যালয়ে সময়মতো আসা, বিদ্যালয়ের পোশাক পরা, বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসভায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো - এগুলি থেকে আমরা অনুশাসন শিখি। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকে। আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকি। একে অপরকে সাহায্য করি। একে অপরের যত্ন নিই।

শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে শিখি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আমাদের বিভিন্ন বিষয় শেখান। তাঁদের এবং আমাদের সম্পর্ক হল শিক্ষক-শিক্ষার্থী। সমাজে কীভাবে চলতে হয় তা আমরা বিদ্যালয়ে শিখি। এই সব শিক্ষা থেকে আমরা আদর্শ নাগরিক হই। আমাদের জীবনে পরিবারের মতোই বিদ্যালয়েরও গুরুত্ব থাকে।

তোমরা জানো কি?

বিদ্যালয়ের পোশাকের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাম্যতা, অনুশাসন এবং ঐক্যের অনুভূতি তৈরি হয়। বিদ্যালয়ের পোশাকের ফলে ছাত্রছাত্রীদের মনে বিদ্যালয়ের প্রতি আপনত্ব ভাব তৈরি হয়। বিদ্যালয়ের পোশাক এটা বিদ্যালয়ের পরিচয়।

নীচের ছবিতে বিদ্যালয়ের জন্য দরকারি জিনিসপত্র আছে। সেগুলি চেনো এবং ছবির নীচে তার নাম লেখো।

- **ভৌতিক উপাদান :** ভবন, ব্ল্যাকবোর্ড, চক, ডাস্টার, বেঞ্চ, ঘণ্টা, বই, খাতা, পেন্সিল, রবার, সিসিটিভি-ক্যামেরা, অভিযোগ-বাক্স, প্রয়োগশালা, মাঠ, রক্ষামূলক প্রাচীর, পানীয় জলের ব্যবস্থা, মার্কার, হোয়াইটবোর্ড, স্মার্ট বোর্ড, স্লেট, র‍্যাম্প, গ্রন্থাগার, সবজিবাগান, কম্পিউটার কক্ষ, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, ছেলে-মেয়েদের আলাদা শৌচাগার, হ্যান্ডওয়াশ স্টেশন, স্কুলবাস ইত্যাদি।

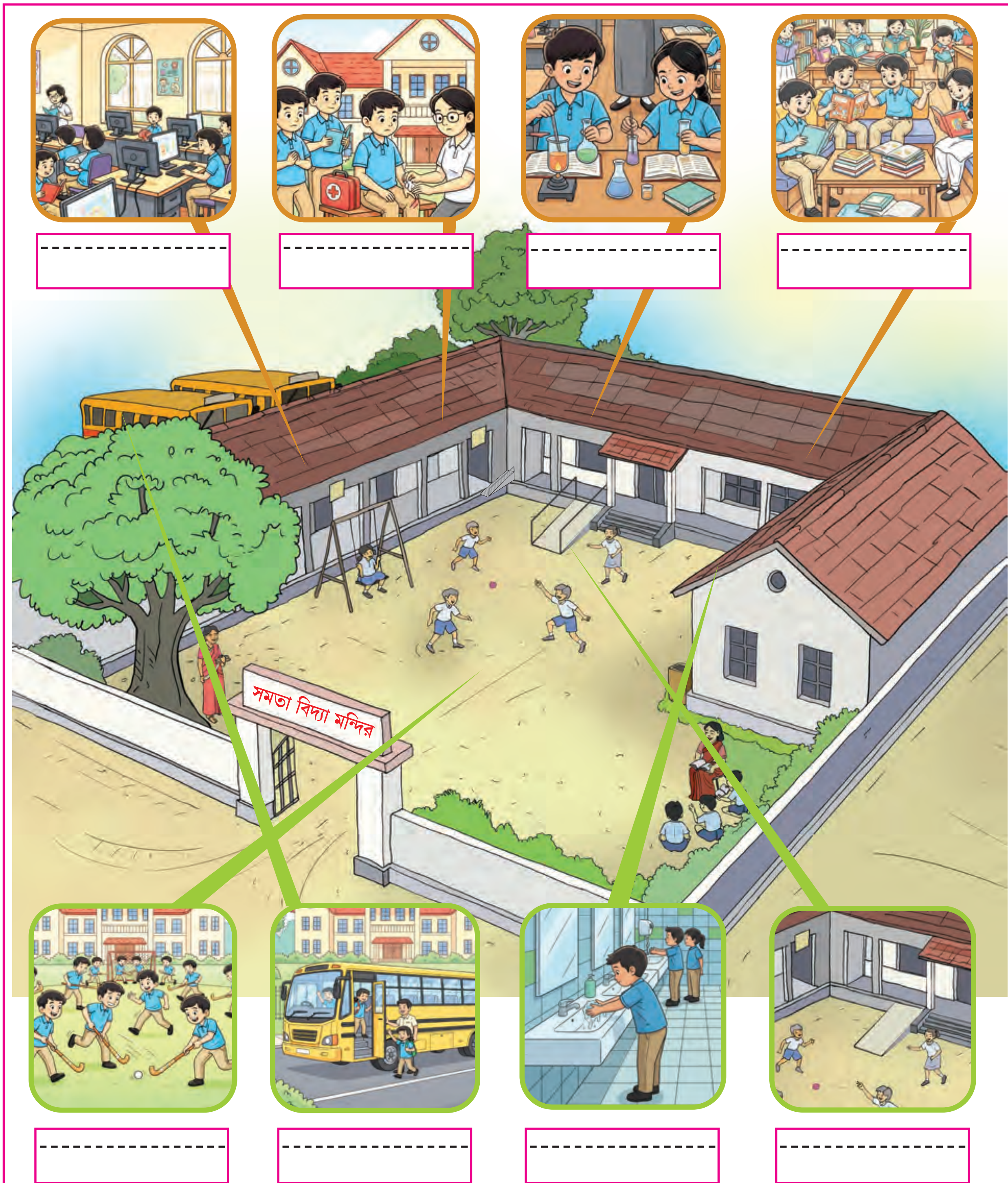

তোমরা জানো কি?

বিদ্যালয়ে সিঁড়ির পাশে একটি ঢালু পথ থাকে। এই ঢালু পথকে 'র‍্যাম্প' বলে। র‍্যাম্পের সুবিধায়ে প্রতিবন্ধী (দিব্যাঙ্গ) শিক্ষার্থীরা চাকার চেয়ারে করে বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করতে পারে।

- **মানবিক উপাদান :** শিক্ষার্থীগণ, অভিভাবক, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, কার্যালয়ের কর্মচারী, পরিচ্ছন্নতা কর্মচারী, রান্নাঘরের কর্মী ও সহকারী ইত্যাদি।

বিরাজের বিদ্যালয়ে, বিদ্যালয় মন্ত্রিপরিষদের নির্বাচন ছিল। মুখ্যমন্ত্রী, অনুশাসনমন্ত্রী, পরিচ্ছন্নতামন্ত্রী, অধ্যয়ন, সাংস্কৃতিকমন্ত্রী এবং ক্রীড়ামন্ত্রী বিদ্যালয় মন্ত্রিপরিষদের জন্য নির্বাচিত করার কাজ ছিলো। সব ছাত্রছাত্রীরা ভোট দিল। বিরাজকে সাংস্কৃতিক মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করা হল। তাই এখন থেকে বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব তার উপর থাকবে।

বিদ্যালয় মন্ত্রিপরিষদ নির্বাচন

কৃতি - বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ পালন করতে হবে। তোমার শ্রেণীর তিনটি সমূহ তৈরি করে নীচের তালিকায় কাজ ভাগ করে নাও।

সমূহ 'অ'	সমূহ 'ব'	সমূহ 'ক'
----------------------------	----------------------------	----------------------------
----------------------------	----------------------------	----------------------------

- বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব নেয়।
- বিদ্যালয় আমাদের জ্ঞান দেয়। সমস্যা সমাধান করতে শেখায়। একসঙ্গে কাজ করতে শেখায় তাই বিদ্যালয় সমাজের জন্য একটি অত্যন্ত উপকারী প্রতিষ্ঠান।
- বিদ্যালয়ে প্রত্যেকের কথা বলার, নিজের মত প্রকাশ করার এবং অন্যের মত শোনার অভ্যাস তৈরি হয়। বিদ্যালয়ে আমরা গণতন্ত্রের মূল্যবোধ শিখি।

  এইভাবেই আমাদের দেশ চলে। একেই 'গণতন্ত্র' বলে।

বলো দেখি!

* তোমার বিদ্যালয়ের কোন জায়গাটা বেশি পছন্দ? কেন?
* যদি তোমাকে এক দিনের জন্য শিক্ষক বানানো হয় তাহলে তুমি কী কী প্রস্তুতি নেবে?

এসো করে দেখি।

নিরঞ্জন একটি মানচিত্রের রূপরেখা একেছে।

তুমি নিজের বাড়ি থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত এইভাবে একটি মানচিত্র রূপরেখা আঁকো।

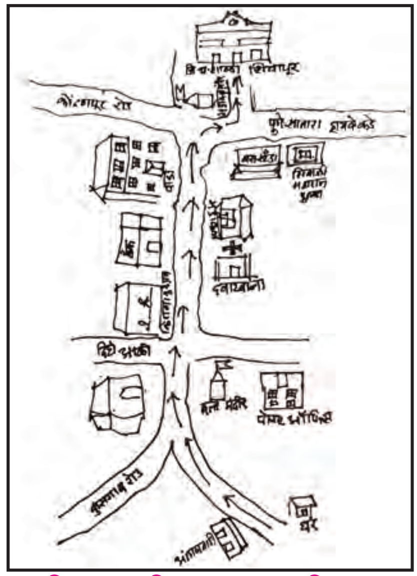

বাড়ি থেকে বিদ্যালয় - মানচিত্র রূপরেখা

শিক্ষার অধিকার : ভারত সরকার 'শিশুদের বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯' চালু করেছে। সেই অনুযায়ী ভারতের প্রতিটি ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার অধিকার আছে।

সমগ্র শিক্ষা Samagra Shiksha

তোমরা জানো কি?

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে

মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং সাবিত্রীবাই ফুলে, মেয়েরা যাতে শিক্ষা পায় তার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ১লা জানুয়ারি, ১৮৪৮ সালে পুণেতে ভিডেওয়াড়ায় মেয়েদের বিদ্যালয় শুরু করেন। এটি মহারাষ্ট্রের প্রথম মেয়েদের বিদ্যালয়। শুরুতে মহাত্মা ফুলে এবং সাবিত্রীবাই ফুলে এই মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। সাবিত্রীবাই ফুলে ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা।

সাবিত্রীবাই ফুলে

অনুশীলনী

প্র. ১ তালিকা করো।

তোমার বিদ্যালয়ে পছন্দের জিনিস

প্র. ২ নীচে দেওয়া উপাদানগুলি তালিকায় শ্রেণীবদ্ধ করে লেখো।

(ভবন, শিক্ষক, শৌচাগার, প্রধান শিক্ষক, রান্নাঘরের কর্মী, গ্রন্থাগার, ছাত্রছাত্রী, প্রয়োগশালা, র‍্যাম্প, অভিভাবক, মাঠ, অভিযোগ বাক্স, কম্পিউটার কক্ষ)

ভৌতিক উপাদান	মানবিক উপাদান
....	....
....	....

প্র. ৩ নীচের কাজ সম্পন্ন করো।

বিদ্যালয়ের নীচের ব্যক্তিদের কাজ সম্পর্কে একটি করে বাক্যে লেখো।

রান্নাঘরের কর্মী

শ্রেণীশিক্ষক

অভিভাবক

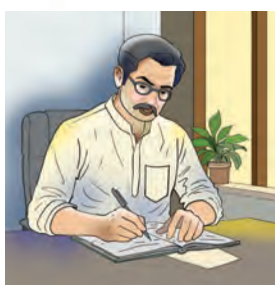

প্রধান শিক্ষক

শ্রেণীবন্ধু

পরিচ্ছন্নতামন্ত্রী

প্র. ৪ এখানে তুমি কী করো?

অধ্যয়নকক্ষ

খেলার মাঠ

পিছন বাগান

প্র. ৫ বিদ্যালয়ে শিখতে পারা যায় এমন তথ্যগুলি লেখো।

উপক্রম

- প্রতিবন্ধী (দিব্যাঙ্গ) ছাত্রছাত্রীদের জন্য কী কী সুবিধা থাকা উচিত? শিক্ষকের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।
- পড়াশোনায় প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রযুক্তির উপকারিতা লেখো।

***

৪. বাজার

বালআনন্দ মেলা- ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করছে, অভিভাবকেরা কিনছেন।

ছাত্রছাত্রীরা বালআনন্দ মেলায় বেচা-কেনার জন্য যেসব দোকান দিয়েছে, সেটাই হল বাজারের ছোট্ট রূপ। নেহা আর সলিল বালআনন্দ মেলায় নিজেরা তৈরি করা শুভেচ্ছাপত্র বিক্রি করতে রেখেছিল। মেলা শেষ হলে তারা হিসাব করছিল।

''আরে সলিল, আমরা বেশি টাকা পেয়েছি এবং লাভ হয়েছে।'' নেহা আনন্দে বলল।

''পরের বার আমরা শুভেচ্ছাপত্রের সঙ্গে প্রদীপ রঙ করে বিক্রি করব।''

বলো দেখি!

- তুমি কি কখনো বালআনন্দ মেলায় অংশ নিয়েছ? তুমি কিনেছ কি বিক্রি করেছ?
- বালআনন্দ মেলায় তুমি কোন জিনিস বিক্রি করতে পছন্দ করবে?

বাজার অর্থাৎ যেখানে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র কেনাবেচা হয়, সেই জায়গা। জিনিস বিক্রি করে যে তাকে 'বিক্রেতা' বলে। জিনিস কেনে যে তাকে 'ক্রেতা' (গ্রাহক) বলে। বাজারে অনেক মানুষ একত্র হয়।

তোমরা জানো কি?

বাজার অনেক প্রকারের হয়। বাজার শহরেও থাকে আর গ্রামেও থাকে।

আমরা প্রথমে গ্রামের সাপ্তাহিক বাজারে যাব।

এটি রঘু আর রমাদের গ্রামের বাজার। তারা মা-বাবার সঙ্গে বাজারে এসেছে। এটি সাপ্তাহিক হাট। সাপ্তাহিক হাট মানে হল সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে বসে যে বাজার। এখানে বাজার প্রতি বুধবার বসে। গ্রামের মানুষেরা সাপ্তাহিক বাজারের জন্য আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেন। আশেপাশের গ্রামের কৃষকেরা মাঠের তাজা শাকসবজি, ধান-চাল বিক্রি করতে নিয়ে আসেন। অনেক কারিগর বিভিন্ন জিনিস বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন। এখন শহরেও সাপ্তাহিক বাজার বসে। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা একে অপরের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত থাকেন। সাপ্তাহিক বাজারের কারণে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

সাপ্তাহিক বাজার (হাট)

গ্রামের কাছে খোলা মাঠে সাপ্তাহিক বাজার (হাট) বসেছিল। বাজারে কিছু বিক্রেতা মাটিতে পাটি পেতে বসেছিল। কেউ কেউ কাঠের বেঞ্চের উপর অস্থায়ী দোকান দিয়েছিল। সবুজ শাকসবজি, রঙিন ফুল, তাজা ফল, মশলাপাতি, পাপড়-চানাচুর, মিষ্টী - এইসব দিয়ে বাজার সুন্দর সেজেছিল। সুতির গামছা, টুপি, শাড়ি, মাটির ও ধাতুর বাসন, ঝুড়ি, চাষের সরঞ্জাম - এইরকম অনেক জিনিস বিক্রির জন্য সাজানো ছিল। ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে বিক্রেতারা চেঁচিয়ে নিজেদের জিনিসের বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল। কোথাও কোথাও ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরদাম চলছিল। স্বাভাবিকভাবে বাজারের পরিবেশ ছিল উৎসাহ ও কোলাহলে পরিপূর্ণ।

বাবার কথায় রঘু কোন কোন জিনিস কিনতে হবে তার তালিকা বাড়ি থেকেই তৈরি করে এনেছিল।

রমা কিছু ছোট ও কিছু বড় কাপড়ের থলে সঙ্গে এনেছিল।

ভেবে দেখো

বাজারে যাওয়ার সময় সর্বদা কাপড়ের থলে সঙ্গে রাখা উচিত কেনো?

পরের দিন বাড়িতে কয়েকজনের উপবাস থাকায় ফল কিনতে হবে। তাজা ফলের গাড়ি বাজারের শুরুতেই ছিল। গাড়িতে সব ফল সুন্দর করে সাজানো ছিল।

''নমস্কার কাকা। এক ডজন কলা দিন।'' রঘু বলল।

''বাবা, পেয়ারাও নেওয়া যাক না।'' সবুজ পেয়ারার দিকে তাকিয়ে রমা বলল।

''বেশ! দাদা, এক কিলো গ্রাম পেয়ারা দিন।'' বাবা এক ডজন কলার সঙ্গে এক কিলো গ্রাম পেয়ারা নিলেন।

শাকসবজি কেনার সময় রমা বলল, ''বাবা, করলা আর মেথি ছাড়া যা খুশি নাও।''

তখন রমাকে বুঝিয়ে বাবা বললেন, ''রমা, কিছু জিনিস পছন্দের জন্য নয়, প্রয়োজনের জন্য করতে হয়। খাওয়ারের ক্ষেত্রেও তাই। প্রতিটি শাকসবজিতে বিশেষ পুষ্টিগুণ থাকে। সেটা আমাদের শরীরে পাওয়া দরকার। মিষ্টি, তিতা, কষা, ঝাল, টক ও লবন এই সব রস আমাদের খাওয়া দরকার, তবেই স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। তোমার পছন্দের ঢেঁড়স আর রঘুর পছন্দের পালং শাকও নেব আমরা।''

রঘু ক্রয়ের তালিকা দেখে বাবাকে বলল, ''বাবা, এখন মনসুখলাল কাকার দোকান থেকে মিষ্টি চূড়া আর রবড়ি নিতে হবে। দিদিমা সলতের জন্য তুলো আনতে বলেছেন। একটি ঝাড়ুও নিতে হবে। পাশের কাকিমা বাজারে আসতে পারছিলেন না বলে আচারের জন্য দুই কিলো গ্রাম লেবু নিয়ে আসতে বলেছেন।''

সব কেনাকাটা শেষ হলে বাবা রমার জন্য লাল-সবুজ লাখের চুড়ি আর রঘুর জন্য লাটাই

কিনলেন।

এর মধ্যে রমা সামনের দিকে রঙিন কাচের মণিভরা বড় বড় ঝুড়ি আর পিতলের ঘণ্টা দেখতে পেল। সেখানে রমার বান্ধবী বর্ষা আর তার দাদু কেনাকাটা করছিলেন।

''আরে তাদের গোয়াল আছে না। তাদের ঢলুয়া-পলুয়া বলদ আর কপিলা গাইয়ের গলার মালার জন্য রঙিন মণি আর ঘণ্টা কিনছেন হয়তো। পোলার সাজসজ্জার জন্য লাগে।'' বাবা বললেন।

তোমরা জানো কি?

বাজার যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের হয়, তেমনি পশুর সাপ্তাহিক হাটও হয়। সোলাপুর জেলার সাঙ্গোলায় সাপ্তাহিক হাট খিল্লার গাভী-বলদের জন্য বিখ্যাত। এই বাজারে গাভী, বলদ, মহিষ, ছাগল-ভেড়া - এইভাবে আলাদা আলাদা বিভাগ রয়েছে। রবিবার হল বাজারের দিন। খিল্লার বলদের গরুর গাড়ির দৌড়ের জন্য সবচেয়ে বেশি চাহিদা। এইরকম বাজার অনেক গ্রামেও বসে।

সাঙ্গোলার পশুর সাপ্তাহিক হাট

গরমে পাখিদের জন্য জলের ব্যবস্থা করতে রঘুর মাটির পাত্রের প্রয়োজন ছিল। মল্লপ্পার দোকানে মাটির পাত্র ভালো পাওয়া যায়। সেখান থেকে একটি মাটির থালা কিনলো। মাটির থালাকে 'পরাল'বা 'সরা' বলে। বাজারে বাবা, রঘু আর রমা আখের রস খেল। তারপর কেনাকাটার ঠাসা থলে নিয়ে বাড়ি ফিরল। রমা ও রঘু মিলে খরচের হিসাব লিখল।

সুপার মার্কেট

মা-বাবা কখনো কখনো সুপার মার্কেটে যান। যেখানে একই দোকানে মুদিখানার জিনিস, শাকসবজি-ফল, পাউরুটি-বিস্কুট, সাবান-শ্যাম্পু, সৌন্দর্যসামগ্রী, গৃহস্থালির জিনিস, স্টেশনারি - এইরকম বিভিন্ন দরকারি জিনিস বিক্রি হয়, সেই দোকানকে 'সুপার মার্কেট' বলে। সাধারণত এই ধরনের সুপার মার্কেট শহরাঞ্চলে থাকে।

সুপার মার্কেট

শপিং মল

শপিং মল

এটিও এক ধরনের বাজার। বড় শহরে বহুতল অট্টালিকায় বিভিন্ন ধরনের জিনিসের অনেক দোকান থাকে। আসা-যাওয়ার জন্য চলমান সিঁড়ি (এস্কেলেটর), লিফ্ট থাকে। মলে শাকসবজি-ফল-ধান-চাল ছাড়াও খেলনা, কাপড়, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক পণ্য, গৃহস্থালির জিনিস সব কিছুই পাওয়া যায়।

মানুষের বসার জায়গা থাকে। বিভিন্ন খাবার ও পানীয় স্টলও থাকে। এখানে সব কিছু এক ছাদের নীচে পাওয়া যায়।

সব জিনিষের উপর দামের স্টিকার থাকে। কেনাকাটা শেষে টাকা দেওয়ার সময় দামের স্টিকারের বারকোড পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। বারকোড স্ক্যান করে দাম দেখা হয়। কেনাকাটার রসিদ দেওয়া হয়। কেনা জিনিসের মূল্য নগদে অথবা অনলাইনে পরিশোধ করা যায়।

তোমরা জানো কি?

সাধারণত বাজার মানে যেখানে রোজ কেনাবেচা হয় সেই জায়গা। একটি নির্দিষ্ট দিনে বা নির্দিষ্ট সময়ে বসে এমন বাজারকে ‘হাট’ বলে। সেখান থেকে ‘বাজার-হাট’ এই যুক্তশব্দটিও ব্যবহার হয়। শুধু বাসন, শুধু কাপড়- এইভাবে এক ধরনের জিনিস যেখানে বিক্রি হয় সে বাজারকে ‘গঞ্জ’ বলে। উদাহরণ - কাপড়গঞ্জ।

বলো দেখি!

- তোমার বাড়ির কাছে কোন বাজার আছে? তোমার কি বাজারে যেতে ভালো লাগে?
- বাজার আমাদের কী শেখায়?

সচেতন ক্রেতা হই।

জিনিসে ভেজাল মেশানো, জিনিসের বাড়তি দাম, ওজনে ফাঁকি - এই ধরনের প্রতারণা থেকে ক্রেতাদের রক্ষা করতে গ্রাহক আন্দোলন তৈরি হয়েছে। ক্রেতারাও জিনিস কেনার সময় সঠিক মাপ ও সঠিক দাম নিশ্চিত করে নেবেন।

জাগো গ্রাহক জাগো

অনুশীলনী

প্র. ১ নাম লেখো।

(ক) জিনিস বিক্রি করে যে ____________

(খ) জিনিস কেনে যে ____________

(গ) জিনিস কেনাবেচার জায়গা ____________

প্র. ২ বাজারের প্রকার এবং সেখানে বিক্রয়ের জিনিসের সংকল্পচিত্র সম্পূর্ণ করো।

প্র. ৩ দোকান থেকে কেনা জিনিসের রসিদের ছবি দেখে নীচের প্রশ্নের উত্তর লেখো।

(১) দোকানটি কীসের? ---------------

(২) রসিদে কেনা জিনিসগুলির নাম লেখো। ---------------

(৩) রসিদে কেনার তারিখ লেখো। ---------------

(৪) রসিদ অনুযায়ী বিক্রেতাকে মোট কত টাকা দিতে হবে? ---------------

(৫) বিক্রেতা কি কোনো ছাড় দিয়েছেন? দিয়ে থাকলে কত টাকা? ---------------

বস্তু ক্রয়ের ক্যাশ মেমো (ট্যাক্স ইনভায়েস)

GSTIN : 27ABCDE1234S1Z5

টয় এন জয়

রঙ্কালা চৌপাটী, কোলহাপুর ৪১৬০১২
মোবাইল - ৯৯৯৯৯০০০০০
ইমেইল: toynjoy@gmail.com

ইনভয়েস নং.: ২৫এ২৬/০৯৯ ইনভয়েস তারিখ.: ১ লা জানুয়ারী ২০২৬

খেলনা	HSN নং	করযোগ্য মূল্য	GST				করসহ মূল্য
			CGST Rate		SGST Rate		
			Rate	Tax	Rate	Tax	
ব্যাটরি ট্রেন	9503	₹400	9%	36	9%	36	₹472
ট্রাইসাইকেল	9503	₹300	6%	18	6%	18	₹336
			মোট মূল্য				₹ 808

প্র. ৪ নীচের তালিকা পূর্ণ করো। (উদা. স্থান এবং পাওয়া যায় এমন জিনিস)

সাপ্তাহিক হাট	সুপার মার্কেট	শপিং মল
----------------------------	----------------------------	----------------------------
----------------------------	----------------------------	----------------------------
----------------------------	----------------------------	----------------------------
----------------------------	----------------------------	----------------------------

প্র. ৫ এরকম কেন হয়েছিল বলে মনে করো তা কারণসহ লেখো।

(১) বাজারে যাওয়ার সময় রমা কাপড়ের থলে সঙ্গে নিয়েছিল।

(২) কিছু জিনিস পছন্দের জন্য নয়, প্রয়োজনের জন্য করতে হয়- এটা বাবা রমাকে বলেছিলেন।

(৩) বিক্রেতারা নিজেদের জিনিস চেঁচিয়ে প্রচার করছিলেন।

(৪) কিনতে হবে এমন জিনিসের তালিকা রঘু বাড়ি থেকেই তৈরি করে এনেছিল।

প্র. ৬ নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর লেখো।

(১) সাপ্তাহিক হাটে কোন কোন জিনিস পাওয়া যায়?

(২) জিনিস কেনার সময় কোন কোন সতর্কতা নেওয়া উচিত তার একটি নির্দেশিকা তৈরি করো।

(৩) বারকোড পদ্ধতি কীসের জন্য ব্যবহার করা হয়?

উপক্রম

- আশপাশের বাজারে গিয়ে সেখানকার ঘটনাগুলির তথ্য লেখো।
- তোমার এলাকার পশু বাজারের তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।
- সুপার মার্কেট, শপিং মলে গিয়ে সেখানকার অভিজ্ঞতা লেখো।

***

৫. আমাদের চাহিদা ও সমস্যা

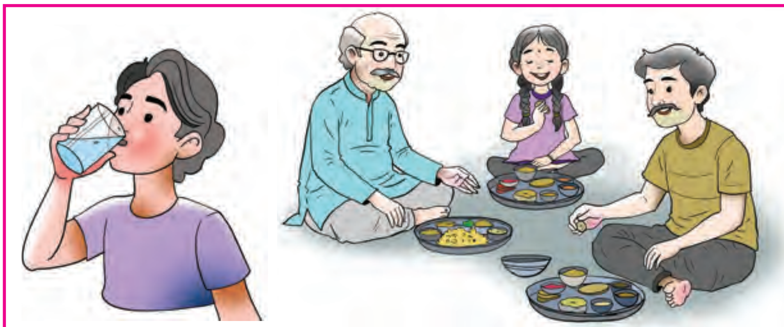

উপরের ছবিগুলি পর্যবেক্ষণ করো।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য অনেক জিনিসের প্রয়োজন হয়। জল ও খাদ্য এই দুইটি জিনিস উপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে। মানুষের জন্য আরও কী কী প্রয়োজন হয় তা ভাবো এবং উপরের ছকগুলিতে লেখো।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত তোমরা কী কী করো তা মনে করো। সেগুলির জন্য তোমাদের কী-কী প্রয়োজন হয় তা ভাবো। সেগুলিকে 'প্রয়োজন বা চাহিদা' বলা হয়।

যে জিনিসগুলি ছাড়া মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, সেগুলিকে মানুষের 'মৌলিক চাহিদা' বলা হয়।

✻ **মৌলিক চাহিদা : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা**

ভেবে দেখো।

তোমাদের বাড়ির নলে যদি জল না আসে, তাহলে কী হবে ?

প্রয়োজনীয় জিনিস এবং পছন্দের জিনিস :

এই দুইটির মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

হ্যাঁ! অবশ্যই আছে। প্রয়োজন মানে এমন জিনিস, সেগুলি ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকা কঠিন হয়। উদাহরণস্বরূপ, খাদ্য ও জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু পছন্দের জিনিস আমাদের জীবনকে আরও সুখকর ও আরামদায়ক করে। তবে পছন্দের জিনিস না থাকলে ও বেঁচে থাকা সম্ভব।

রাজুর মিষ্টি খুব পছন্দ। সে প্রতিদিন অনেক মিষ্টি খায়। এটা কি ঠিক?

সব প্রয়োজনীয় জিনিস পছন্দের হতে পারে না। তেমনই সব পছন্দের জিনিস প্রয়োজনীয়ও নয়।

সারকথা, প্রয়োজন পূরণ করা আবশ্যক, কিন্তু পছন্দকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

নিচের জিনিস গুলির মধ্যে কোনটি প্রয়োজন আর কোনটি পছন্দ তা নির্ধারণ করো। প্রয়োজনের ঘরে 'প্রয়োজন' লিখো এবং পছন্দের ঘরে 'পছন্দ' লিখো।

১. শস্য	২. ওয়েফার/চকলেট ....
৩. শীতল পানীয়	৪. বাড়ি ....
৫. জল	৬. খেলনা ....
৭. কাপড়	৮. বই ....

এখন, আমরা আমাদের মৌলিক চাহিদা সম্পর্কে তথ্য নেব।

জল : জল দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ হয়। জল মানুষের পাশাপাশি পশুপক্ষি এবং উদ্ভিদের জন্য ও প্রয়োজনীয়। জল না পেলে তাদের বেঁচে থাকা অসমম্ভব হয়ে যায়। তাই জলকে 'জীবন' বলা হয়।

বৃষ্টি হলো জলের প্রধান উৎস এবং জল একটি সর্বজনীন সম্পদ। এর উপর সবার অধিকার আছে।

এসে করে দেখো।

তোমাদের বাড়ি জল কোথা থেকে এবং কীভাবে আসে, তা সংকল্পচিত্রের সাহায্যে নিচের বাক্সে দেখাও।

বৃষ্টি

↓

প্রধান উৎস

↓

....

জলের উৎস-বিভিন্ন জলাশয়

নদী, বাঁধ, কুয়ো, জলাশয়, খাল, ঝরণা, নালা ইত্যাদি)

↓

....

কোথায় সঞ্চয় হয় ?

(জলাশয়, জলের ট্যাঙ্ক, কুয়া ইত্যাদি)

↓

....

বাড়িতে কীভাবে আসে?

(কুয়া, টিউবওয়েল, নল, সরকারি নল

জলশোধন কেন্দ্র ইত্যাদি)

খাদ্য : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য জলের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও প্রয়োজন। সকলের জন্য পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত হওয়া উচিত। তেমনি খাদ্য নষ্ট না করাও আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব।

বলো দেখি!

- তোমরা প্রতিদিনের খাবারে কী কী খাদ্যদ্রব্য খাও?
- সেই খাদ্যদ্রব্যগুলি তোমরা কোথা থেকে পাও ?
- বাড়িতে সকলের জন্য খাবার যথেষ্ট থাকবে, তার জন্য কীভাবে যত্ন নেওয়া উচিত?

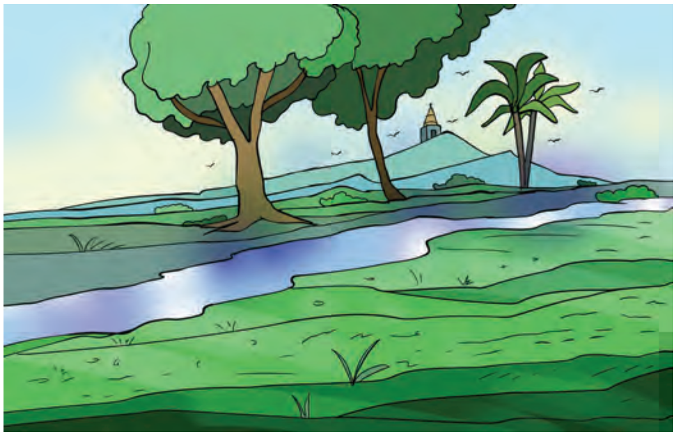

উপরে কোন জায়গায় থাকতে তোমাদের ভালো লাগবে? কেন?

বায়ু : উত্তম স্বাস্থ্যের জন্য শুদ্ধ বায়ু প্রয়োজন। শুদ্ধ বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস করলে শরীর এবং মন সুস্থ্য থাকে। ফুসফুসের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আমাদের দৌড়াতে, খেলতে, দৈনন্দিন কাজ করতে উৎসাহ আসে। কখনো কখনো বায়ুতে যানবাহনের ধোঁয়া, কারখানার ধোঁয়া, ধূলোর কণা মিশে যায়। এর ফলে বায়ু দূষিত হয়। এর কারণে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

বলো দেখি!

- তোমাদের পরিবেশের বায়ু কি শুদ্ধ?
- বায়ু শুদ্ধ রাখার জন্য কী কী উপায় করা হয়?

বস্ত্র : শীত, গরম ও বর্ষা থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন ঋতুতে আমরা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরি। প্রয়োজন অনুযায়ী সকলের জন্য যথেষ্ট পোশাক পাওয়া দরকার।

নিবাসস্থান : সকলের জন্য নিরাপদ নিবাসস্থান পাওয়া প্রয়োজন, কারণ নিবাসস্থানের মাধ্যমে আমরা সুরক্ষা পাই। নিবাস মানে থাকার জায়গা। আমাদের নিবাস মানে আমাদের ঘর। আমরা গ্রামে থাকি বা শহরে, আমরা যেখানে থাকি সেই স্থানের আবহাওয়া কেমন, সেখানে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়, তার উপর আমাদের ঘর কেমন হবে তা নির্ভর করে।

স্বাস্থ্য : ভাল অভ্যাস, ভাল খাদ্যের কারণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম এবং যোগ-প্রাণায়াম আমাদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। আমাদের স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তাহলে আমরা দৈনন্দিন কাজ করতে পারি, নিজের এবং আমাদের পরিবারের সদস্যদের যত্ন নিতে পারি। বিভিন্ন কারণে মানুষ অসুস্থ্য হতে পারে। এমন সময় সঠিক চিকিৎসা এবং ঔষধ পাওয়া

প্রয়োজন। তার জন্য গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকে। শহরে ছোট বড় হাসপাতাল থাকে। সকল মানুষকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয়।

তোমার কী মনে হয়?

ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য তুমি কী করবে?

শিক্ষা : সমাজে সকলের জন্য শিক্ষা প্রয়োজনীয়। শিক্ষা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা করে। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা অনেক বিষয় বুঝতে পারি। শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তা করা, সমস্যা সমাধান করা, নতুন জিনিস তৈরী করা ইত্যাদি কাজ সম্ভব হয়।

মানুষের অন্ন, বস্ত্র, নিবাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এগুলি মৌলিক প্রয়োজন। ভালভাবে জীবনযাপন করার জন্য প্রত্যেকের এই মৌলিক প্রয়োজনগুলি পূরণ হওয়া জরুরী।

বলো দেখি!

- নিজের, নিজের পরিবারের এবং নিজের পরিবেশের কথা ভাবো। এর থেকে তোমাদের আর কোন প্রয়োজন মনে হয় কি?
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছু সুবিচার বলো।

স্বচ্ছতাকর্মী, ডাক্তার, শিক্ষক, কৃষক, পুলিশ, সৈনিক এদের কারণে আমাদের কোন কোন প্রয়োজন পূরণ হয়?

প্রাকৃতিক সম্পদ : সম্পদ বলতে আমাদের আশেপাশের সেই উপাদান বোঝায়, যেগুলি আমাদের কাজে লাগে এবং যেগুলি ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবন আরোও ভাল করতে পারি।

প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সম্পদের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতি থেকে পাওয়া এবং আমাদের পরিবেশে থাকা জিনিসগুলি আমরা আমাদের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ব্যবহার করি। সেই জিনিসগুলিকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। উদাহরণস্বরূপ, জল এই প্রাকৃতিক সম্পদের মিতব্যয়ী এবং সাবধানে ব্যবহার করা উচিত।

মানবনির্মিত সম্পদের মধ্যে টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

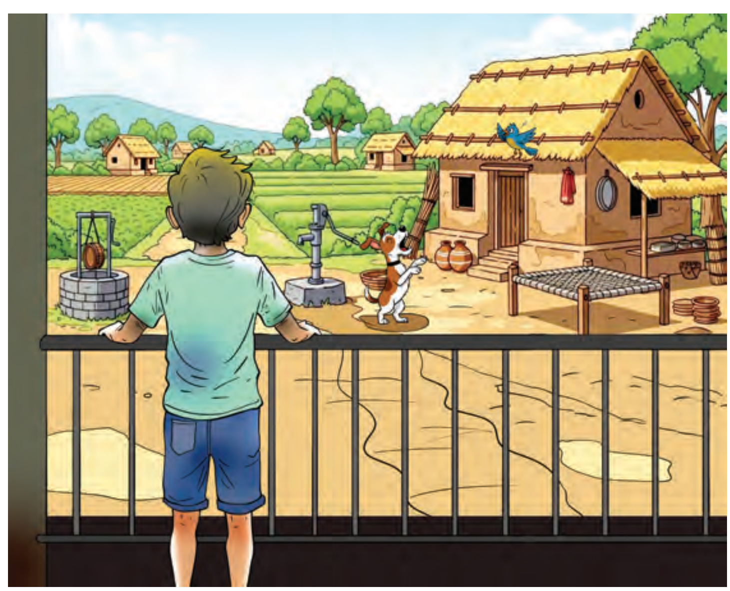

মানবনির্মিত, প্রাকৃতিক সম্পদ চিহ্নিত করো

আমাদের সমস্যা

আমরা আমাদের প্রয়োজনগুলি বুঝে নিয়েছি। এখন আমরা সমস্যাগুলি বুঝতে যাচ্ছি। সমস্যা বলতে দৈনন্দিন জীবনে যে বাধা আসে, সেটাই বোঝায়। মানুষের ভালোভাবে বাঁচার জন্য যে জিনিসগুলি প্রয়োজন, সেগুলি সময়মতো পাওয়া না গেলে সেটাই সমস্যা হয়।

জগনদের গ্রামে জলের সংকট রয়েছে। ট্যাঙ্কে জল নাই। নদী ও কুয়াগুলি শুকিয়ে গেছে। জলাশয়ের জলস্তর নীচে নেমে গেছে। গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য ও জল পাওয়া যায় না। তাদের গ্রামে পর্যাপ্ত জল না পাওয়া একটি সমস্যা।

খাদ্যের অভাবও একটি বিকট সমস্যা। এই কারণগুলি নিম্নরূপ হতে পারে। যেমন বন্যা, খরা, কৃষি জমি কম, মুল্যবৃদ্ধি, যুদ্ধ ইত্যাদি।

ভেবে দেখো।

তোমার আশেপাশে কী কী সমস্যা আছে? সেগুলি সমাধানের জন্য কী কী উপায় করা যেতে পারে?

উপরের ছবিগুলিতে তোমারা কী কী সমস্যা দেখতে পাচ্ছ? সমস্যাগুলির কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী কী অসুবিধা হয়?

সামাজিক প্রশ্ন ও সুবিধা

জন্মগত রোগ বা দুর্ঘটনার কারণে আমাদের মধ্যে কিছু মানুষের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা হয়। জনসমক্ষে চলাফেরা করতে গেলে তাদের অনেক সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই তাদের বিশেষ সেবা-সুবিধা এবং সহায়তার প্রয়োজন হয়।

বলো দেখি!

রাস্তা চলার সময় হাতে সাদা লাঠি নিয়ে একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি হাঁটছে। পথিক হিসেবে তুমি কী করবে?

সাদা লাঠির সাহায্যে দৃষ্টিহীন ব্যক্তি জনসমক্ষে সহজভাবে চলাফেরা করতে পারেন। স্পর্শ লিপীর (ব্রেইল লিপী) ব্যবহার করে তারা লেখাপড়া এবং গাণিতিক ক্রিয়া করতে পারেন।

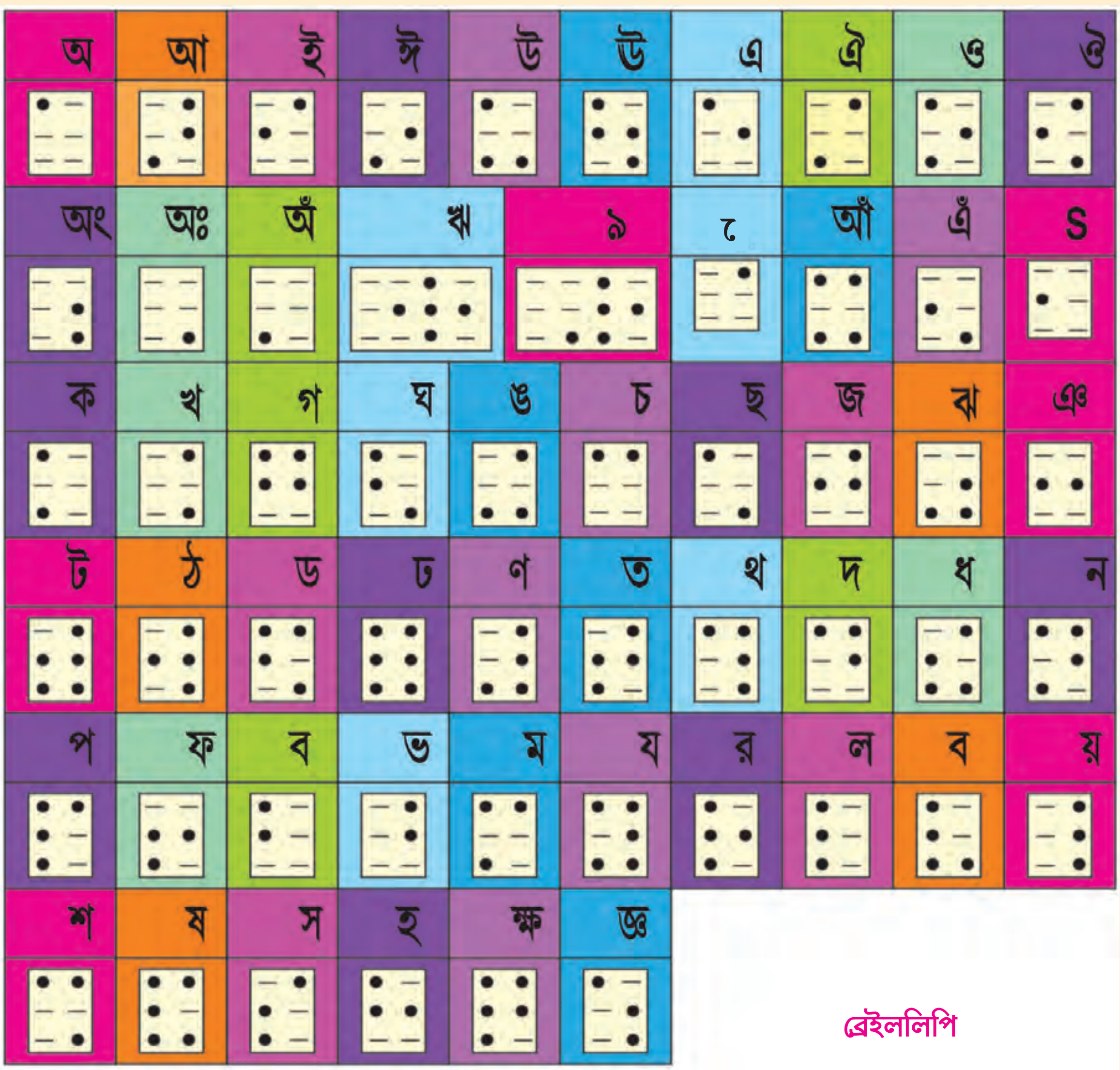

ব্রেইললিপি

বলো দেখি!

বিদ্যালয়ের সিঁড়ির পাশে একটু ঢালু পথ (র‍্যাম্প) কেন থাকে?

জন্মগত বা দুর্ঘটনার কারণে কখনো কখনো কোন ব্যক্তির পা অক্ষম হয়ে যায়। তখন সেই ব্যক্তি সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে পারে না। সেই কারণে র‍্যাম্পের ব্যবহার করা হয়। র‍্যাম্পের মাধ্যমে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা ঘরের ভিতরে আসা যাওয়া করতে পারে। হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ ধরণের শৌচালয়ের সুবিধাও কিছু জায়গায় থাকে।

বলো দেখি!

সাংকেতিক চিহ্নের ভাষা তোমাদের জানা আছে কী?

কর্ণবধির ব্যক্তিদের জন্য চিহ্নের ভাষা থাকে। কথা বলার সমম ঠোঁটের নড়াচড়া ও হাতের ভঙ্গি দেখে তারা কথার অর্থ বুঝে নিতে পারে। কর্ণবধিরদের জন্য সাংকেতিক চিহ্নের বিশেষ খবর টিভিতে দেখানো হয়।

দিব্যাঙ্গ বক্তিদের জন্য বাধা বিহীন পরিবেশ তৈরী করা প্রয়োজন। তারা বিদ্যালয়, বিভিন্ন কার্যালয়, সর্বজনীন ভবন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বিনোদনকেন্দ্র ইত্যাদি স্থানে সহজে চলাফেরা করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা সরকার করে থাকে।

- **পাঠ্যপুস্তকে শুরুতে দেওয়া QR কোডের লিংক থেকে সংকেতিক চিহ্নের ভাষা শিখে নাও।**

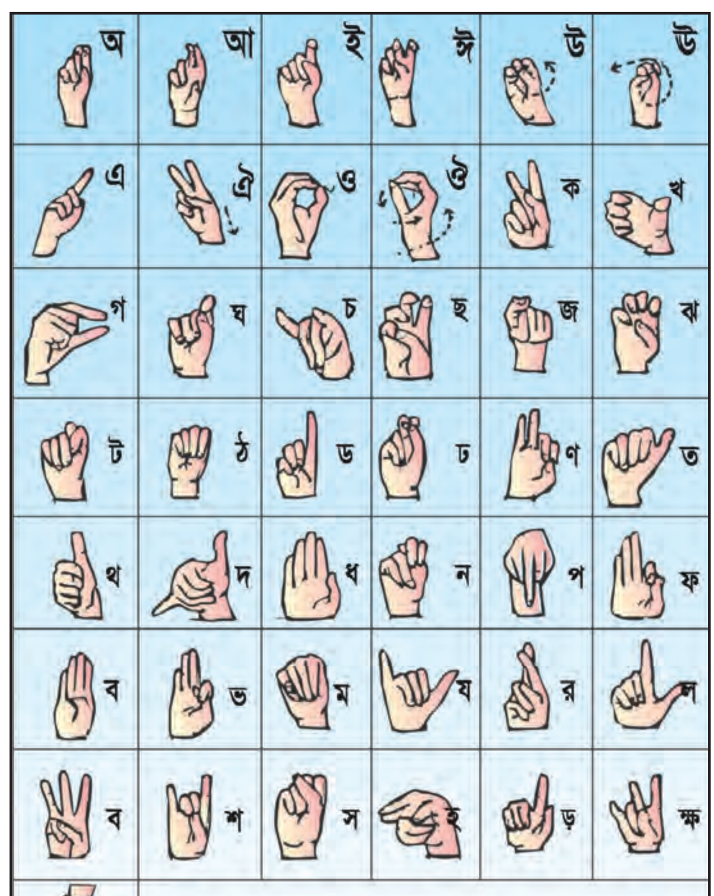

সংকেতিক চিহ্নের ভাষা

তোমরা জানো কি?

মুরলীকান্ত পেটকর : এঁর আদি নিবাস সাঁগলী জেলায়। জার্মান দেশের হেডেলবার্গ, এখানে আগস্ট ১৯৭২ সালে প্যারা অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতায় তিনি বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন এবং মুরলীকান্ত পেটকর আমাদের দেশের জন্য স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। তাঁকে ২০১৮ সালে 'পদ্মশ্রী' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। মুরলীকান্ত পেটকর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ও ছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে গুলি লেগে তিনি প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েন। তবুও তিনি মল্লযুদ্ধ, ভালাফেক, গোলাফেক, কুস্তি ইত্যাদি খেলায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলন।

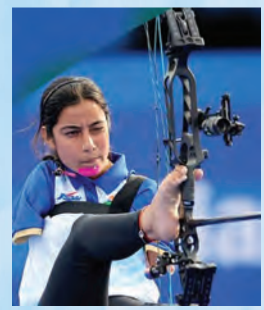

শিতলদেবী : শিতলদেবী জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বাসিন্দা। তিনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় 'ধনুর্বিদ্যা' খেলায় স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন। তার এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'অর্জুন' পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।

অনুশীলনী

প্র. ১ ফাঁকা স্থানে সঠিক বিকল্প নির্বাচন করে লেখো।

(অ) পানীয় জল......................এখানে শুদ্ধ করা হয়।

(১) নলকূপ (২) জলশোধন কেন্দ্র

(৩) জলের ট্যাংক (৪) কারখানা

(আ) গ্রামে চিকিৎসা......................এই স্থানে পাওয়া যায়।

(১) গ্রামপঞ্চায়েতে (২) ব্যাংক

(৩) প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৪) বিদ্যালয়

(ই) প্রাকৃতিক সম্পদগুলি আমাদের......................ব্যবহার করা উচিত।

(১) সে যেমন তেমন (২) প্রচুর

(৩) কখনো কখনো (৪) মিতব্যয়ীতার সঙ্গে

প্র.২ নিচের বিবৃতিগুলির কারণ লিখ।

(১) দেশে কখনো কখনো খাদ্য সংকট হতে পারে।

(২) আমাদের পছন্দের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা প্রয়োজন।

(৩) জলকে 'জীবন' বলা হয়।

প্র.৩ নিচে কিছু বিবৃতি দেওয়া আছে, সেগুলি পড়ো। সেগুলি থেকে কী উপকার হয় তা লেখো।

(১) খাদ্য নষ্ট না করা প্রত্যেকের দায়িত্ব।

(২) সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থান পাওয়া প্রয়োজন।

(৩) সকলের স্বাস্থ্য ভাল থাকা প্রয়োজন।

(৪) সমাজের সকলে শিক্ষা পাওয়া উচিত।

প্র.৪ নিচের সংকল্পচিত্র পূরণ করো

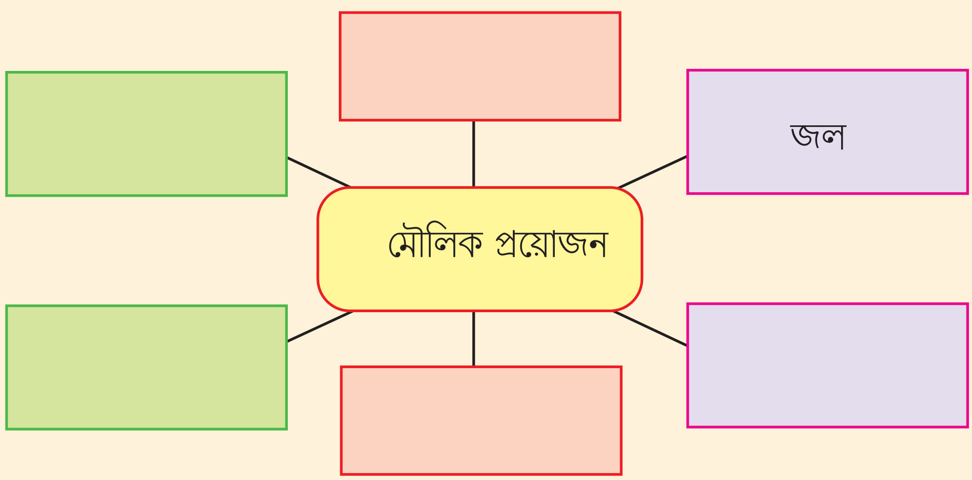

প্র.৫ নিচের পরিস্থিতিতে তোমরা কী করবে?

(১) বিবাহ অনুষ্ঠানে মানুষ খাবার নষ্ট করছে।

(২) একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রাস্তা পার হচ্ছে।

(৩) প্রতিবেশী রমেশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত যায় না।

(৪) কবিতা সবসময় শীতল পানীয় পান করে।

প্র.৬ আর্ন্তজাতিক যোগদিবস তোমাদের বিদ্যালয়ে কীভাবে উদ্‌যাপন করা হয় ? তা বলো।

উপক্রম

- বিভিন্ন ঋতুতে কোন কোন পোশাক ব্যবহার করা হয়, সেগুলির ছবি সংগ্রহ করো এবং নিচে নামের তালিকা লেখো।
- প্রতিবন্ধী/দিব্যাঙ্গ ব্যক্তিরা সরকারের কাছ থেকে কী কী সুবিধা পায়, তা অভিভাবকদের সাহায্যে লেখো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় প্রতিবন্ধী/দিব্যাঙ্গ খেলোয়াড়দের প্রদর্শন সম্পর্কিত তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত করো।

২১ জুন- আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

***

৬. জলসাক্ষরতা

বিন্দু বিন্দু জল এখানে,
ভুমিতে সঞ্চয় করি।
জলই প্রকৃত সম্পদ এসো,
জলসাক্ষরতার শিক্ষা গ্রহণ করি।।

জল মানে জীবন। জলসাক্ষরতা মানে জলের গুরুত্ব বোঝা, জলের সঞ্চয় করা। ভূগর্ভে থাকা জলের স্তর বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা করা।

সন্ত জ্ঞানেশ্বর তাঁর 'জ্ঞানেশ্বরী' এই গ্রন্থে জলের গুরুত্ব বুঝাতে বলেছেন।

"নগর রচনা করবে।

জলাশয় নির্মাণ করবে।

নানাবিধ বৃক্ষ লাগাবে।।"

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

এর অর্থ নগরে বসবাসের সময় জলাশয় নির্মাণ করতে হবে। সেই সঙ্গে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। অর্থাৎ সেই নগরগুলিতে জলের কোন সমস্যা দেখা যাবেনা।

আমাদের জিবীত থাকার জন্য জলের প্রয়োজন। জলের প্রধান উৎস হলো বৃষ্টি। বৃষ্টির পরিমাণ সর্বত্র সমান হয় না। কোথাও বা বৃষ্টি কম হয়, আবার কোথাও বেশী হয়। প্রবল বৃষ্টির কারণে কিছু স্থানে বন্যা হয়, আবার কোথাও বৃষ্টি না হওয়ায় খরা দেখা দেয়। সকলে যাতে জল পায় তার জন্য জলের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন।

তোমরা জানো কি?

লাতুর শহরে একসময় জলের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সরকার পক্ষ থেকে-রেলগাড়িতে করে জল এনে সেখানে জলের ব্যবস্থা করেছিল।

ভারতে প্রতি বছর বৃষ্টি হওয়ার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, তাকে আমরা বর্ষাকাল বলি। বর্ষার জল ধরে রেখে ব্যবহার করার জন্য, সংরক্ষণ করার জন্য নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বাঁধের জলকে শুদ্ধিকরণ করে তা নলের দ্বারা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

বলো দেখি!

* জল সঞ্চয়ের জন্য তোমরা কী করো?

ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই জলব্যবস্থপনাকে-মহত্ব দেওয়া হয়েছে। সিন্ধুসভ্যতায় ঘরের আঙিনায় কুয়া ছিল। সেগুলির দ্বারা পানীয় জল পাওয়া যেত। পরে গৌতম বুদ্ধের সময় ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য অনেক কুয়া খোঁদাই করা হয়েছিল। ভ্রমণকালে কিছু সময় বিশ্রামের জন্য এবং বর্ষাকালে কিছুদিন থাকার জন্য গুহা ব্যবহার করতো। সেখানে বৃষ্টির জল পান করার জন্য সংরক্ষণ করা হতো। তাকে 'জলসত্র' বলা হতো। মহারাষ্ট্রের জুন্নরের আশেপাশে খোঁদাই করা কূপগুলিতে এমন 'জলসত্র' দেখা যায়। সম্রাট অশোক কুয়া খোদাই করিয়েছিলেন এবং যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

শিবনেরী দুর্গের জলসত্র (পানপোই)

সাতারা জেলার মাণ তালুকায় শিখর শিংগনাপুর নামে একটি স্থান আছে। সেখানে শম্ভুমহাদেবের মন্দির থাকা পাহাড়ে জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের ঠাকুরদা মালোজিরাজে ভোঁসলে সেখানে একটি বড় জলাশয় নির্মাণ করে ছিলেন।

শিখর শিংগনাপুর এখানকার শিবকালীন পুকুর

গঙ্গাসাগর জলাশয় - রায়গড় দুর্গ

'গড়ে জলধারা আছে কি না তা প্রথমে দেখে দুর্গ নির্মাণ করবে'-এমন কথা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ বলেছিলেন। অর্থাৎ যেখানে পানীয় জল সহজে পাওয়া যায়, সেখানেই দুর্গ নির্মাণ করা উচিত। ছত্রপতী শিবাজী মহারাজ রায়গড়ে জলের জন্য ছোট বড়ো জলাশয় খনন করেছিলেন। বৃষ্টির জল এই জলাশয়গুলিতে জমা থাকবে-এমন ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। জলাশয়গুলির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জল সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা- এমন নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন।

পুণ্যশ্লোক অহিল্যাবাই হোলকর তিনি কূপ খনন করেছিলেন, পুকুর ও জলাশয় নির্মাণ করেছিলেন। এর ফলে সকলের জন্য জলের ব্যবস্থা হয়েছিল। জলসত্র স্থাপন করে পথিকদের জলের সুবিধা করেছিলেন। যেমন- ইগতপুরী এখানকার টোপ বাওড়ি, জেজুরি এখানকার মালহার গৌতমেশ্বর জলাশয় ইত্যাদি।

ইগতপুরী এখানকার টোপ বাওড়ি

জেজুরি এখানকার গৌতমেশ্বর জলাশয়

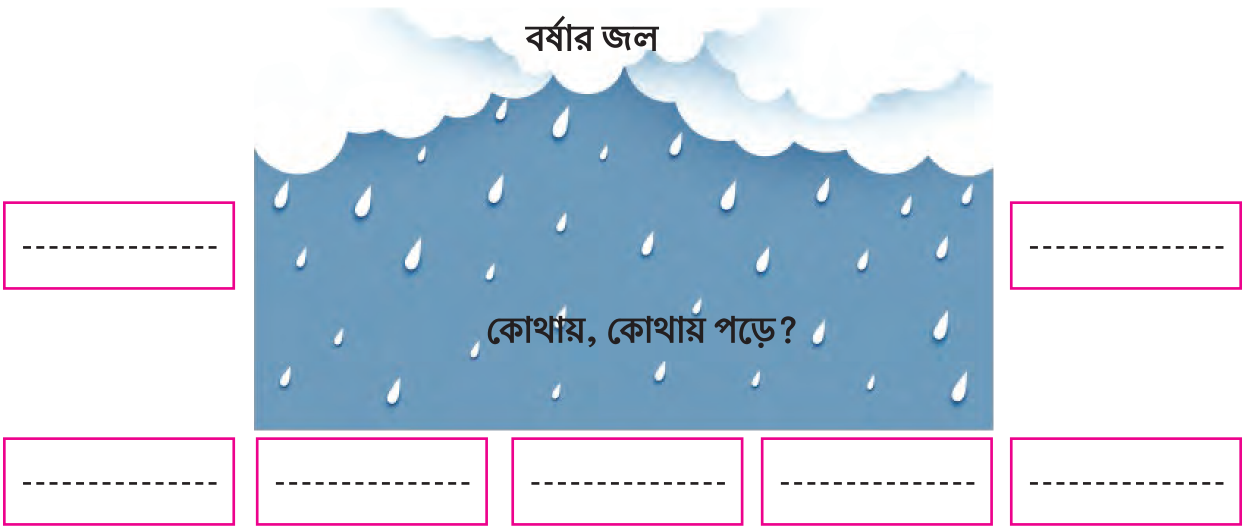

ভূজল সংরক্ষণ : বাড়ির ছাদে, ভবনের ছাদে, পাহাড়-পর্বতে এবং মাটিতে বৃষ্টির জল পড়ে। সে জল নষ্ট না করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ করা হয় বা মাটির মধ্যে শোষণ করার ব্যবস্থা করে মাটির নিচে শোষিত হতে দেওয়া হয়। এরফলে ভুগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পায়। কূপগুলি জলে ভরে যায়। মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়, বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষের সংরক্ষণ করার ফলে মাটি ক্ষয় রোধ হয়। গাছের শিকড়ের কারণে জল মাটিতে শোষিত হতে সাহায্য হয়।

তোমরা জানো কি?

'বনরাই' এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মোহন ধারিয়া পুণেতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংস্থার মাধ্যমে বনরাই বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এটি কম খরচে নির্মিত একটি বাঁধ। নালা বা নদীর জল আটকিয়ে মাটির নিজের জলস্তর বাড়াতে সাহায্য হয়। কৃষিকাজ এবং পানীয় জলের জন্য এর ব্যবহার করা হয়।

জল সঞ্চয় : পৃথিবীতে মিষ্টি জলের উৎস সীমিত। বৃষ্টি সর্বত্র সমানভাবে পড়ে না। তার পরিমান প্রতিটি স্থানে কমবেশী হয়। জনসংখ্যা বাড়ছে। তাই জলের চাহিদাও বাড়ছে। এমন অবস্থায় জলের ব্যবহার মিতব্যয়িতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। পাশাপশি মিষ্টি জলের উৎস পরিষ্কার রাখা, জলদূষণ রোধ করা আবশ্যক।

তোমরা জানো কি?

জলের পুনর্ব্যবহার প্রয়োজন : সাতারা জাকাতওয়াড়ি এখানে শৌচাগার থেকে বের হওয়া জল সংগ্রহ করে এবং শোধন প্রক্রিয়া করে সেখানকার ফল বাগানের জন্য, সব্জি বাগানের জন্য এবং স্বচ্ছতার জন্য পুনরায় ব্যবহার করা হয়। এর ফলে জলের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায়। জলের পুনর্ব্যবহারের প্রক্রিয়া শহরে বেশী পরিমানে দেখা যায়।

ভেবে দেখো।

তোমার বাড়ি ব্যবহৃত জলের পুনরায় ব্যবহার কীভাবে করবে?

জল বাঁচানোর ভালো অভ্যাস -

* যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই জল ব্যবহার করা উচিত।
* নল খোলা রেখে দেওয়া উচিত নয়। লিক হওয়া নল মেরামত করা উচিত।

জল শুদ্ধিকরণ মানে জল পরিষ্কার করা। বিভিন্ন কারণে জল দূষিত হয় অর্থাৎ এতে ক্ষতিকারক উপাদান মিশে যায়। দূষিত জল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, কৃষিকাজে ব্যবহার করলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই জলশুদ্ধিকরণ করা প্রয়োজন।

জলপ্রদূষিত হওয়ার কারণ

ভেবে দেখো।

* জল দূষিত হওয়ার কারণগুলি কী?
* জল পরিষ্কার করার পদ্ধতিগুলি কী কী ?

ডা. রাজেন্দ্র সিংহ

ওয়াটারম্যান অফ ইন্ডিয়া (ভারতের জলপুরুষ) : রাজস্থানের মারওয়াড় অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম হয়। মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার ও কৃষিকাজের জন্য জল পাওয়া যায় না। ডা. রাজেন্দ্র সিংহ সেই অঞ্চলে বড় হয়েছেন। তিনি জলের অভাব নিকট থেকে অনুভব করেছিলেন। এর সমাধান হিসেবে তিনি 'জোহড়' নির্মাণ শুরু করে ছিলেন। জোহড় মানে মাটির বাঁধ। এই বাঁধগুলির মাধ্যমে বৃষ্টির জল আটকানো হয়। এর ফলে যেখানে 'জোহড়' পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে সেই এলাকাগুলি সবুজ ক্ষেত্রে ভরে গেছে। এই কাজে তিনি পরে 'ওয়াটার ম্যান অফ ইন্ডিয়া' নামে পরিচিত হয়।

অন্না হাজারে

মহারাষ্ট্র রাজ্যের অহিল্যানগর জেলায় রালেগণ সিদ্ধি এইগ্রামে অন্না হাজারে এবং হিউরে বাজার এইগ্রামে পোপটরাও পাওয়ার গ্রামের জলের স্তর বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা করেছিলেন।

পোপটরাও পাওয়ার

তোমরা জানো কি?

* ১০ মে এই দিনটি মহারাষ্ট্রে জলসংরক্ষণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

জল সজীবদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই জল রক্ষা এবং জল সংবর্ধন করাসবার দায়িত্ব রয়েছে। ''জলসাক্ষর'' হয়ে জল সঞ্চয় করা উচিত।

অনুশীলনী

প্র.১ কারণ লিখো।

(১) নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

(২) লাতুর শহরে একবার রেলগাড়ির মাধ্যমে জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

(৩) ছত্রপতী শিবাজী মহারাজ রায়গড়ে জলের ব্যবস্তা করেছিলেন।

৪) ডা. রাজেন্দ্র সিংহ 'জোহড়' নির্মাণ করেছিলেন।

প্র.২ নিচের প্রশ্নগুলির দুই-তিন বাক্যে উত্তর লিখো।

(১) তোমার আশেপাশের জল দূষিত হয়ে থাকলে তা নিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধানের উপায় লেখো।

(২) ডা. রাজেন্দ্র সিংহকে 'ওয়াটার ম্যান অফ ইন্ডিয়া' কেন বলা হয়?

প্র.৩ পাশের ছবিটি দেখে তার নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখ।

(১) ছবিতে দেওয়া বেষ্টনযুক্ত বোতলে কতটা জল ধরবে?

(২) ওই বোতলের দাম কত টাকা?

প্র.৪ ভূজল সংরক্ষণ সম্পর্কিত নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

ভূজলসংরক্ষণ : বাড়ির ছাদের উপর, ভবনের ছাদের উপর, পাহাড়-পর্বতে এবং মাটিতে বৃষ্টির জল পড়ে। সেই জল নষ্ট না করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ট্যাঙ্কে সংরক্ষণ-করা হয় বা মাটির মধ্যে শোষণ করার ব্যবস্থা করে শোষিত হতে দেওয়া হয়। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পায়। কূপগুলি ভরে যায়। মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষ সংরক্ষণ করার ফলে মাটি ক্ষয় রোধ হয়। গাছের শিকড়ের কারণে জল মাটিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

(১) বৃষ্টির জল কোথায় কোথায় পড়ে?

(২) ভূগর্ভস্থ জলের স্তর কি কারণে বৃদ্ধি পায়?

(৩) বৃষ্টির জল মাটির মধ্যে শোষণ করানোর জন্য কী করা হয়?

(৪) অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে দুটি স্লোগান তৈরী করে লেখো।

উপক্রম

- জলের সমস্যা নিয়ে ড. বাবাসাহেব আম্বেডকরের কাজ সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষকের সাহায্যে প্রাপ্ত করো।
- 'জলযুক্ত শিবার যোজনা' এবং 'প্রতি ঘরে জল' প্রকল্পগুলির সম্পর্কে অভিভাবকদের কাছথেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই যোজনার লাভ সংক্ষেপে লেখো।

চওদার তালাবের সত্যাগ্রহ

- পরিবেশের বৃষ্টির পরিমাণ কিভাবে মাপা হয়? সেই যন্ত্র শিক্ষকদের সাহায্যে দেখো।
- মহারাষ্ট্রের বাঁধগুলির ছবি সংগ্রহ করে খাতায় লাগাও।

***

৭ ভারতীয় পরম্পরা এবং সাংস্কৃতিক বিবিধতা

নিচের চিত্রে তোমারা আমাদের দেশের কোন কোন বিবিধতা দেখতে পাও?

বিবিধতায় একতা

আমাদের ভারত দেশ বিবিধ সাংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ একটি সুন্দর দেশ। হাজার হাজার বছর পুরানো ইতিহাসে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য কলা, উৎসব, ধর্ম এগুলি, ভারতীয় সাংস্কৃতির ঘটক বলে মানা হয়। ভারতের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী সকল লোক ভারতীয় বলে গণ্য করা হয়।

সংস্কৃতির অর্থ কী?

সংস্কৃতি হল সমাজের বিশিষ্ট জীবন পদ্ধতি, তার মধ্যে সেই সমাজের ভাষা, বেশভূষা, আহার, উৎসব, ধর্ম, পূজাপদ্ধতি কলাকৌশল, সাহিত্য, পার্বণ-সমারম্ভ ইত্যাদি ঘটক সমাবিষ্ট থাকে।

পার্বণ ও উৎসব

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবিধ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে তার মধ্যে অনেক উৎসব ক্ষেত-খামার-জমি ও ঋতু সম্বন্ধিত হয়ে থাকে। ক্ষেত ও কৃষি কার্য্য আমাদের দেশের মুখ্য ব্যবসা ধরা হয়, সেই অর্থে আমাদের দেশকে 'কৃষি প্রধান' দেশ বলা হয়।

ভারতের বিভিন্ন উৎসব

বৈলপোলা

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বিশেষ পর্ব বলে বৈলপোলাকে মানা হয়। এই উৎসবে হালিয়া গরুর পুজা করা হয়। কৃষিকার্য্যে ও অন্যান্য বিভিন্ন কাজেও এই গরুর মূল্যবান সেবা আমরা পেয়ে থাকি।

মহারাষ্ট্র সহিত আমাদের ভারত দেশে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, কর্নাটক, তেলংগানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ইত্যাদি রাজ্যেও পোলা উৎসব পালন করা হয়। প্রত্যেক রাজ্যে, এই পর্ব বিভিন্ন নামে পদ্ধতিতে উদ্‌যাপন করা হয়।

মহারাষ্ট্রে এই পর্বকে পোলা নামে জানা হয়। মারাঠাওড়ায় শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার দিন এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্রে ভাদ্রপদ মাসের অমাবস্যার দিন এই পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। নাগপুরের মতো কিছু অঞ্চলে ‘বড়ো পোলা’ ও দ্বিতীয় দিন ‘ছোট পোলা’ এইভাবে দুইদিন যাবত পার্বণটি উদ্‌যাপিত করা হয়। ছত্তিসগড় ও মধ্যপ্রদেশে পোলা কর্ণাটক রাজ্যে ‘বেন্দুর কিংবা ভেন্ডী’, তেলংগানা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে ‘ইরুওয়াক পৌর্ণিমা’ তামিলনাড়ু রাজ্যে ‘মটটু পোঙ্গল’ এইরকম বিভিন্ন নামে এই পর্ব দেশের সর্বত্র উদ্‌যাপন করা হয়। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের কিছু জায়গায় এই পর্বকে ‘গোবর্ধন কিংবা গোধন’ বলে।

এসো জেনে নিই।

- মহারাষ্ট্র - পোলা/বড় পোলা/ছোট পোলা
- ছতিশগড়/মধ্যপ্রদেশ - পোলা
- উত্তর এবং পশ্চিম ভারত গোবর্ধন/গোধন
- কর্নাটক - বেন্দুর/ভেন্ডী
- তামিলনাড়ু - মটটু পোঙ্গল
- তেলগাঁনা/আন্ধ্র প্রদেশ - ইরুওয়াক পূর্ণিমা

এই উৎসবে ঘরে তোরন বাঁধা হয়, দরজার সামনে আলপনা বা রঙ্গোলী করা হয়। হালিয়া গরুকে স্নান করিয়ে সাজান হয়, গরুর পিঠে নক্‌শাদার কাপড় লাগান হয়। শিংয়ে রং ও ঝুরি লাগান হয়। মাথায় মুকুট দিয়ে সাজান হয়, গলায় কড়ি ও ঘুঙ্গুরের মালা পরানো হয়। বিভিন্ন বাদ্য বাজনার সাথে গ্রামের রাস্তায় শোভাযাত্রা বের করা হয়। ঘরের সামনে এলে গরুকে বরণ করে পূজা আরতী করা হয় ও পুরণপোলীর নৈবেদ্য দেওয়া হয়। ঐ দিনে হালিয়া গরুকে বিশ্রাম দেওয়া হয়।

দীপ সমূহ সাজিয়ে পালন করা দীপাবলি উৎসব এটি ভারতের একটি বড় উৎসব। এই উৎসব পারিবারিক একতা ও আনন্দের উৎসব। গনেশোৎসব এবং দশহরা ও হিন্দুদের বড় উৎসব।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য 'বুদ্ধপুনিমা' একটি মহত্বপূর্ণ উৎসব তেমনি 'মহাবীর জয়ন্তী' এবং 'পর্যূষণ পর্ব' জৈন ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ। 'ইদ-উল-ফিত্র' অর্থাৎ রমজান ইদ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একটি বড় উৎসব। 'বড়দিন কিংবা ক্রিসমাস' খ্রিষ্টান ধর্মীয়দের উৎসব। পারসি ধর্মীয়দের 'নওরোজ', শীখ ধর্মীয়দের 'গুরুনানক জয়ন্তী' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। উৎসব ও পার্বণ যেকোনো ধর্মেরই হোক, সকল ভারতবাসী তাতে আনন্দের সাথে সহভাগী হয়। একে অপরকে শুভেচ্ছ জানায়।

বিভিন্ন ধর্ম এবং তার উৎসব

ধর্ম	উৎসব
হিন্দু	দেওয়ালী, গণেশোৎসব, দশরা
বৌদ্ধ	....
জৈন	হমাবীর জয়ন্তী, পর্যূষণ পর্ব
ইসলাম	....
খ্রিষ্টান	বড়দিন/ক্রিসমাস
পারসি	....
শীখ	গুরুনানক জয়ন্তী

স্বাধীনতা দিবস ও গণতন্ত্র দিবস জাতীয় উৎসব যা দেশের সকল নাগরিক অত্যন্ত উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপন করে।

উৎসবের জন্য লোক একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে ঐক্যের ভাব গড়ে ওঠে। উৎসবে গান-বাজনা, নৃত্য, রঙ্গোলী, খেলা প্রতিযোগিতার জমজমাট থাকে। তার জন্য শিল্প কলার আনন্দ উপভোগ করা যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম-গঞ্জে মেলা বসে। স্থানিক গ্রামদেবতার উৎসবে অনেক কারণে গ্রামের বাইরে থাকা লোকেরা উৎসবে একত্রিত হয়।

আহারের বিবিধতা

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের মধ্যে আহারের বিবিধতা দেখা যায়। আবাহাওয়া, ফসলের পার্থক্যই এই বিবিধতার কারণ। পাঞ্জাবী লোকেদের আহারে প্রধানত ডাল-রুটি হয়ে থাকে। উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোকেরা মাছ-ভাত খায়। তেমনই কিছু প্রদেশের কিছু বিশেষ পদার্থ প্রসিদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ মহারাষ্ট্রে পূরণপোলী, দক্ষিণ ভারতে ইডলী-সাম্বার ইত্যাদি।

বেশভূষার বিবিধতা

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী লোকেদের বেশভূষা বিবিধতা দেখা যায়। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের স্ত্রীরা সালওরার-কামীজ-দুপাট্টা ব্যবহার করে। রাজস্থানের স্ত্রীরা রং-বেরঙ্গী ঘাগরা চোলী এবং ওড়না ব্যবহার করে। নাগাল্যান্ড মিজোরাম এইরকম উত্তর-পূর্ব পাহাড়ি রাজ্যের মহিলারা পা পর্যন্ত লম্বা পোশাক পরে। ভারতে স্ত্রীদের পোশাখের মধ্যে শাড়ি বিশেষ প্রশিদ্ধ।

পুরুষদের পোশাখেও বিবিধতা দেখা যায়। কেউ পায়জামা পরে, কেউ ধুতী পরে, কেউ লুঙ্গী পরে আবার কেউ প্যান্ট পরে। শার্ট, কুর্তা, সদরা, জ্যাকেট কিংবা কোট ব্যবহার করে। কিছুলোক মাথায় পাগড়ী-পরে। কেউ ফেঁটা বাঁধে, কিছুলোক টুপি পরে। বিভিন্ন অঞ্চলে ফেঁটা ও টুপির নানা ধরণের রূপ দেখা যায়। আজকাল মানুষ পারম্পারিক বেশভূষার পাশাপাশি বিভিন্ন আধুনিক পোশাক ও ব্যবহার করে।

খেলা

ভারতে অনেক প্রকারের খেলা খেলতে দেখা যায়। লগোরী ডাংগুলি, অট্যাপাট্যা, কুস্তী, কবড্ডী এবং ফুগড়ী এই পারম্পরিক খেলাগুলি আজও লোকপ্রিয়। মল্লখাঁব খেলার দ্বারা শরীর সুগঠীত মজবুত হয় ও মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি হতে সাহায্য করে।

দাবা খেলার দ্বারা বুদ্ধিও চতুরতা বৃদ্ধির এই খেলা ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত।

আমাদের জীবনে খেলার খুব মহত্ব রয়েছে। খেলাধুলার কারণে একজুটতা, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব প্রভুতি গুণের বিকাশ হয়। খেলার মধ্যে হার-জিতের থেকেও জেদ এবং উৎসাহ মহত্বপূর্ণ থাকে। খেলাধুলায় বিশিষ্ট নিয়মাবলী থাকে, এইসব নিয়ম খেলোয়াড়দের মেনে চলতে হয়।

তোমরা জান কি?

ভারতীয় কবড্ডী খেলাটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিলাভ করেছে। ঢাকায় আয়োজিত বিশ্বস্তরের কবড্ডী প্রতিযোগিতায় ভারতের মহিলা কবড্ডী দল বিজেতা হয়েছে।

বিশ্বজয়ী ভারতীয় কবড্ডী মহিলা দল ২০২৫

তোমরা জান কি?

খাশাবা জাধব

- খাশবা জাধব সতারা জেলার লোক ছিলেন। তিনি ভারতীয় ফ্রিস্টাইল কুস্তিগীর ছিলেন। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্গি অলম্পিকে তিনি কাস্যপদক জয় করেছিলেন। স্বাধীন ভারতে তিনিই প্রথম অলিম্পিক বিজেতা ব্যক্তি।

কোনেরু হম্পি

- কোনেরু হম্পি অন্ধ্রপ্রদেশের নিবাসী। ভারতের সব থেকে কমবয়সী মহিলা গ্রাণ্ডমাস্টার ছিলেন। দাবা খেলায় তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রাপ্ত করেছিলেন।

দিব্যা দেশমুখ

- নাগপুরের দিব্যা দেশমুখ দাবা খেলা খেলে। সে ২০২৫ সালে মহিলা দাবা খেলায় বিশ্বকাপ প্রাপ্ত করেন। দিব্যা দেশমুখ এশিয়া চ্যাম্পিয়নশীপ বিশ্ব জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশীপ, যুবা দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক জয় করেছেন।

লোককলা

লোককলা হল - আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই কলা থেকে আমরা আনন্দ পাই। সহজেই লোককলা থেকে লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ হয়।

রাষ্ট্রসন্ত গাড়গে বাবা নিজের কির্তনের মাধ্যমে লোকমনের উপর শিক্ষা ও স্বচ্ছতার মহত্ব প্রতিবিম্বিত করেছেন। লোক শাহির আন্নাভাউ সাঠে, শাহির অমর শেখ এবং দ. না. গওয়ানকর প্রভৃতীরা নিজেদের ছন্দপূর্ণ লেখনীর দ্বারা লোকজাগরণ করেছেন।

সাধু-সন্তরা লোকেদের প্রতি সমতার সন্দেশ দিয়েছেন তাঁরা লোকেদের দয়া, অহিংসা, পরোপকার, সেবা, সমতা, বন্ধুভাব ইত্যাদি গুণের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শ্রীচক্রধর স্বামী, সন্ত নামদেব, সন্ত জ্ঞানেশ্বর, সন্ত একনাথ, সন্ত তুকারাম, সন্ত মুক্তাবাঈ সন্ত জনাবাঈ, সন্ত সোয়রাবাঈ, সন্ত কান্হোপাত্রা, সন্ত বহিনাবাঈ শিউরকর এঁরা সকলেই কির্তন অভংগ ও ভারুড়ের মাধ্যমে লোকজাগরণ করেন।

পাঞ্জাবের ভাংগড়া, কর্নাটকের যক্ষগান, গোওয়ার ঘোড়েমোড়ণী নৃত্য, নাগাল্যান্ডের ও মেঘালয়ের বাঁশ নৃত্য গুজরাতের গর্বা ও দান্ডিয়া, রাজস্থানের ঘুমর নৃত্য, আসামের বিহু নৃত্য, মহারাষ্ট্রের লাওনী নৃত্য এই সকল কলা অর্থাৎ সে রাজ্যের বিশেষ পরিচয়। বিভিন্ন রাজ্যে চিত্রকলা, শিল্পকলা, বাস্তুকলা প্রভৃতির বিবিধ প্রকার দেখতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন লোককলা

লাওণী

পোয়াড়া

দশাবতার

ভজন, কীর্তন

ভারুড়

গোন্ধড়

তামাশা

কোলী নৃত্য

পাঞ্জাব-ভাংগড়া

কর্নাটক-যক্ষগান

গোওয়া-ঘোড়েমোড়ণী নৃত্য

নাগাল্যান্ড মেঘালয় বাঁশ নৃত্য

গুজরাট-গরবা এবং দান্ডিয়া

রাজস্থান-ঘুমর

আসাম-বিহু

মহারাষ্ট্র-লাওণী

বিভিন্ন রাজ্যের নৃত্য

আমাদের দেশে শিল্পকলা, আহার, ভাষা, বেশভূষা উৎসব, পরম্পরা প্রভৃতিতে বিবিধতা দেখতে পাওয়া যায়, এই জন্যই বিবিধতায় একতা আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১ সংকল্পচিত্র পূর্ণ করো।

সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায়

- ....
- ....
- ভাষা
- ....
- ....
- ....
- ....
- ....

প্রশ্ন ২ রাজ্যের সামনে রাজ্যের উদযাপিত উৎসব লেখ।

রাজ্য	উৎসব
(১) মহারাষ্ট্র	--
(২) অন্ধ্রপ্রদেশ	--
(৩) তামিলনাড়ু	--
(৪) কেরলা	--

প্রশ্ন ৩ নিচের দেওয়া তালিকা পূর্ণ করো।

রাজ্য	পোশাখ	আহার
পাঞ্জাব	--------------- ---------------	--------------- ---------------
--------------- ---------------	--------------- ---------------	পুরনপোড়ী
রাজস্থান	--------------- ---------------	--------------- ---------------

প্রশ্ন ৪ মহারাষ্ট্রে কোন কোন খেলা খেলতে দেখা যায়?

(১) --

(২) --

(৩) --

(৪) --

উপক্রম

- বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সহায়তায় তোমাদের এলাকায় বিবিধ লোককলা, বেশভূষা, আহার, খেলা ইত্যাদি চিত্রের সাহায্যে তথ্য জেনে নাও।
- মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন লোককলা সম্পর্কিত ভিডিও ইন্টারনেটের সাহায্য খোঁজ করো।

***

৮ যাতায়াত

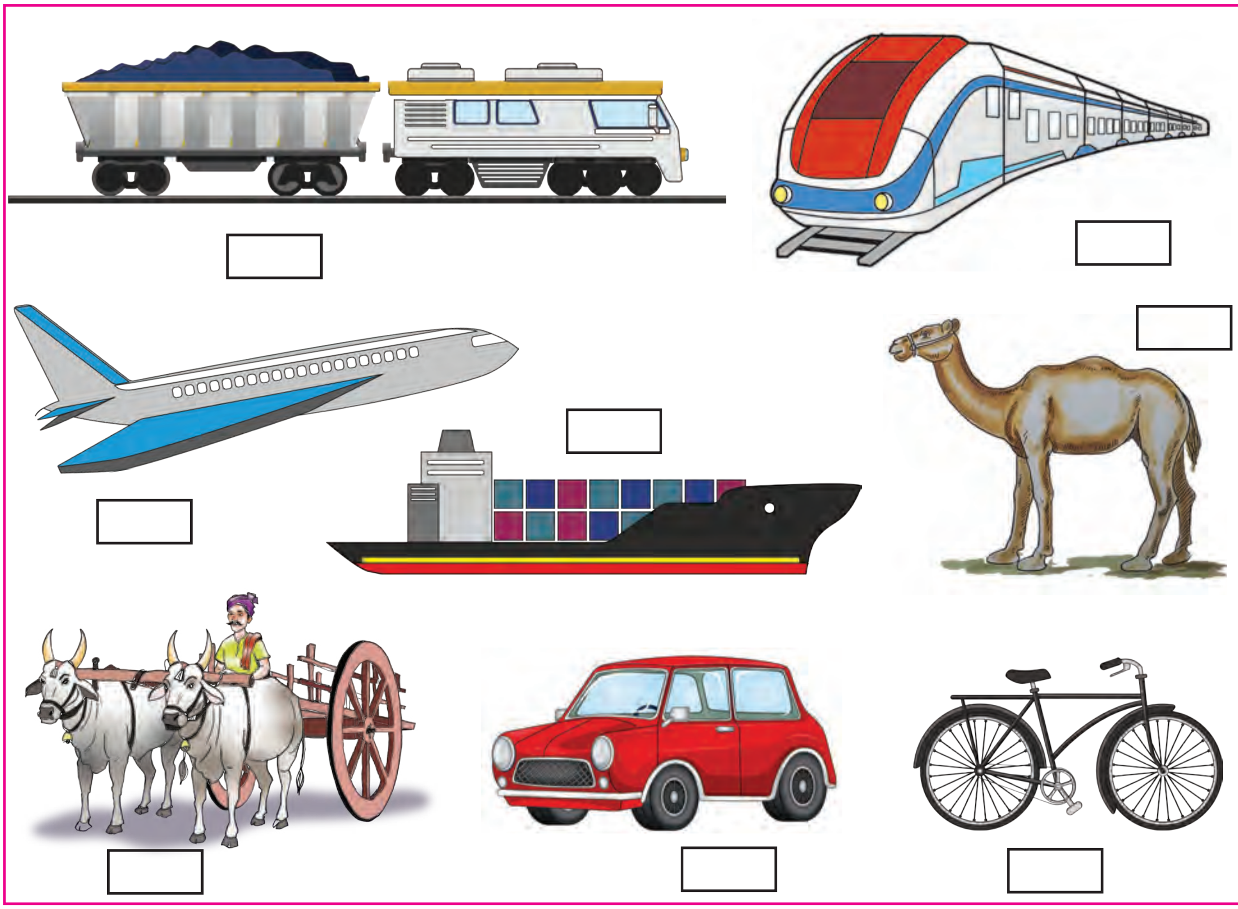

ছাত্রছাত্রী সকল, উপরের চিত্র নিরীক্ষণ কর। তোমদের দেখা বা ব্যবহার করা যাতায়াতের সাধন খোঁজকরো এবং চিত্রের নিচে দেওয়া ছকে ✓ চিহ্ন দাও।

- পৃথিবীতে খুব লম্বা সফরের জন্য কোন যানবাহন ব্যবহার করা হয়। সেই চিত্রের সামনে ○ লাগাও।
- সেগুলি ছাড়া অন্য যানবাহন তোমরা কখনও কোথায়ও দেখেছ? সেই বাহন কোন কালখন্ডে ব্যবহার হয়েছে বলে তোমরা মনেকরো? সেই সম্বন্ধে তুমি তোমার মিত্র ও শিক্ষকের সাথে চর্চা করো।

উপরের চিত্রে তোমরা লক্ষ্য করবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাহনের ব্যবহার হয়েছে। বর্তমান সময়ে আমরা যে বাহন ব্যবহার করি, সে বাহন আগের তুলনায় অধিক বেগবান ও সুরক্ষিত।

যানবাহন

যানবাহন কি তা আমরা জেনে নেই।

প্রাচীন কালে মানুষ বাহনের জন্য পশু, ব্যবহার করত। তার পর চাকার আবিষ্কার হয়, চাকার গাড়ী তৈরী করে তা টানার জন্য গৃহপালিত পশুর ব্যবহার করা হল। আজও কোথাও কোথাও পশু-টানা গাড়ি ব্যবহার করা হয়।

প্রযুক্তির বিকাশের ফলে পশুর স্থান দখল করে নেয় যন্ত্র। যন্ত্রচালিত যানবাহন ভ্রমণকে আরও সহজ, আরামদায়ক, দ্রুততর করে তোলে।

তোমরা জান কি?

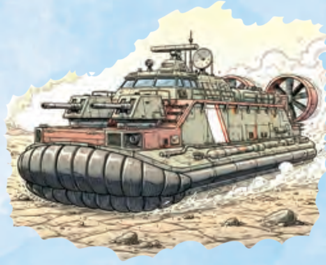

হাওয়ারক্রপ্ট- জলে ও স্থলে চলার বাহন।

এসো করে দেখি।

যানবাহন ও যাতায়াতের রাস্তা

- স্থল পথ
  - রাস্তা
  - রেল পথ
- জল পথ
  - অভ্যন্তরিণ
  - সমুদ্রী
- আকাশ পথ
  - ঘরোয়া আকাশ পথ
  - আন্তরজাতিক আকাশ পথ

রাস্তা	রেল পথ	অভ্যন্তরিণ	সমুদ্রী	ঘরোয়া আকাশ পথ	আন্তরজাতিক আকাশ পথ
-------	-------	--------	--------	--------	----------
-------	-------	--------	--------	--------	----------
-------	-------	--------	--------	--------	----------
-------	-------	--------	--------	--------	----------

নীচে দেওয়া যানবাহনগুলির নাম সঠিক লাইনে লেখো –

বাস, কার, হেলিকপ্টার, ফেরীবোট, রিক্সা, বিমান, নৌকা, সাইকেল, মেট্রো, রেলগাড়ী, ভেলা, জাহাজ।

নিচের দেওয়া কাজ পূর্ণ কর।

সিগন্যাল থেকে দেওয়া রঙ্গীন আলোগুলির অর্থ লেখো।

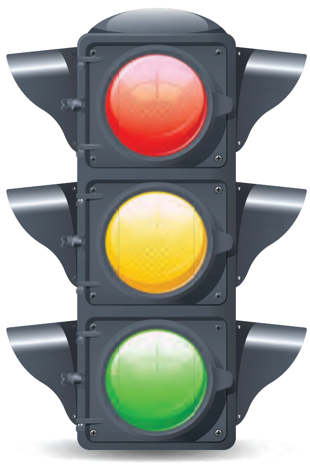

(১) ....
....

(২) ....
....

(৩) ....
....

রাস্তায় দেওয়া সংকেত চিহ্ন এবং তার অর্থ জোড়া লাগাও।

সমূহ 'অ'	সমূহ 'ব'
	এখানে বাহন দাড় করিওনা।
	হর্ণ বাজিও না।
	গতিরোধক
	শ্রমিক কাজ করছে।
	সামনে বিদ্যালয় রয়েছে।

পণ্য পরিবহন

বস্তু, পণ্য কিংবা কাঁচামাল একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছানোর প্রক্রিয়াকে পণ্য পরিবহন বলা হয়। বড় বড় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে কাঁচের মতো ভঙ্গুর বস্তু পর্য্যন্ত পরিবহন করা হয়। প্রয়োজনে অনুসারে এগুলি ট্রাক, রেলওয়ে, জাহাজ কিংবা বিমান দ্বারা পরিবহন করা হয়। পণ্য বহনকারী রেল গাড়ীকে 'মালগাড়ী' বলা হয়।

বড় শহরে জল, গ্যাস ইত্যাদি পাইপের মাধ্যমেও পরিবহন করা হয়।

এসো অভিভাবকদের সাহায্যে জেনে নেই

- যে সব যানবাহন চালাতে কোনো জ্বালানির প্রয়োজন হয় না সেগুলি কোন বাহন?
- দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে যাতায়তের জন্য কোন কোনো প্রাণী ব্যবহার করা হয়?

আধুনিক কালের ইলেট্রিক (EV) বাহন

যেখানে রাস্তা বানানো কঠিন হয় সেখানে রোপ-ওয়ের ব্যবহার হয়। যেমন পার্বত্য ও দূর্গম অঞ্চলে অথবা খনিতে রোপ-ওয়ে ব্যবহৃত হয়। উদা. রায়গড়ের রোপ-ওয়ে।

প্রাচীন কালের মানুষ যাতায়তের জন্য পালকি বা মেনার

মেট্রো

ভেবে দেখো।

তোমরা চন্দ্রপুরের তাড়োবা ব্যাঘ্র প্রকল্প দেখতে যাবে। সেখানে তোমরা দুইদিন থাকবে, ভ্রমণের জন্য তোমরা কিভাবে প্রস্তুতি নেবে?

- ভ্রমণে কখন রওনা হবে ....
- কোন যানবাহন ব্যবহার করবে ....
- ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ....
- ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ....
- রাস্তায় প্রমুখ স্থান ....

তোমরা জানো কি?

- ১৬ ই এপ্রিল ১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী মুম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত চলেছিল। সেটি কয়লার দ্বারা চলেছিল।
- ভারতের প্রথম মেট্রো কোলকাতায় শুরু হয়েছিল।
- জলপ্রবণ ও বন্যার মতো পরিস্থিতি নির্মাণ হলে সেখানে অন্য কোন, যানবাহন মাধ্যমে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না, তখন প্যারাশুটের সাহায্যে যোগাযোগ রাখা যায়। প্যারাশুটের সাহায্যে জীবনাবশ্যক বস্তু পৌঁছানো হয়।

সন্দেশবহন

তথ্য ও বার্তার আদান-প্রদান করাকে 'সন্দেশবহন' বলে।

ভেবে দেখো।

তোমার বন্ধু অন্য গ্রামে থাকে এবং তার জন্মদিন উপলক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে হবে। নিচের কোন পর্যায়গুলি তোমার পক্ষে সহজে সম্ভব হবে?

- সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতে যাওয়া।
- তাকে ডাকযোগে চিঠি বা শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো।
- দূরভাষের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা।
- মোবাইলের মাধ্যমে তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠানো।
- ই-মেল করা।
- কবুতরের পায়ে চিঠি বেধে তার কাছে পাঠানো।

তোমরা জানো কি?

প্রাচীনকালে কবুতর দ্বারা খবর পাঠানো হতো। তার জন্য কবুতর পালন করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। পূর্বে রাজার দূত ঘোড়া বা উটের পিঠে চড়ে সন্দেশবহন করতো। এই কাজ অনেক কষ্টের ও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। পরে ডাক সেবা শুরু হয়।

ডাকসেবা : ডাকসেবার দ্বারা আমরা দেশে ও বিদেশে পত্র ও বস্তু পাঠাতে পারি। মহত্ত্বপূর্ণ পত্র দ্রুত পাঠানোর জন্য স্পিড পোস্ট সুবিধার ব্যবহার করা হয়। দেশ ও বিদেশে আমরা বস্তু পাঠাতে বাস, রেলগাড়ি, জাহাজ এবং বিমান ইত্যাদি যানবাহনের ব্যবহার করি।

তোমরা কি কখনো ডাকঘরে গিয়েছ? সেখানে কী কী দেখেছ তা বল।

দূরভাষ : দূরভাষের আবিষ্কারে পৃথিবীতে এক বিরাট ক্রান্তি এসে যায়। দূরের মানুষের সাথে সহজেই যোগাযোগ হতে লাগল। দুনিয়া নিকটে এলো। দূরভাষের আধুনিক রূপ হলো ‘মোবাইল ফোন’।

ড্রোন

সন্দেশবহন এবং তথ্য প্রাচারের অন্য সাধন :

রেডিও, টিভী, মাসিক পত্র, সংবাদ পত্র ইত্যাদির দ্বারা সন্দেশবহন করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের তথ্য দেওয়া হয়।

তোমরা জানো কি?

বিরসা মুন্ডা

- ডাক টিকিট আমাদের অনেক তথ্য জানায়। এই টিকিটের উপর অনেক মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির চিত্র ছাপা থাকে। উদাহরণস্বরুপ, বিরসা মুন্ডা একজন মহান বিপ্লবী ছিলেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই তার ডাকটিকিটি।
- কিছু লোক দেশ ও বিদেশের টিকিট সংগ্রহ করেন।
- ভারতে প্রথম ডাকঘর ১৭৭৪ সালে কোলকাতায় শুরু হয়েছে।
- ভারতে প্রথম নাগরি বিমান পরিবহন কম্পানী টাটা এয়ারলাইন্স ১৯৩২ সালে মুম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বিশ্বে বার্তা আদান প্রদানের জন্য উপগ্রহের ব্যবহার করা হয়।

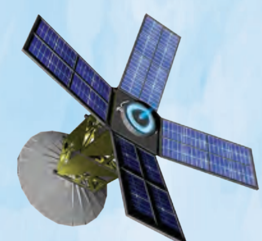

উপগ্রহ

খোঁজ করে দেখি।

- টেলিফোন কে আবিষ্কার করেছেন?
- কম্পিউটার আবিষ্কার কে করেছেন?

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১ নাম লেখো।

(অ) রাস্তায় চলা যানবাহন --

(আ) জলপথে চলা যানবাহন --

(ই) রেলপথে চলা যানবাহন --

(ঈ) আকাশ পথে চলা যানবাহন --

প্রশ্ন ২ সংকল্পচিত্র পূর্ণ করো।

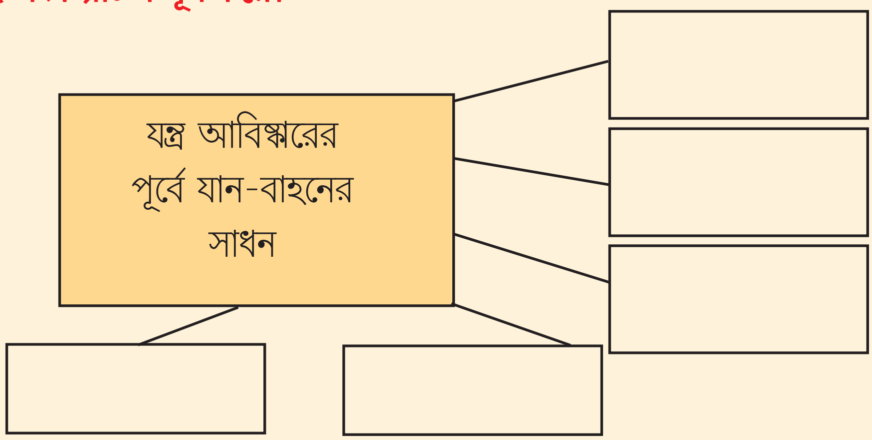

প্রশ্ন ৩ সঠিক বিকল্পটি গোল করো।

(১) পণ্য বহনকারী রেলগাড়ি- (মেট্রো, মালগাড়ী, লোকল ট্রেন)

(২) দুর্গম এলাকায় ও খনিতে ব্যবহৃত যানবাহন (মেনা, রিক্সা, রোপওয়ে)

(৩) দ্রুত চিঠি পৌঁছানোর সুবিধা (টপাল, স্পীড পোষ্ট, টেলিগ্রাম।

(৪) প্রাচীনকালে সংবাদ পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত পাখী (গরুড়, কবুতর, তোরাড়)

প্রশ্ন ৪ পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে দেওয়া QR কোডে দেওয়া মহারাষ্ট্রের পর্যটন মানচিত্র দেখে তোমার বাড়ী থেকে তোমার পছন্দের পর্যটন স্থলে যেতে হবে।

(১) কোন যানবাহনের ব্যবহার করবে?

(২) রাস্তায় কোন বড় শহর বা গ্রাম পড়বে?

(৩) সেখানে প্রধানত তোমরা কী কী দেখতে পারো?

প্রশ্ন ৫ মোবাইল ফোন সম্পর্কে শ্রেণীতে আলোচনা করো। মোবাইলের লাভ-লোকসান সম্পর্কিত তথ্য লেখো।

লাভ	লোকসান
--	--
--	--
--	--

উপক্রম

- প্রাচীন কালে যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত যানবাহনের চিত্র প্রাপ্ত করে খাতায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে নাম লেখো।
- সর্বজনীন পরিবহন ব্যবস্থায় দিব্যাঙ্গ ব্যাক্তিদের জন্য কী কী সুবিধা থাকে? অভিভাবকদের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করে লেখো।

***

৯. ঐতিহাসিক বাস্তু

জীবন শিক্ষণ বিদ্যা মন্দির বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সত্র শুরু হয়েছে, দিদিমনি শ্রেণীতে এলেন। তিনি বিদ্যার্থীদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা ছুটিতে কী কী করেছে, কে-কে বাইরে বেড়াতে গিয়েছিল সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন। কিছু শিক্ষার্থী হাত উঁচু করলো। দিদিমনি বললেন "তোমরা যে অঞ্চলে গিয়েছিলে সেখানকার গুহা, দুর্গ, প্রাসাদ, মহান ব্যক্তির জন্মস্থান, জাদুঘর, স্তম্ভ ইত্যাদি ঐতিহাসিক বাস্তুর ছবি আমাকে মোবাইলে পাঠাবে। আগামী সপ্তাহে আমরা প্রদর্শনীর আয়োজন করব।

ভেবে দেখো।

ছুটির সময় তোমরা কোন কোন নুতন উপক্রম করতে পার?

দিদিমনি শ্রেণীতে এসে সবাইকে চোখ বন্ধ করতে বললেন। কেউ চোখ খুলবে না, কথা বলবেনা বলে দিদিমনি ব্লাকবোর্ডে কাগজ লাগালেন। ছাত্রছাত্রীরা কানে সেই শব্দ শুনতে পেল। নির্দেশ পেতেই তারা চোখ খুলল। তারা আশ্চর্য্যচকিত হয়ে এক সাথে বলে উঠল- বা! বা!

সামনে দুই-তিনটা বড় কাগজের উপর বিদ্যার্থীদের ছুটিতে বেড়ানোর সময় দেখা বাস্তু ও বস্তুর ছবি ছিল। নিজদের তোলা ছবি দেখে তারা খুব খুশী হল। দিদিমনি বললেন এবার একে একে তোমাদের তোলা ছবির বিষয়ে বলো, কে প্রথম বলবে?"

এসো করে দেখি।

তোমরা যে ঐতিহাসিক জায়গায় ভ্রমণ করেছ তার ছবির তালিকা তৈরী করো। শ্রেণীতে তার প্রদর্শন করো।

উমা হাত উঁচু করে বলল, দিদিমনি, আমি মা-বাবার সাথে **শিবনেরী** দুর্গে গিয়েছিলাম, যেখানে ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের জন্ম হয়েছিল মা-বাবা আমাকে সেখানে মহারাজের গল্প শুনিয়েছিল। শিবনেরীতে আমি গুহা, পানপোয়ী, শিবাইদেবীর মন্দির, দুর্গপ্রাচীর, কড়া, বুরুজ আমি দেখেছি। আমি কখনো এই ভ্রমণ ভুলব না।

ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের জন্মস্থান-শিবনেরী দুর্গ

নন্দীবর্ধন (নগরধন) ভুইকোট দুর্গ

রামটেকের শ্রীরাম মন্দির

এর মধ্যে নন্দু উঠে দাড়াল, বলল, আমি ছুটিতে বিদর্ভের রামটেকে গিয়েছিলাম। রামটেক নাগপুর জেলার একটী শহর। রামটেকে প্রভু শ্রীরামের মন্দির আছে। রাম নবমীতে এখানে বড় মেলা হয়। পাহাড়ের শিখরে দুর্গ আছে। মহাকবি কালিদাস এখানে 'মেঘদূত' মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। সকল শিক্ষার্থীরা উৎসুকতার সাথে শুনছিল। রামটেক কাছে নন্দীবর্ধন (নগরধন) নামে একটি ভুইকোট দুর্গ রয়েছে।

দিদিমনি একটা ফটো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাড়ীতে কেউ গিয়েছ? গার্গী হাত উঁচু করে বলল, ছুটিতে আমরা পুণেতে গিয়েছিলাম। পুণেতে মহাত্মা ফুলে এবং সাবিত্রীবাই ফুলের ঘর দেখেছি। সেই ঘরের আঙিনায় একটী ছোট কুয়ো আছে। এই কুয়োর জল নেওয়ার জন্য তখনকার দিনে তিনি সর্ব-জাতী ধর্মের মানুষকে অনুমতি দিয়েছিলেন। ফুলের বাড়িকে মহারাষ্ট্র সরকার ঐতিহ্যস্থল বলে ঘোষিত করেছেন।

মাহাত্মা ফুলে বাড়ি ও কুয়ো

মা আমাকে বলল, ''ফুলে দম্পতীর প্রবল চেষ্টার জন্য আমরা লেখা-পড়া শিখতে পেরেছি।'' মা আমাকে তাঁর সম্বন্ধে গল্প শুনিয়েছিলেন। তারপর আমরা তাঁর নামের 'সাবিত্রীবাই ফুলে পুণে বিশ্ববিদ্যালয়' দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ দেখতে দেখতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সংগ্রহালয়, বাগিচা, মুর্তি, প্রয়োগশালা, গ্রন্থালয়, সুড়ঙ্গপথ এই সকলই আমি দেখেছি।

সেখান থেকে আগে সেনাপতি বাপট রাস্তায় ভারত রত্ন ডা. বাবাসাহেব আম্বেটকার সংগ্রহালয় দেখতে গিয়েছিলাম। ডা. বাবাসাহেব আম্বেটকার কত গহন পড়াশুনা করে মহান হয়েছিলেন, মা আমাকে তা বললেন। এই সংগ্রহালয়ে তাঁর প্রাপ্ত ভারত রত্ন পদক যত্নপূর্বক রাখা হয়েছে। এই

নুতন তথ্য আমি জানতে পেরেছি। সেখান থেকে নিকটে আমাদের পাঠ্যপুস্তক তৈরি হয় সেই 'বালভাবতী' ভবনেও আমরা গিয়েছিলাম।

ভারতরত্ন পদক

জাফর বলল, ''আমি বুলঢানায় গিয়েছিলাম। সেখানে উলকাপাত দ্বারা নির্মিত 'লোনার সরোবর' আমি দেখেছি।'' বাবা আমাকে বললেন, ''এই সরোবরের জল ক্ষারযুক্ত হওয়ায় তা পান করা যায় না।'' ফেরার পথে রাজমাতা জীজাউয়ের জন্মস্থান সিন্দখেড় রাজা গ্রাম দেখে ছিলাম।

ফাতিমা বলল, ''আমি মুম্বাইতে গিয়েছিলাম, জীবনে প্রথমবার সমুদ্র দেখেছিলাম। সমুদ্র কিনারায় গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া। এই বাস্তুটিও আমি দেখেছিলাম।''

লোনার সরোবর

অমৃতা বলল, ''আমি কোকণে গিয়েছিলাম, সেখানে সিন্ধুদুর্গ নামক জলদুর্গ আমি দেখেছি। এই দুর্গ দেখার জন্য আমাদের নৌকায় করে সমুদ্রপথে যেতে হয়েছিল। নৌকাটি দুলছিল। আমি জীবনে প্রথম জলের মধ্যে অবস্থিত দুর্গ দেখেছিলাম। এই দুর্গের ভিতর মিষ্টি জলের কুয়ো আছে। ''

সিন্ধুদুর্গ

তার পর আমরা রোপওয়ের সাহায্যে রায়গড়ে গিয়েছিলাম, রোপ-ওয়েতে বসলাম এবং দেখলাম, রায়গড় একটি বিশাল দুর্গ। এই দুর্গে ছত্রপতী শিবাজী মহারাজের বাজ্যাভিষেক হয়েছিল। স্বরাজ্যের রাজধানী হওয়ায় এই দুর্গ আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই দুর্গেই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সমাধী রয়েছে।

রায়গড় দুর্গ

বলো দেখী।

- তোমরা যে ঐতিহাসকি স্থানগুলি ভ্রমণ করেছ, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলো।
- ঐতিহাসিক স্থলে ভ্রমণকালে কোন ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
- বিশ্ব ঐতিহ্য স্থল তালিকায় সমাবিষ্ট মহারাষ্ট্রের দুর্গ গুলির তথ্য আভিভাবকদের সাহায্যে প্রাপ্ত করো ও শ্রেণীতে বলো।

দিদিমণি বললেন, দেখতো, আমরা কতকিছু জানাতে পারলাম। পুরানো বাস্তু দেখা, তার সম্বন্ধে জেনে নেওয়া, সেই স্থলকে দর্শন করা, মানেই ঐতিহ্য ভ্রমণ করা। আজ আমরা ছবির মাধ্যমে ঐতিহ্য দর্শন করলাম। এই ধরনের ঐতিহাসিক স্থলে বহু ঐতিহ্য ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। ভ্রমণের মাধ্যমে প্রাচীন বাস্তু এবং বস্তু সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাপ্ত হয়, তাই আমাদের সেখানে অবশ্যই যাওয়া উচিত।

আমাদের সেই স্থানগুলির যত্ন নেওয়া উচিত, তাই না? ঐতিহাসিক বাস্তুর উপর আমাদের নাম লেখা উচিত নয়। সেখানে ময়লা ফেলবে না। প্লাস্টিকের বোতল ফেলবে না। আমাদের ঐতিহ্য যত্নের সহকারে রক্ষা করতে হবে।

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১ সংকল্পচিত্র পূর্ণ কর

(১) শিবনেরী
- গুহা
-
-
-
-

(২) সিন্ধুদুর্গ
- জলদুর্গ
-
-

(৩) রায়গড়
- শিবরায়ের রাজ্যভিষেক
-
-
-

প্রশ্ন ২ যোগ্য জোড়া লাগাও।

‘অ’ সমুহ	‘ব’ সমুহ
(১) রামটেক মন্দির	(অ) সিন্দখেড় রাজা
(২) রাজমাতা জীজাউ জন্মস্থান	(আ) সেনাপতি বাপট রাস্তা পুণে
(৩) ডা. বাবা সাহেব আম্বেটকার সংগ্রহালয়।	(ই) নাগপুর

প্রশ্ন ৩ যোগ্য উত্তর লেখো।

(১) সাবিত্রীবাই ফুলের নামে বিশ্ববিদ্যালয় - ______

(২) পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী কেন্দ্র - ______

প্রশ্ন ৪ নিচের বাক্যগুলি ঠিক করে লেখো।

(১) সিন্ধুদুর্গ একটি গিরীদুর্গ

(২) শিবনেরী দুর্গে রোপওয়ে দ্বারা যেতে হয়।

প্রশ্ন ৫ কোন যত্ন নেবে।

ঐতিহাসিক বাস্তু

ময়লা ফেলবে না।

উপক্রম

- তোমাদের এলাকার ঐতিহাসিক বাস্তুর পরিদর্শন করে, তার সম্বন্ধে লেখো।
- দুর্গের চিত্র সংকলন করে সেগুলি তোমার খাতায় লাগাও।
- মহাত্মা ফুলে সম্পর্কিত কিশোর পত্রিকার গল্পের জন্যে পাঠ্যপুস্তকের শুরুতে দেওয়া QR কোডের লিঙ্ক দেখো।

***

১০. গাথা বীরত্ব ও বিপ্লবের

ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ	মহাত্মা জোতিরাও ফুলে	সাবিত্রী বাই ফুলে
মহারাজ সয়াজীরাও গায়কবাড়	রাজর্ষী শাহু মহারাজ	পন্ডিতা রমাবাই
মহর্ষী ধোন্ডো কেশব করবে	ডা. বাবা সাহেব আম্বেডকর	ডা. পাঞ্জাবরাও দেশমুখ

এসো করে দেখি।

ছবিতে দেওয়া মহান ব্যক্তিদের ব্যাপারে ইন্টারনেটের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করো। উদাহরণ স্বরূপ নীচে কর্মবীর ভাউরাও পাটীল সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে।

কর্মবীর ভাউরাও পাটীল

রয়ত শিক্ষন সংস্থা, এটা ভারতের একটা প্রাচীন এবং সর্বব্যাপী ভাবে কার্যরত শিক্ষা সংস্থা। প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর ভাউরাও পাটীল। সকল জাতি ধর্মের ছাত্র ছাত্রীদের যাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সে চেষ্টা করেছিলেন, তিনি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস শুরু করে 'উপার্জন করো এবং শেখো' এই নীতির উপর শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু করেছিলেন।

দিদিমণি ক্লাসে এলেন। সকল ছাত্র ছাত্রীরা উঠে দাড়াল, দিদিমণি বললেন "আজ আমি তোমাদের মহাপুরুষদের ব্যাপারে বলব।"

দিদিমণি বলা শুরু করলেন।

শিরীষকুমার

শিরীষ কুমার

ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের উপর অনেক অত্যাচার করত। ইংরেজ রাজত্বে ভারতীয়দের শোষণ করছিল, ভারতের জনগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। 'করব বা মরব' এই ঘোষনা সব জায়গায় শুরু হয়েছিল। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধী ইংরেজদের বিরুদ্ধে 'চলে যাও' ঘোষণা করেছিলেন।

আমাদের দেশে ইংরেজদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অনেক গরম হয়েছিল, সারা দেশে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা এই আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না। খানদেশের নন্দুরবারের ১৬ বছর বয়সী ছাত্র শিরীষ কুমার ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিছিল শুরু করার নিশ্চয় করেছিল। সে এবং তার সহপাঠীরা যেমন- শশীধর, লালদাশ, ঘণশ্যাম ও ধনশুখলাল ইংরেজদের বিরুদ্ধে মিছিল শুরু করে দিয়েছিল। নন্দুরবারের ঝাণ্ডা চৌকে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা সামনে ছিল এবং আন্দোলন শান্তীপূর্ণ ভাবে চলছিল, পুলিশ শিরীষ কুমার এবং তার বন্ধুদের আন্দোলন শেষ করার আদেশ দিয়েছিল কিন্তু তারা মানেনি, ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২ এ পুলিশের গুলিতে শিরীষা কুমার দেশের জন্য শহীদ হয়েছিল।

খোঁজ করে দেখি

ওস্তাদ লাহুজী সালবে, রাজগুরু আর ক্রান্তীসিংহ নানা পাটিলের কার্যাবলী সম্পর্কিত বই খোজ ও পড়ো।

শান্তী ঘোষ, সুনীতি চৌধরী

শান্তী ঘোষ

সুনিতি চৌধরী

এই কাহীনীটি বাংলার দুই ছাত্রী, শান্তী ঘোষ ও সুনীতি চৌধরীর তারা দুইজন সহপাঠি ছিল। শান্তীর বাবা দেবেন্দ্র নাথ অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নিজের মেয়ের মধ্যে দেশ ভক্তির সংস্কার গড়েছিলেন। ছাত্র জীবন থেকে শান্তী জেনেছিল যে ইংরেজ আমাদের শত্রু এবং তাদের পরাজিত করে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্ত করতে হবে। ১৯৩১ সালে তারা দুইজন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হয়েছিল। শান্তী ঘোষ নিজের খাতায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বাক্ষর ও নিয়েছিল।

পরে তারা 'যুগান্তর' এই বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। ওই সমম বাংলার কুমিল্লা জেলার ইংরেজ অধিকারী স্টিভেন্স ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করত। যারা আন্দোলন বা মিছিল করতো, তাদের উপর লাঠিচার্জ করা হতো। মানুষের মাথা ফেটে যাওয়া পর্যন্ত মারধর করা হতো। এই অত্যাচার আমরা সহ্য করব না। দুষ্ট ইংরেজদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। এই সিদ্ধান্ত তারা নিয়োছিল।

স্টিভেন্সের প্রাণে মরার ভয় ছিল, এজন্য সে নিজের ঘরেই অফিস স্থাপন করে চারপাশে পাহারার ব্যাবস্থা করেছিল। সাধারণ লোক তার সাথে দেখা করতে পারতো না। এই দুই ছাত্রী তার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। তাদের দুজনকেই পিস্তল চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। দুজনেই নির্ভয়ে স্টিভেন্সের ঘরে গেল। স্টিভেন্স নিজেই তাদের সঙ্গে দেখা করতে বাইরে এল। কথা বলার পরে সুনীতি লুকিয়ে আনা পিস্তল বের করে তার দিকে গুলি চালালো। স্টিভেন্স সেখানেই লুটিয়ে পড়ল। তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং যাবৎজীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়। পরে ১৯৩৯ সালে তারা ছাড়া পায়।

এসো জেনে নিই

১৮১৮, সালে ইংরেজ ভারত জয় করার পরে মহারাষ্ট্রের প্রথম বিল্ববী উমাজী নাইক ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। সে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং তাদের শাসন সমূলে বিনষ্ট করার জন্য তাদের আহব্বান করেছিল। পুণা, সাতারা, অহিল্যানগর প্রভুতি অঞ্চলে তার কাজ ছড়িয়ে পড়ল।

পরবর্তিতে আদর্শ অনুসরন করে বিল্পবী বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে এবং চাফেকর বন্ধুর কাছ থেকে প্রেরণা নিয়ে স্বাতন্ত্রবীর বিনায়ক দামোদর সাবরকর স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

তোমরা জানো কি?

পূণে জেলার আম্বেগাও তালুকার মহালুঙ্গে গ্রামের বাবু গেনু সৈদ তরুণ যুবক। তিনি মুম্বাইয়ের একটি বস্ত্র কারখানায় কাজ করতেন। ১৯৩০ সালে মুম্বাইতে বিদেশী কাপড় বর্জনের বহিষ্কার আন্দোলন শুরু ছিল। এই আন্দোলনে বাবু গেনু অগ্রনী ভূমিকার ছিলেন। একবার একটি মালবাহী বিদেশী কাপড় নিয়ে রাওনা হচ্ছিল। তখন বাবু গেনু হাতে তিরঙ্গা পতাকা নিয়ে গাড়ির সামনে রুখে দাড়াল। কিন্তু গাড়িচালক গাড়িটি না থামিয়ে বাবু গেনুর শরীরের উপর দিয়ে চালিয়ে দিল। তিনি দেশের জন্য শহীদ হলেন।

বাবু গেনু সৈদ

এসো জেনে নিই

"গণপরিষদের সভাপতি ডা. রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে ভারতের সংবিধানের খসড়া জমা দেওয়ার সময় ডা. বাবাসাহেব আম্বেডকর"

ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে গণপরিষদ ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬ সালে স্থাপিত হয়। ১৫ ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরে ২১ আগষ্ট ১৯৪৭ সালে খসড়া সমিতি স্থাপন করা হয়। ডা. বাবাসাহেব আম্বেডকর খসড়া সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে সংবিধানের অন্তিম খসড়া ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে গণপরিষদে প্রস্তুত করা হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারী ১৯৫০ থেকে সংবিধান কার্যকর হয়। তাই ২৬ নভেম্বর এই দিনটিকে 'সংবিধান দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

অনুশীলনী

প্র. ১ নীচে দেওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানগুলির নাম বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি তাদের নামের সামনে লেখো। (নন্দুরবার, কুমিল্লা, পুণে, মহালুঙ্গে)

(১) বাবু গেনু সৈদ ....

(২) শিরীষ কুমার ....

(৩) স্টিভেন্স ....

(৪) প্রথম বিপ্লবী উমাজী নাইক ....

প্র.২ নীচে দেওয়া প্রশ্নোর উত্তর এক বাক্যে লেখ।

(১) ইংরেজদের বিরুদ্ধে শিরীষ কুমারের মিছিলে কে কে অংশগ্রহণ করেছিল?
(২) শান্তী ঘোষ ও সুনীতি চৌধরী এরা কোন বিপ্লবী সংগঠনে কাজ করত?
(৩) রয়ত শিক্ষন সংস্থা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

প্র.৩ লেখ দেখি।

(১) মহাত্মা গান্ধী দ্বারা দেওয়া ইংরেজ বিরোধী ঘোষণা-
(২) শান্তী ঘোষের মনে দেশভক্তির সংস্কার করেছিল-
(৩) চাফেকর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রেরণায় স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেছিলেন-
(৪) কর্মবীর ভাউরাও পাটীল দ্বারা যে যোজনা শুরু করা হয়েছিল-

প্র.৩ নাম লেখো।

(১) ডা. রাজেন্দ্র প্রসাদের নেতৃত্বে স্থাপিত সমিতি ....
(২) খসড়া সমিতি সভাপতি ....

প্র.৫ তিন-চার বাক্যে তথ্য লেখা।

(১) শিরীষ কুমার
(২) বাবু গেনু সৈদ

উপক্রম

- তোমাদের বিদ্যালয়ে কোন কোন মহাপুরুষের ছবি আছে তার একটী তালিকা তৈরী কর।
- ভারতীয় আন্দোলনে সহভাগী মহিলাদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একটী তালিকা তৈরী কর।
- তোমারের অঞ্চলের কোনো মহান ব্যক্তির জীবনের একটী প্রেরনামূলক ঘটনা খুঁজে লেখো সম্ভব হলে তার চিত্র সংগ্রহ কর।

***

১১. পরিবেশ সংরক্ষণ : আমার দায়িত্ব

মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী পালন করার জন্যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা ২ অক্টোবরে মাঠে উপস্থিত হয়েছিল। প্রধান শিক্ষিকার নির্দেশ অনুসারে বিদ্যালয়ীন স্বচ্ছতা অভিযান শুরু হল। বিনয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে প্রথম সারীতে দাড়িয়ে ছিল। বিনয়েরএই রকম কাজে বিরক্ত লাগে। সে পেটে হাত দিয়ে পেট ব্যথার ভান করে পাশে গিয়ে বসল। প্রধান শিক্ষিকা স্বচ্ছতা অভিযানে অংশগ্রহণ না নেওয়ার কারণ বুঝলেন তিনি বিনয়কে অফিসে ডেকে নিয়ে নিজের কাছে বসালেন, তাকে কয়েকটি ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন। বিনয় ছবি গুলি মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

এসো করে দেখি।

ছবি গুলি যোগ্য ক্রমে লাগাও।

বলো দেখি!

সব লোক আনন্দে ফুটপাত দিয়ে কেন হেঁটে চলেছে?

বিনয় প্রধান শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করল, ‘‘স্বচ্ছতা মানে কী এবং তা কেনো করা উচিত?’’

প্রধান শিক্ষিকা বললেন, ‘‘স্বচ্ছতা মানে স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ যাতে না বাড়ে তার জন্য নেওয়া সতর্কতা। এর জন্য নিজের, সার্বজনিক স্থান ও পরিবেশের স্বচ্ছতা রাখা গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত স্বচ্ছতার পাশাপাশি, ঘর ও পরিবেশ স্বচ্ছ রাখতে আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা, নোংরা জলের সঠিক নিষ্পত্তি করা এই বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে সব জায়গায় স্বচ্ছতা দেখা যায়। স্বচ্ছতার কারণে সব জায়গায় আনন্দদায়ক ও প্রসন্ন পরিবেশ থাকে।

ভেবে দেখো ও বলো।

- শরীরের স্বচ্ছতা যদি নিয়মিত না করা হয় তবে কি হবে?
- পরিবেশ ময়লা ও দুর্গন্ধ থাকলে তখন কি হবে?
- আমাদের, ঘর, বিদ্যালয় ও পরিবেশের সচ্ছতা কারা করে?

বিনয়ের মাথায় অনেক প্রশ্ন এসেছিল, বিনয় বলা শুরু করল। ‘‘আমরা প্রতিবর্ষ ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর স্বচ্ছতা অভিযান চালিয়ে থাকি। তবে এর আগে কি স্বচ্ছতার মহত্ব ছিল না? এর জন্য কেউ কি কাজ করে নি? প্রধান শিক্ষিকা বিনয়কে স্বচ্ছতার বিষয় বলতে শুরু করলেন।

তোমরা জানো কি?

আমাদের দেশে স্বচ্ছতার পরম্পরা খুব পুরানো, প্রাচীন লোকেরাও স্বচ্ছতার মহত্ব জানতো। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে মহেনজোদড়ো ও হড়প্পা এই সুন্দর শহর ছিল। এই অতি প্রাচীন শহরে উত্তম রাস্তা, ময়লা জলের সঠিক নিষ্পত্তি ব্যাবস্থা আর সার্বজনিক স্নানগৃহ ছিল। লোকেরা ঘর, রাস্তা এবং জলের জায়গা স্বচ্ছ রাখত।

তোমরা জানো কি?

রাষ্ট্রসন্ত গাড়গে বাবা

রাষ্ট্রসন্ত গাড়গে বাবার জন্ম আমরাবতী জেলার শেনগাও নামক গ্রামে হয়েছিল। তাঁর আসল নাম ডেবুজী ঝিগরাজী জাণোরকর। তিনি সবসময় নিজের সাথে একটা ঝাড়ু রাখতো। শরীরে ছেড়া-ফাটা বস্ত্র এবং হাতে একটা মাটির পাত্র, তার জন্য লোক তাঁকে গাড়গে বাবা বলে ডাকতেন। তিনি যে গ্রামে যেতেন সেই গ্রাম ঝাড়ু দ্বারা পরিষ্কার করতেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যে ''সন্ত গাড়গেবাবা গ্রাম স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হয়।'' এই অভিযানের লক্ষ্য হল বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল ব্যাবস্থা, ঘরের, নিজের ও পরিবেশের স্বচ্ছতা, আর ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থা, আবর্জনার নিস্পত্তি ইত্যাদি কাজ করা।

পরিচ্ছন্নতা শুরু হয় নিজের পরিচ্ছন্নতা দিয়ে, সেই মতো পরিবেশ এবং সার্বজনিক স্থান পরিচ্ছন্নতা ও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব নিজের এবং চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

বাইরে সব ছাত্র ছাত্রীরা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন করছিল, ও কিছু ছেলেরা মাঠের বেড়ে ওঠা ঘাস কাটছিল কিছু ছেলেরা গাছের ডাল পালা জমা করছিল। তা দেখে বিনয় বলল, ''আমাদের মাঠে অনেক গাছ পালা আছে। বড় গাছের ডাল পালা পড়ে ময়লা জমা হয়, তা দিয়ে আমরা সার তৈরী করি।

প্রধাণ শিক্ষিকা বললেন আমারা প্রতিবৎসর জুন মাসে বৃক্ষরোপণ করি। বিনয় বললো, বৃক্ষরোপণ মানে কি? বৃক্ষরোপণ মানে নতুন গাছ লাগানো। এবৎসর তুমি কোথায় আর কয়টা নতুন গাছ লাগিয়েছো? আমি ঘরের সব্জি বাগানে দুটি গাছ লাগিয়েছি।

বলো দেখি!

- সারা বৎসর সবুজ থাকা গাছ কোনটি?
- গাছ না থাকলে কি হতো ?

এসো করে দেখি।

- লজ্জাবতী পাতায় ধীরে স্পর্শ করে দেখো।
- একঠা টবে চারা লাগিয়ে পর্যবেক্ষণ করো।

প্রধান শিক্ষিকা বলা শুরু করলেন, গাছের ও প্রাণ থাকে, তাদের বেঁচে থাকার জন্য, জল বায়ু ও সূর্যালোকের দরকার হয়, ভারতীয় বিজ্ঞানী ডা. জগদীশ চন্দ্র বসু প্রথম প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে গাছের ও প্রান আছে, আমাদের মতো তাদের ও অনুভুতি শক্তি আছে। অর্থাৎ তাদেরও আনন্দ ও দুখঃ হয়, ঠাণ্ডা-গরম অনুভব করে ও তাদের স্পর্শ করলে তারা বুঝতে পারে।

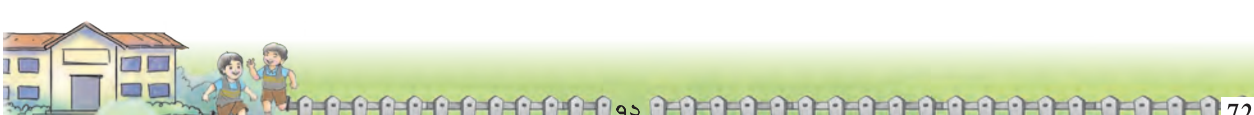

আমাদের কিছু গাছ লাগাতে হবে, তাদের বাঁচাতে হবে, গাছ কাটা থামাতে হবে কারণ গাছ আমাদের অনেক কিছু দেয়।

ভেবে দেখো ও লেখো।

গাছ আমাদের কি দেয়?

আমরা গাছকে কি দেই?

তোমরা জানো কি?

- **চিপকো আন্দোলনে ১৯৭৩ :** জঙ্গল বাঁচানোর লড়াই। হিমালয়ের পাদদেশে অনেক গাছ কাটার পরিকল্পনা চলছিল। এর বিরুদ্ধে চণ্ডী প্রসাদ ভট্ট ও সুন্দরলাল বহুগুণা আন্দোলন করেছিলেন, গাছ যাতে না কাটা হয় তার জন্য গ্রামের মহিলারা গাছকে জড়িয়ে ধরে তাদের বাঁচিয়েছিলেন।
- প্রতি বসর ৫ জুন এই দিনটি ''বিশ্ব পরিবেশ দিবস'', হিসাবে পালন করা হয়।

এসা জেনে নিই।

দেবারণ্য মানে দেবতার নামে রক্ষিত পবিত্র বন। দেবারণ্য প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে খুবই মহত্বপুর্ণ। জৈব বিবিধতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের যত্ন করা প্রয়োজন। সেখানকার গাছ কাটা নিষিদ্ধ।

অহিল্যানগর কেল্লায় সঙ্গমনের এলাকার পেমগিরী কেল্লার চারপাশে একটা বড় বট গাছ আছে এই গাছ 'মহাবটবৃক্ষ' নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্র রাজ্যে সবচেয়ে বড় গাছ বলে মানা হয়। লোকের সহযোগিতায় এই গাছ রক্ষা করা হয়েছে। স্বরাজ্যসংকল্পক শাহাজীরাজা পেমগিরী কিল্লায় স্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

মহাবটবৃক্ষ-পেমগিরি

সালুমরদা থিমক্কা : কর্নাটক পরিবেশবাদী কর্মী ছিলেন। তিনি ১০০ বছর বয়স পার করেছিলেন সালুমরদা মানে গাছের সারি। তিনি শুরুতে ৩৮৫ টি বট গাছ লাগিয়েছিলেন। তাদের বৃদ্ধির জন্যে লক্ষ্য দিয়েছিলেন। পরে তিনি পিপল, ডুমুর এইরকম হাজার-হাজার গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি বোলতেন গাছই আমার সন্তান। ভারত সরকার তাঁকে বৃক্ষরোপণ কাজের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান দিয়েছিলো।

সালুমরদা থিমক্কা

সন্ত তুকারাম

সন্ত তুকারাম তার অভঙ্গে বলছেন।

"বৃক্ষাবলী আম্হা সোয়রে বনচরে।
পক্ষীহী সুস্বরে আঢ়বিতী।।"

অর্থাৎ

"বৃক্ষলতা ও বনচারী জীবেরা আমাদের আত্মীয়ৎ
পাখিরাও মধুর স্বরে গান গেয়ে আমাদের ডাকে।"

প্রধান শিক্ষিকা বিনয়ের সাথে চতুর্থ শ্রেণীকক্ষে গেলেন। সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর বই থেকে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের 'আজ্ঞাপত্র'দেখিয়ে বিনয়কে বললেন, "ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আজ্ঞাপত্রে বৃক্ষ সংরক্ষণের নীতি শিখিয়েছেন। গাছের কারণে বায়ু বিশুদ্ধ থাকে, মাটির ক্ষয় রোধে সাহায্য হয়, দুষণ কমে, বৃষ্টীর জল ধরে রাখা যায়। এই ভাবে, পশুপাখিদের জন্য আশ্রয় পাওয়া যায়। বৃক্ষরোপণ এবং বৃক্ষসংরক্ষণ প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।

এই কথা শুনে বিনয় বলল, "আমি এতদিন পবিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ এড়িয়ে চলতাম, কিন্তু এখন আমি পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। সেই সাথে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ও বুঝতে পারলাম। এখন থেকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরিচ্ছন্নতা এবং বৃক্ষরোপণের কাজে সবার আগে থাকব।"

অনুশীলনী

প্র.১ উপযুক্ত শব্দ লিখে বাক্য পূর্ণ কর।

(১) ২ অক্টোবর ________________ জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়।

(২) হাজার হাজার বছর পূর্বে ভারতে মহেনজোদরো ও________________ নামের সুন্দর শহর ছিল।

(৩) রাষ্ট্রসন্ত গাড়গেবাবার জন্ম আমরাবতী জেলার________________ গ্রাম হয়েছিল।

(৪) ভারত সরকার________________কে বৃক্ষরোপণের জন্য, পাদ্মশ্রী, সম্মান দিয়েছিল।

প্র.২ নীচের তালিকা পুর্ণ কর।

পরিচ্ছন্নতা

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা	সার্বজনিক পরিচ্ছন্নতা
(১) ------------------------------	------------------------------
(২) ------------------------------	------------------------------
(৩) ------------------------------	------------------------------
(৪) ------------------------------	------------------------------
(৫) ------------------------------	------------------------------

প্র.৩ উপযুক্ত জোড়া মিলাও।

'অ' সমূহ	উত্তর	'ব' সমূহ
(১) বিশ্ব পরিবেশ দিবস।		(অ) বৃক্ষরোপণ
(২) দেবারণ্য		(ই) আজ্ঞাপত্র
(৩) ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ		(ঈ) ৫ জুন
(৪) সালুমরদা থিমক্কা		(উ) দেবতার নামে বন

প্র.৪ পরিবেশের গাছের উদাহরণ লেখ।

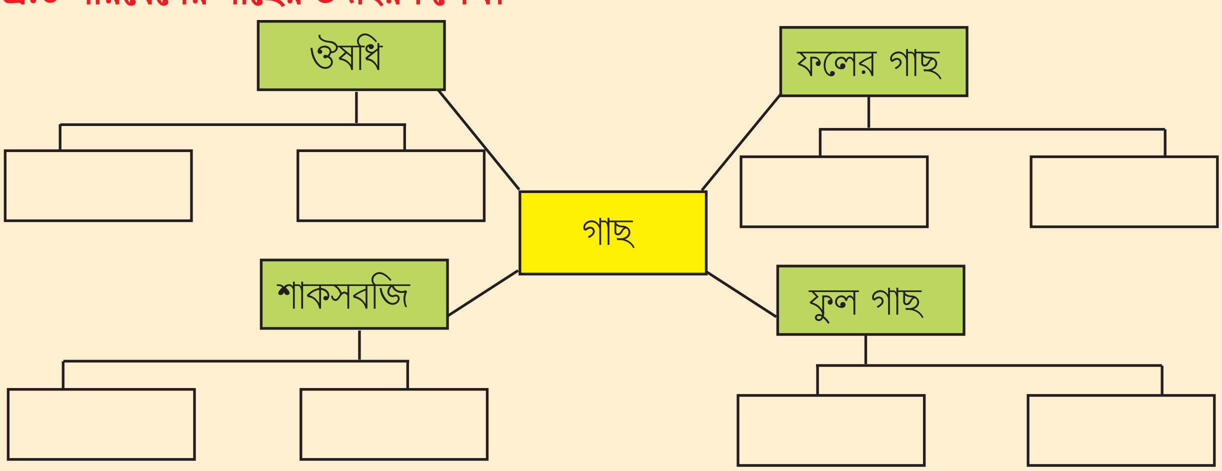

উপক্রম

- বিজমাতা রাহীবাই পোপের তথ্য অভিভাবকদের সাহায্যে সংগ্রহ করো।
- তোমার এলাকার স্বচ্ছতা কর্মীদের সাথে দেখা করে তাদের সাক্ষাৎকার নাও।
- মহারাষ্ট্রের দেবারণ্য, অভয়ারণ্যের ব্যাপারে ইন্টারনেটের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করো।
- তোমার ব্যবহার করা শস্য, বীজ সংগ্রহ করে সেগুলি থেকে চারা তৈরি করো।

***

১২. জাতীয় সংহতি

প্রসঙ্গ ১

একদিন যা ঘটলো, বিভিন্ন রং একে অপরের সাথে ঝগড়া করতে শুরু করলো। লাল রং বললো, ''আমিই সবচেয়ে সুন্দর। আমার রং জবা ফুলের মতো ও উদীয়মান সূর্যের মতো।'' সাদা রং বললো, ''না, আমিই সুন্দর। আমার রং শান্তির প্রতিক।'' সবুজ রং বললো, ''একদমই না! আমার রং গাছের ও পাতার মতো। আমায় ছাড়া তোমরা পৃথিবীর কথা কল্পনাও করতে পারবে না।'' নীল রং বললো, ''আরে বাহ! তাহলে কি তোমরা আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া পৃথিবীর কথা কল্পনা করতে পারো?''

এমন সময় বাতাসের একটি ঝাপটা তাদের বললো, ''আরে, এভাবে ঝগড়া করো না! আমাদের ভারত দেশের জাতীয় পতাকার দিকে তাকিয়ে দেখো, বিভিন্ন রং কীভাবে একসাথে মিলেমিশে আছে। তাদের কাছ থেকে কিছু শেখো! ভারতীয় জাতীয় পতাকা আমাদের দেশের একতা, স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমিকতার প্রতীক।

আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতীক রয়েছে। এই প্রতীকগুলি আমাদের মধ্যে ঐক্যের ভাব জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করে। আমাদের দেশের মূল্যবোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। জাতীয় পতাকার মতোই জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হলো আমাদের 'জাতীয় সংগীত'। ভারতের জাতীয় সংগীত হলো 'জনগণমন'। আমরা সবাই বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও এই গানটি আমাদের সবার মুখস্থ। জাতীয় সংগীত চলাকালীন সবাই সাবধান (অ্যাটেনশন) ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের সম্মান রক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তেমনি 'বন্দে মাতরম' হলো আমাদের জাতীয় গান।

তোমরা জানো কি?

ভারতের জাতীয় পতাকার রঙগুলির অর্থ খোঁজো ও লেখো ।

গেরুয়া – --

সাদা – --

সবুজ – --

অশোক চক্র-এটা প্রগতি আর গতির প্রতীক,তাতে ২৪ টি শলাকা আছে।

আমাদের ভারত দেশে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রাজ্যে বাস করে। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। বিভিন্ন পোশাক পরে। বিভিন্ন উৎসব পালন করে। তবুও আমরা সবাই এক। আমরা একই দেশের নাগরিক।

প্রসঙ্গ ২

জাতীয় ঐক্য সম্পর্কে শিক্ষিকা বললেন, ‘‘শ্রেণীর চারপাশে দেখো । একে অপরের থেকে আমাদের দেখতে আলাদা। তবুও আমরা এই শ্রেণীতে একসঙ্গে শিখছি। গল্প বলছি, গান গাইছি। কখনো কখনো আমাদের মধ্যে মতভেদ হয়, সেইটি আমরা আলোচনার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেই। একে অপরের যত্ন নেই, একে অপরকে সম্মান করি। এই শ্রেণীর মতোই আমাদের ভারত দেশ ‘বৈচিত্র্যে ভরা’। এভাবে আলাদা হওয়া সত্ত্বেও একই দেশে মিলেমিশে থাকা এবং আমাদের সবার পরিচয় ‘ভারতীয়’ হওয়া-একেই বলে ‘জাতীয় সংহতি’।’’

পড়ো

অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে হয় একজন মানুষ
অনেক রং মিলে তৈরি হয় রামধনু
অনেক ফুলে সেজেছে এই ফুলদানি
অনেক ভাষায় গাই আমরা গান
অনেক সংস্কৃতি, বিবিধ উৎসব বহুল আমাদের বেশ
অনেক জন মিলে গড়ে তুলি আমাদের ভারত দেশ।

বলো দেখি!

প্রসঙ্গ ৩

কল্পনা করো, স্কুলের নতুন বছর শুরু হয়েছে। তোমাদের শ্রেণীতে একজন নতুন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। তার মাতৃভাষা মরাঠী। তার সঙ্গে তোমরা কীভাবে কথা বলবে ? তাকে কীভাবে সাহায্য করবে ? তাকে শ্রেণীতে মানিয়ে নেওয়ার জন্য তোমরা কী করবে ? শিক্ষকের সাহায্যে এ বিষয়ে আলোচনা করো।

ছবি রং করো

জাতীয় পতাকা

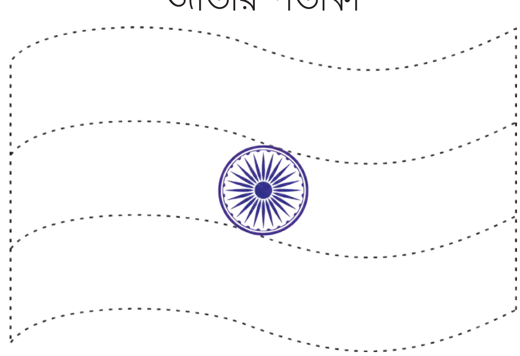

জাতীয় পাখি

জাতীয় ফল

জাতীয় ফুল

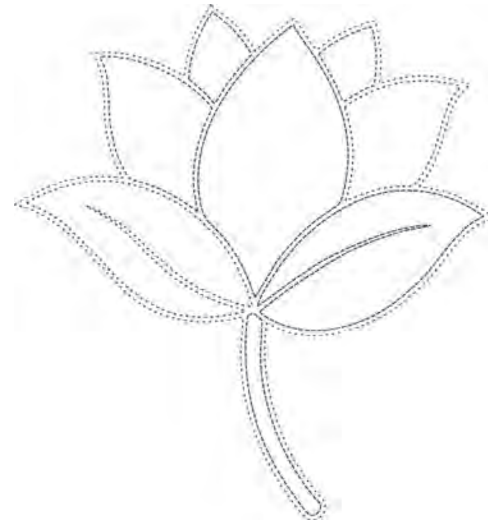

খুঁজে করে দেখি।

ইন্টারনেটের সাহায্যে রাজ্য পাখি, রাজ্য ফল, রাজ্য প্রাণী এবং রাজ্য ফুলের তথ্য খুঁজে বের করো।

১ মে ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠিত হয়েছিল। ১ মে দিনটি মহারাষ্ট্রে ‘মহারাষ্ট্র দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। একটি রাজ্যের যেমন নিজস্ব রাজ্য দিবস থাকে, তেমনই রাজ্য সংগীত, রাজ্য পাখি, রাজ্য ফল, রাজ্য প্রাণী এবং রাজ্য ফুল ইত্যাদিও থাকে।

জাতীয় সংহতির জন্য যেমন বিভিন্ন চিহ্ন এবং প্রতীক গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই বিভিন্ন জাতীয় উৎসবও গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলাম, তাই ১৫ আগস্ট দিনটি আমরা ‘স্বাধীনতা দিবস’ হিসেবে পালন করি। ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ থেকে ভারতীয় সংবিধান কার্যকর করা হয়েছিল, তাই ২৬ জানুয়ারি দিনটি আমরা ‘প্রজাতন্ত্র দিবস’ হিসেবে পালন করি। এই সব দিনগুলি আমরা সমস্ত ভারতীয়রা একত্রে মিলে উদ্‌যাপন করি। এই দিনে দেশজুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তোমরা জানো কি?

রাকেশ শর্মা : ১৯৮৪ সালে রাকেশ শর্মা ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘মহাকাশ থেকে ভারতকে কেমন দেখায়?’’ রাকেশ শর্মা উত্তর দিয়েছিলেন, ‘‘সারে জাঁহা সে আচ্ছা!’’ (বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ!)

(পাঠ্যবইয়ের শুরুতে দেওয়া QR কোডের লিঙ্কের মাধ্যমে রাকেশ শর্মার ভিডিওটি দেখো।)

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

(১) ভারতীয় জাতীয় পতাকার বর্ণনা দাও ।

(২) ভারতের প্রথম মহাকাশচারীর নাম কী ?

(৩) জাতীয় ফুল কোনটি ?

প্রশ্ন ২. সঠিক বিকল্পটি বেছে নিয়ে লেখো।

(১) তেরঙ্গা পতাকায় থাকা চক্রটিকে বলা হয় ----------------------

(অ) সুদর্শন চক্র (আ) অশোক চক্র (ই) পরমবীর চক্র (ঈ) জল চক্র

(২) ১৫ আগস্ট হলো ----------------------

(অ) স্বাধীনতা দিবস (আ) সংবিধান দিবস (ই) মহারাষ্ট্র দিবস (ঈ) প্রজাতন্ত্র দিবস

প্রশ্ন ৩. জোড়া মেলাও।

‘অ’ বিভাগ	‘ব’ বিভাগ
(১) জাতীয় পাখি	(অ) জনগনমন
(২) জাতীয় ফল	(আ) বন্দে মাতরম্
(৩) জাতীয় গান	(ই) আম
(৪) জাতীয় সংগীত	(ঈ) ময়ূর

প্রশ্ন ৪. তোমার মাতৃভাষার নাম বলো। মহারাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ভাষার নাম লেখো।

প্রশ্ন ৫. পাঠ্যপুস্তকের মুখ পৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করে ভারতের বৈচিত্র্যতার ব্যাখ্যা করো।

উপক্রম

- জাতীয় প্রতীকগুলির তথ্য সংগ্রহ করো এবং সেগুলির ছবি সংগ্রহ করো।
- দেশভক্তি গানের সংগ্রহ করো এবং সেগুলি স্ক্র্যাপবুকে আঠা দিয়ে লাগাও।
- তুমি যে জেলায় থাকো, তার সীমান্তবর্তী ২-৩টি জেলায় কোন কোন চলিতভাষা বলা হয়, ইন্টারনেটের সাহায্যে সেই তথ্য সংগ্রহ করো।

***

১৩. চলো শুনি, বলি এবং বুঝে নিই

ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে তা বলো?

- তোমাদের বিদ্যালয়ে কোন কোন তারিখে পতাকা উত্তোলন করা হয় ?
- তোমরা পতাকা উত্তোলনের জন্য কী কী প্রস্তুতি নাও, তা নিজেদের দলের মধ্যে আলোচনা করো।
- একটি দশ টাকার নোট নাও। তাহার ওপরের ছবি সম্পর্কে মা-বাবা, শিক্ষক এবং অন্যদের সাথে আলোচনা করো।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, অন্যদের, মা-বাবার এবং শিক্ষকের কথা শান্তভাবে শোনা উচিত। আমাদের নিজেদের বিচার বা মতামত দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত করা উচিত। নিজেদের মতামত প্রকাশের সময় অন্যদের মতামতের প্রতিও শ্রদ্ধা রাখা উচিত। এর মাধ্যমেই আমাদের নেতৃত্বগুণের বিকাশ হয়।

শুনবো এবং বলবো

- রাজ্য সঙ্গীত শোনো এবং তাল-সুরে গাও।
- পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে তোমরা কী কী স্লোগান দাও তা বলো।

নিচের পরিস্থিতিতে তোমরা কী করবে?

- তোমার বন্ধু অসুস্থ।
- বন্ধুর ঠাকুমা চোখে কম দেখেন। তাঁকে রাস্তা পার হতে হবে।
- তোমার বাড়ির একজন ব্যক্তি বারবার মোবাইল দেখেন।

এসো বুঝে নিই

একতার বল

চড়ুই পাখি ও শিকারি।

বাল্যবন্ধুরা, তোমরা কি এই গল্পটি শুনেছো ?

একটি ঘন জঙ্গলে এক বিশাল বটগাছে অনেক চড়ুই পাখি থাকতো। সেই বটগাছে টকটকে লাল রঙের ফল ধরত। চড়ুই পাখিরা সেই ফলগুলি মজা করে খেত। ওই চড়ুইদের মধ্যে একজন খুব বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ চড়ুই ছিলো, যে সবসময় সবাইকে একসঙ্গে থাকার পরামর্শ দিতো।

একদিন জঙ্গলে এক শিকারি এলো। সে দেখল বটগাছটির কাছে অনেক চড়ুই আছে। সে ভাবল, এই চড়ুইদের ধরতে হবে। সে একটি বুদ্ধি আঁটল। সে গাছের নিচে চড়ুইদের জন্য প্রচুর দানা ছড়িয়ে দিলো। তার ওপর জাল বিছিয়ে সে কাছেই কোথাও লুকিয়ে চড়ুইদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরই চড়ুইগুলি দানা খাওয়ার জন্য নিচে নেমে এলো। তারা সবাই দানা খুঁটে খেতে মগ্ন হয়ে পড়ল। অজান্তেই তারা শিকারির পাতা জালে আটকে গেলো। ওরে বাবা! এখন কী করা যায়? তারা কিছুই বুঝতে পারছিল না। চড়ুইরা পালানোর অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু সব বৃথা! তারা ভয় পেয়ে একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো।

চড়ুইদের চেষ্টা জারি ছিলো, কিন্ত সাফল্য আসছিল না। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিমান চড়ুইটি সবাইকে বললো, ‘‘আমরা সবাই মিলে ঠোঁট দিয়ে জালটা কামড়ে ধরি এবং একই সাথে উড়ে যাই।’’ তার কথা সবার মনে ধরলো। সবাই একসাথে শক্তি প্রয়োগ করল এবং জাল সমেত আকাশে উড়েত শুরু করলো।

শিকারি অবাক হয়ে গেল, সে জাল ধরার জন্য তাদের পেছনে দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু চড়ুইগুলি তার নাগালে এল না। দৌড়াতে গিয়ে সে মাটিতে পড়ে গেলো। চড়ুইগুলি কিছুটা দূরে থাকা ইঁদুর দাদার কাছে গিয়ে পৌঁছালো...

সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতে লাগলো। ইঁদুর দাদা তাদের দেখে তার বন্ধুদের নিয়ে চড়ুইদের সাহায্যের জন্য ছুটে এলো। ইঁদুরগুলি পুরো জালটি কেটে ফেলে বিপদে পড়া সেই চড়ুইদের অল্প সময়ের মধ্যেই মুক্ত করে দিলো। সকল চড়ুই তাদের অনেক ধন্যবাদ জানালো।

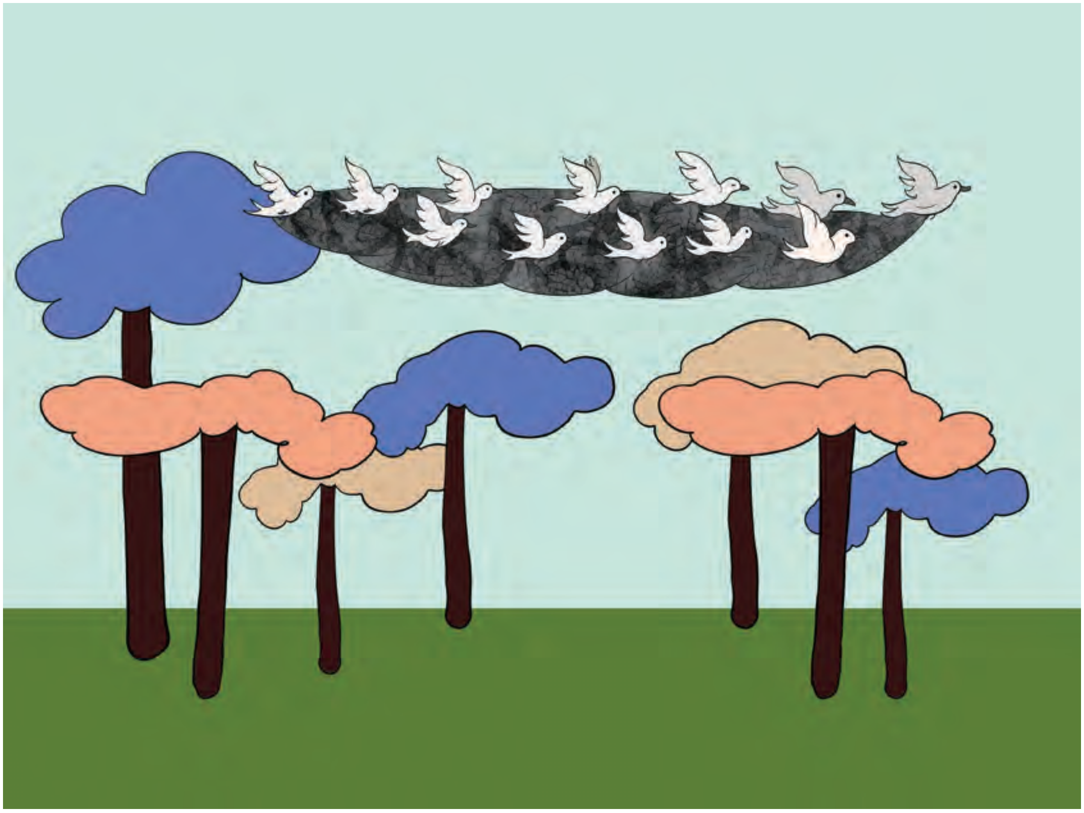

বলো দেখি!

এই গল্প থেকে আমরা কী শিখলাম?

শিক্ষকের সাহায্যে এই ছবিটি বুঝে নাও।

এই ছবিটি কোল্হাপুরের কাছের খিদ্রেশ্বর মন্দিরের। দুটি হাঁস তাদের ঠোঁটে একটি লাঠি ধরে আছে। একটি কচ্ছপ সেই লাঠিটি ধরে আছে। উপরের এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে গল্পটি বলা যাবে কি? শিক্ষক-অভিভাবকদের সাহায্যে গল্পটি তৈরি করো।

খিদ্রেশ্বর মন্দিরের শিল্প

একই বিষয় আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের দেশে আমরা সবাই যদি একজোট হয়ে, একত্রে থাকি তবে অনেক অসম্ভব কাজও আমরা সহজে ও দ্রুত করতে পারি, তাই না?

তোমরা জানো কি ?

১৯ বছরের নিচের বিশ্বজয়ী মহিলা ক্রিকেট দল

ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জিতেছে।

বিশ্ব দৃষ্টিহীন বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা - ভারতীয় মহিলা বিজয়ী দল

২০২৫ সালের বিশ্বস্তরের মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এই দলগুলি চমৎকার কৃতিত্ব করে জিতেছে। আমাদের দেশ ভারতের জন্য এটি অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ক্রিকেটের মতো দলীয় খেলায় একতাবদ্ধ হয়ে সাফল্য অর্জন করে কীভাবে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করা যায়, এগুলি তারই উদাহরণ। এর পাশাপাশি ক্রিকেট খেলায় দৃষ্টিহীন মহিলাদের এই কৃতিত্ব সত্যিই প্রশংসনীয়।

অনুশীলনী

প্রশ্ন ১. নিচের পরিস্থিতিতে তুমি কেমন আচরণ করবে তা লেখ।

(১) নিজের মতামত প্রকাশের সময় - ....

(২) গুরুজন ব্যক্তি যখন তোমাকে পথপ্রদর্শন বা উপদেশ দেন - ....

(৩) বিদ্যালয়ের জাতীয় সঙ্গীত শুরু থাকার সময় - ....

(৪) বিস্কুট, চকলেট খাওয়ার পর তার র‍্যাপার তোমার কাছে থাকলে - ....

(৫) তোমার সান্নিধ্যে কোনো দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি এলে -..

প্রশ্ন ২. নিচের ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে সেই বিষয়ে তোমার মতামত লেখ।

আবর্জনা

(১) ভেজা আবর্জনা ও শুকনো আবর্জনার ডাস্টবিনের চারপাশে আবর্জনা জমা হয়েছে।

....

....

(২) একটি ছেলে বৃক্ষরোপণ করছে।

....

....

বৃক্ষরোপণ

(৩) বন্ধুরা একজন দিব্যাঙ্গ ছাত্রীকে হুইলচেয়ারে করে বিদ্যালয়ের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে।

....

....

দিব্যাঙ্গ বিদ্যার্থিনী

উপক্রম

- ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহ করে খাতায় লাগাও এবং তাদের নাম লেখো।
- অভিভাবকদের এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে ঈশপনীতি এবং পঞ্চতন্ত্রের গল্প সংগ্রহ করো। সেগুলি শ্রেণীতে বলো।
- 'মূল্যবর্ধন' উপক্রম অন্তর্গত তোমার পছন্দের যে কোনো একটি ঘটনা সম্পর্কে তথ্য লেখো।

***

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

যদি কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া তোমাকে ছোঁয় অথবা এমনভাবে স্পর্শ করে যাতে তুমি অস্বস্তিকর বা খারাপ অনুভব করো, তাহলে চুপ থেকো না। এমন পরিস্থিতিতে তোমার জন্য নীচের কথাগুলো জানা জরুরি। ...

১. নিজেকে দোষ দিও না।

২. যাদের ওপর তুমি বিশ্বাস করো, তাদেরকে এই ঘটনার কথা বলো।

৩. তুমি POCSO e-box/ পক্সো ই-বক্সের মাধ্যমে তোমার অধিকার রক্ষার জন্য জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনে অভিযোগ জানাতে পারো।

যখন কেউ তোমার অনুমতি ছাড়া স্পর্শ করে, তখন তোমার খারাপ লাগতে পারে। তোমার অস্বস্তি বা ভয় লাগতে পারে। তুমি নিজেকে অসহায় মনে করতে পারো কিন্তু খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই যেহেতু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য তোমার কোনো দোষ নেই।

এই বোতামটি চাপো।

POCSO e-box এটা NCPCR@gov.in এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যদি তোমার বয়স ১৮ বছরের কম হয় এবং তুমি কোনো কারণে নিরাপদ বোধ না করো অথবা এধরণের সমস্যাজড়িত ছেলে / মেয়েকে জানো, তাহলে তুমি ১০৯৮ (দশ নয় আট) নম্বরে ফোন করতে পারো। এটা করলে তোমার এবং তোমার বন্ধুর জীবন আরও নিরাপদ হতে পারে।

চাইল্ড লাইন - ১০৯৮ - : এই নম্বরটি ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে এবং এটি একটি জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর যা মহিলা এবং শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের সহায়তায় পরিচালিত হয়।

এক উন্নত সমাজের দিকে।
Towards a new dawn

মহারাষ্ট্র রাজ্য পাঠ্যপুস্তক নির্মিতী ও অভ্যাসক্রম সংশোধন মণ্ডল, পুণে.

आपल्या सभोवतालचे जग भाग–२ इयत्ता तिसरी (बंगाली माध्यम)

₹ 65.00